শিবায়ন

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত

এবং পাঠ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বঙ্গবাসীর

নিমিত্ত প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট,

বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১[illegible]২৩ সাল

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অভ্যুদয় হইতে তদ্ভাষায় মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন হওয়া পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সকলকে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থমধ্যে গণ্য করা যায়। সেই কালে যতগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সামান্য সামান্য গ্রন্থগুলি ক্ষীণায়ুঃ মনুষ্যের ন্যায় অল্পকাল পরেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যতগুলি বর্ত্তমান আছে, তাহাদের এই সকল দশা ঘটিয়াছে :—

(১) কতকগুলি মুদ্রিত হইয়া বহু প্রচারিত হইতেছে।

(২) কতকগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু একণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

(৩) কতকগুলি আদৌ মুদ্রাযন্ত্রে সমুত্থিত হয় নাই।

পরন্তু এই ত্রিবিধ দশাপ্রাপ্ত গ্রন্থের কোনটীই অবিকলাঙ্গে বর্ত্তমান নাই। প্রথমতঃ লিপিকরগণের শব্দজ্ঞান ও বর্ণজ্ঞান উত্তম না থাকাতে, তাঁহারা এমন করিয়া গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃত শব্দ ও তাহার অর্থ পরিগ্রহ করা দুষ্কর। তথাপি তাঁহারা চেষ্টা করিয়া গ্রন্থের কোন পাঠ পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহারা আদর্শ পুস্তকে যটী যেমন দেখিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন, তেমনিটী লিখিয়া রাখিতে তাঁহারা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের সকল শব্দের অর্থাবগতি হয় নাই, এবং তাঁহারা হ্রস্ব দীর্ঘের বা তালব্য মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য সকারের বা অন্তঃস্থ বা বর্গীয় বর্ণের যথাপ্রয়োগ জানিতেন না, এই কারণে তাঁহাদের লিখনে মূলাদর্শের যে কতক ব্যত্যয় ঘটিত, সে বিষয়ে তাঁহারা বিসংজ্ঞ ছিলেন না। এই ত্রুটি পরিমার্জ্জন জন্য তাঁহারা গ্রন্থ শেষে প্রায়ই লিখিয়া রাখিতেন—

যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তিদোষকঃ ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥

আমাদের অবলম্বিত ১১৮৩ সালের লিখিত শিবায়ন গ্রন্থের শেষে উক্ত শ্লোকের পরে লিখিত আছে—

শুন সাধুজন আগে করি নিবেদন ।
লিখনের যত দোষ করিবে মোচন ॥
দোষ ক্ষমা করিয়া পড়িবে নিজ গুণে ।
শুদ্ধাশুদ্ধ না ধরিয়া পড়িবে সাধু জনে ॥
মনের মানস পূর্ণ করিবে ভবানি ।
তোমার মহিমা খানি কি বলিতে জানি ॥
আপনার গুণে মাতা হইবে সদয়া ।
পদছায়া দেহ মাতা দাসে করি দয়া ॥
পুস্তক হইল পূর্ণ শিবের কীর্ত্তন ।
হরগৌরী নাম মুখে বল সর্ব্বজন ॥

কিন্তু এই সকল লেখকেরা শব্দজ্ঞানের অভাববশতঃ যে সকল দোষ ঘটাইয়াছেন, তদপেক্ষা, যাঁহারা এই সকল গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাদের গ্রন্থে অধিক দোষ দৃষ্ট হয়। মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষেরা মুদ্রিত করিবার জন্য যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্গত বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন জন্য সেই সকল পুস্তক তাঁহারা পণ্ডিতদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ গ্রন্থকারের লিখনের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আত্মবুদ্ধি ও আত্মরুচি অনুসারে পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ।

এইরূপ বিকৃতাবস্থ গ্রন্থরাশিদ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের অধিকাংশ পরিপুরিত ।

সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিস্তার বিষয়ে কয়েক-খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির সমালোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন এপর্য্যন্ত প্রাচীন ভাল ভাল কবিদিগের গ্রন্থ সাধারণের নিকট এক প্রকার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও বিকৃত ও মর্দ্দিত, তখন এই সকল সমালোচনা যে কেমন

ঠিক হইতেছে, এবং পাঠকবর্গ সেই সকল সমালোচনার কেমন সুবিচার করিতেছেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

১৭৯১শকে শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিচরিত নামে প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহাদের গ্রন্থের সমালোচনার এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি রামেশ্বর কৃত শিবায়ন গ্রন্থের কোন উল্লেখ করেন নাই। এই পুস্তক প্রকাশের ৪ বৎসর পরে ১৭৯৫ শকে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন সেই কবিচরিতের মত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ক এক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি শিবায়ন গ্রন্থখানিকে "উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে গণ্য" করিয়াছেন। ইহারা উভয়ে কালিকামঙ্গল সম্বন্ধে দু এক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহারা কেহই ঘনরাম প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই। সম্প্রতি ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, কেমন উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ কাব্যের নাম পর্য্যন্ত অবিজ্ঞাত থাকা অবস্থাতেও বাঙ্গালা সাহিত্যের সবিশেষ সমালোচনা চলিতেছিল। আমরা কালিকামঙ্গল ও বাসুলিমঙ্গল প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু পাঠ করিতে পাই নাই। যদি সেগুলি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলা যাইতে পারিবে।

আমরা প্রাচীন গ্রন্থের দুরবস্থার যে তিনটী লক্ষণ উল্লেখ করিলাম, রামেশ্বর কৃত শিবায়নে তাহার শেষোক্ত দুইটী লক্ষণ ঘটিয়াছে। রামেশ্বর কৃত শিবায়ন গ্রন্থ ১২৬০ সালে (১৭৭৫ শকে) সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে এই গ্রন্থের প্রায় প্রতি পংক্তিতেই পাঠ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। মিত্রাক্ষর কবিতার শেষের যে অক্ষর গুলিতে পরস্পর মিল থাকে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব বর্ণের অন্তর্গত স্বর গুলিরও সমতা থাকা আবশ্যক। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই লক্ষণটী দৃঢ়রূপে রক্ষিত হইয়াছে। ইদানীন্তন সকল কাব্যরচয়িতাগণ ঐ লক্ষণ পালন করিয়া থাকেন। যিনি

শিবায়ন গ্রন্থের সংশোধন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতেন যে, কাব্যের অন্তর্গত মিত্রাক্ষরের পূর্ব্ব স্বর সমান না হইলে কাব্যই হয় না। অথচ তিনি দেখিলেন যে শিবায়নের রচনায় সে নিয়ম আদৌ অবলম্বিত হয় নাই। অতএব তিনি শিবায়নকে তাঁহার অভিমত কাব্য লক্ষণাক্রান্ত করিবার নিমিত্ত তাহার শব্দ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। সেই সংশোধনকারী মহাশয়কে এই "রিফুর কর্ম্মে" যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। যেহেতু এতন্নিবন্ধন তাঁহাকে শিবায়নের প্রায় প্রতি পঁক্তির শব্দ পরিবর্ত্তন, সংযোজন ও বিযোজন করিতে হইয়াছিল। সেই মুদ্রিত গ্রন্থও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। আমরা সেই ৩৩ বৎসর পূর্ব্বের মুদ্রিত গ্রন্থ দর্শন করিয়া এবং তদন্তর্গত "দাগরাজি" কার্য্যের রীতি ধরিয়া পূর্ব্বের মূল গঠনটী আরো ভালরূপে চিনিতে পারিয়াছি।

সুখের বিষয় এই যে প্রাচীন গ্রন্থ সকলের ঈদৃশ দুরবস্থার প্রতি এক্ষণকার কৃতবিদ্যদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁহারা প্রকৃত কবিত্ব চিনিতেছেন, এবং প্রাচীন কবিদিগকে তাঁহাদের স্বপরিচ্ছদেই দেখিতে ভাল বাসিতেছেন। ইহাতে আশা হইতেছে যে কবিশ্রেষ্ঠ ঘনরাম কৃত ধর্ম্ম মঙ্গলের ন্যায় যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, তাহা ক্রমশঃ মুদ্রিত হইবে, এবং কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণের ন্যায় যে সকল গ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সকল গ্রন্থ অবিকৃতার্থে স্বাভাবিক শোভায় বিরাজমান থাকিবে।

আমরা বহু আয়াসে রামেশ্বর কৃত শিবায়নের প্রকৃত পাঠ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক অষ্টাহ পালা সমেত সমগ্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। এজন্য আমরা পূর্ব্বোক্ত মুদ্রিত গ্রন্থ ভিন্ন আর ৫ খানি হস্ত লিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে ২ খানি অসম্পূর্ণ। এই পাঁচ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৩ খানির সন তারিখ এইরূপে লিখিত আছে:—

১

ইতি শ্রীশ্রী৺ শিবায়ন অষ্টাহ সমাপ্তই হল। শকাব্দা ১৬৭১

সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৫ই মাঘ রোজ বুধবার সপ্তম্যাস্তিথৌ রাত্রি এক প্রহরের কালে আমল মির হবিবুল্বা খাঁ ও লালুজী পিসর রঘুজি মারহট্টা মোকাম তাম্রনাপিতপুর আমলে পরগণে কাশীযোড়া সরকার গোয়ালপাড়া মজকে সুবে উড়িস্যাঃ বহগ্রাম পলায়ন বাবুজান খাঁ তনখাদার।

২

* * * পরগণে সবঙ্গ সরকার গোয়াল পাড়া * * মহাবত জঙ্গ দেওয়ান শ্রীযুক্ত দুর্লভরাম রাজা বাহাদুর সুবে উড়িস্যা ও বাঙ্গালা ফৌজদার শ্রীযুক্ত র * সিংহ দেওয়ান শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস চেকলে মেদিনীপুর ও চেকলে জলেশ্বর শকাব্দা ১৬৭৫ সন ১১৬১ সাল তারিখ * * মাহ পৌষ ২২ দ্বাবিংশতি দিবসে বুধবাসরে শুক্ল পক্ষে নবম্যাং তিথিতে বেলা দুই প্রহর সময়ে শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মান্দর বাটীতে সমাপ্ত হইল।

৩

সন ১১৮৩ সাল পঃ সবঙ্গ সরকার গোয়াল পাড়া মৌজে পিঙ্গলা স্বাক্ষর শ্রীরামকানাঞি বসু আদর্শ ঘরেতে ছিল হরগৌরীর সম্বাদ সমাপ্ত হইল কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্দ্দশী তিথৌ রাব বাসরে বেলা দেড় প্রহরের কালে সমাপ্ত চাকলে মেদিনীপুর আমল ইঙ্গরেজ শ্রীযুক্ত ৺ রাজবন (*) সাহেব হাত তাং মাহ ৩ শ্রাবণে সমাপ্ত।

গ্রন্থকর্ত্তার জীবন কালে তাঁহার গ্রন্থে তৎকর্ত্তৃক কোন কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ গীত কাব্যে গীতের অনুরোধেও কেহ কেহ কোন কোন স্থলে কথার সংযোগ বিয়োগ করেন। কিন্তু আমাদের অবলম্বিত ঐ সকল পুস্তকের পাঠে কোন প্রভেদ ছিল না। মুদ্রিত গ্রন্থে কোন কোন স্থলে দু চার পাঁক্ত আধক দেখা যায়। তাহা যথার্থ

(*) ১১৮৩ সালে রাজবন সাহেবের মৃত্যু হইলে ঐ সালে (১৭৭৬ খৃঃ অব্দে) জন পিয়ার্স (*John Peiarce*) সাহেব মেদিনীপুরের কালেক্টর হয়েন।

গ্রন্থকারের রচনা হইলেও তাহার ভিন্ন লক্ষ্য অনুভব হয়। আবার সেই সকল কবিতার প্রতি পঁক্তির শেষের মিত্রাক্ষর গুলির পূর্ব্ব স্বর সমান থাকাতে সেগুলি ঐ সংশোধনকারী মহাশয় কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত, এমন বিবেচনা হয়। এজন্য সে গুলিকে একত্রে পরিশিষ্টে নিবেশিত করিলাম।

আমরা প্রাচীন ধরনের হস্তাক্ষরযুক্ত অশুদ্ধিময় পুথির দুষ্পাঠ্য লিখনের মধ্যে প্রকৃত শব্দ নির্ণয় করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। দুর্বোধ হইলেও কদাচিত আপনারা কোন শব্দের সংযোগ বিয়োগ করি নাই। অসঙ্গতি স্থলে যে সঙ্গত পাঠ কোন না কোন পুস্তকে পাইয়াছি, তাহাই দিয়াছি। যাহা একান্ত বুঝিতে পারি নাই, তাহার শব্দ ও বর্ণ আদর্শ পুস্তকেরই মত রাখিয়া দিয়াছি। শুদ্ধ লিখন জন্য হ্রস্ব দীর্ঘ বা তালব্য মূর্দ্ধন্য দন্ত্য প্রভৃতি বর্ণের যে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, তাহাও যথা আবশ্যক মত করিয়াছি।

বাঙ্গালা ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির উচ্চারণ দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। সে গুলির উচ্চারণ মত লিখন ঠিক রাখা যায় না। "করিয়া" এই কেতাবী কথার চল্‌তি ভাষার লিখন "করে"। কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়ার "করে" কথার সহিত ইহার বর্ণগত ভেদ নাই। পরন্তু ঢাকা অঞ্চলের ঐ কথার উচ্চারণ "কইরে" এই শব্দের কাছাকাছি, এবং মেদিনীপুর অঞ্চলের ঐ কথার উচ্চারণ "কর্যা" এই শব্দের কাছাকাছি। এমন স্থলে আমরা কবিতার লিখনে "করি" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করি; অর্থাৎ "করিয়া" এই শব্দটীর শেষের "য়া" লোপ করিয়া দি। শিবায়নের পুথিতে অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি "কর্যা" "চল্যা" এইরূপে লিখিত ছিল। তাহা মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকদিগকেও উচ্চারণের ঠিক অনুরূপ নয়। এজন্য তাহার পরিবর্ত্তে আমরা "করি" "চলি" এইরূপ শব্দ নিবেশিত করিয়াছি। কথা সংক্ষেপ করিয়া লিখিবার সময় আমাদিগকে আদর্শ পুস্তকের কিছু কিছু ব্যত্যয়

করিতে হইয়াছে। "হইল" এই কথার সংক্ষেপ উচ্চারণ "হল্য". বা "হল" বা "হোলো" এই কোন কথা দ্বারা ঠিক প্রকাশ হয় না। এ স্থলে "হৈল" কথা প্রয়োগ করিয়াছি। যেখানে শব্দ মধ্যগত "ই" টীর পূর্ব্বে "আ" স্বর আছে, যথা "যাইল" "পাইল", এমন স্থলে "ই" টী অমনি রাখিয়া দিয়াছি। এরূপ অবস্থায় "ই" টী লুপ্ত বা অর্দ্ধ লুপ্ত বিবেচনা করিয়া পাঠ করিলেই চলিতে পারিবে।

—:০:—

রামেশ্বরের জীবনবৃত্তান্ত।

রামেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের সময়ে দেশ মধ্যে তাহারাই লেখক ছিলেন। তাঁহারা ভিন্ন এমন লেখক কেহ ছিলেন না যিনি কবিদিগের জীবনচরিত লিখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। এজন্য সেই সকল গ্রন্থকার আপনারাই আপনাদের গ্রন্থমধ্যে নিজের পরিচয় কিছু কিছু দিয়া থাকেন। রামেশ্বরের গ্রন্থে তাঁহার ও তাঁহার সমকালীন লোকদের এই পরিচয় পাওয়া যায় :—

রঘুবীর মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর॥
তস্য সুত যশোমন্ত সিংহ সর্ব্বগুণযুত
শ্রীযুত অজিত সিংহের তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥
রাজা রণে ভৃগুরাম দানে কর্ণ রূপে কাম
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা জ্বলন্ত পাবক প্রভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎ কবি॥

দেবী পুত্র নৃপবরে   স্মরণে পাতক হরে
দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর   তদাশ্রয়ে করি ঘর
বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন॥

শিবায়ন ৬ পৃষ্ঠা।

ভট্টনারায়ণ মুনি   সন্তান কেসরকনি
যত্তি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি   গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর   শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী   পতিব্রতা দুই নারী
অযোধ্যা নগর নিকেতন॥
পূর্ব্ববাস যদুপুরে   হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে   বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সংগীত॥

শিবায়ন ১৭৫ পৃষ্ঠা।

শম্ভুরাম ভায়ার ভরণ কর প্রভু।
পদছায়া দিহ দয়া ছেড় নাহি কভু॥
গৌরী পার্ব্বতী সরস্বতী স্বসাত্রয়।
দুর্গাচরণাদি করি ভাগিনেয় ছয়॥
ভাগিনেয়ী পুত্র কৃষ্ণরাম বন্দোঘটি।
এ সকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জ্জটি॥
সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়।
পরকালে প্রভু পদতলে স্থল দিয়॥
পরমানন্দের কর পরম আনন্দ।
হৃদয় রামের কর সকল সচ্ছন্দ॥

শিবায়ন৩৪২ পৃষ্ঠা।

সাকিম বরদা বাটী যদুপুর গ্রাম।

সত্যনারায়ণ (প্রথম বন্দনা)

রচিল লক্ষ্মণাত্মজ দ্বিজ রামেশ্বর।
সনাতনে শুদ্ধমতি শম্ভুসহোদর॥

সত্যনারায়ণ (সদানন্দ পালা)

এই সকল লিখন দ্বারা রামেশ্বরের জীবনবৃত্তান্ত যাহা জানিতে পারা যায়, তদ্ভিন্ন আর কোন লিখন-যোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সকল লিখনদ্বারা ও তাঁহার বাসস্থানের লোকদিগের মুখে যাহা অবগত হওয়ায়, তাহা এই ঃ—রামেশ্বর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঘাঁটালের নিকট বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে তাঁহায় বাস ছিল। হেমৎসিংহ নামক কোন (রাজকর্ম্মচারী) ব্যক্তি তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহার সেই যদুপুরের গৃহ ভগ্ন করিয়া দেয়। তাহাতে তিনি মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী কর্ণগড়ের রাজবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কর্ণগড়ের তৎকালীন রাজা রামসিংহ তাঁহাকে স্বীয় সভাসদ করিয়া রাখেন। রাজা রামসিংহ রাজা রঘুবীর সিংহের বংশধর। রাজা রামসিংহ ভঞ্জভূমির অধিপতি ছিলেন। ইহারই রাজ্য এক্ষণে মেদিনীপুরান্তর্গত নাড়াজোলের রাজার অধিকারে আসিয়াছে। রাজা রামসিংহ অচির কাল মধ্যে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র যশোমন্ত সিংহ সেই রাজাসন প্রাপ্ত হয়েন। যশোমন্তসিংহের রাজত্ব কালে রামেশ্বর শিবায়ন রচনা করেন।

রামেশ্বর ভট্টনারায়ণের বংশ। তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কেসরকনির সন্তান। তিনি কষ্ট শ্রোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহের নাম নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী, পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী। মাতার নাম রূপবতী, সহোদরের নাম শম্ভুরাম, এবং তিন ভগিনীর নাম পার্ব্বতী গৌরী ও সরস্বতী। তাঁহার দুই পত্নীর নাম সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। বোধ হয় রামেশ্বরের সন্তান হয় নাই।

রামেশ্বর সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহাকে রাজা

রামসিংহ পুরাণ পাঠ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রামেশ্বরের শিবায়ন গ্রন্থের অনেক অংশ ভাগবতাদি শাস্ত্রের অবিকল অনুবাদ বলিলে বলা যায়। তদ্ভিন্ন তিনি যে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাও জানিতেন, তাহা তাঁহার সত্যনারায়ণ গ্রন্থে প্রকাশ পায়।

রামেশ্বর কেবল যজমানী পুরাণপাঠক ছিলেন না। তিনি শাস্ত্রের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ হইয়া সাধারণ লোকের নিমিত্ত গীতি কাব্য রচনা করিয়া দেন এবং আপনি যোগাভ্যাসে রত হয়েন। কাঁসাই নদীর তীরবর্ত্তী কাপাশ টিকুরী নামক স্থানে তাঁহার মাতামহের বাড়ী ছিল, রাজা তাঁহাকে সেইস্থানে বাস করান। সেই কাঁসাই বা কংসাবতী তটকে তিনি কৌশিকী তট নামে ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানেও তাঁহার যোগাসন ছিল। তাঁহার আর এক যোগাসন কর্ণগড়ের মধ্যগত মহামায়া দেবীর মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত। ইহা পঞ্চমুণ্ডী যোগাসন। তদ্ভিন্ন ঐ মন্দিরের প্রাঙ্গণে যুগী ঘোপা নামক একটি ক্ষুদ্র ত্রিতল বাটি দৃষ্ট হয়। কথিত আছে রামেশ্বর প্রথমে ঐ যুগী যোগীর যোগ অভ্যাস করেন। পরে মহামায়ার সম্মুখে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সিদ্ধ হয়েন। সিদ্ধপুরুষ রামেশ্বর দেহত্যাগ করিলে সেই মন্দিরের নিকটে তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার সমাধি-মন্দিরের নিকটে যশোমন্তসিংহেরও সমাধিমন্দির আছে। ইহাতে বোধ হয় তিনি যে যশোমন্তসিংহকে "দেবী পুত্র" ইত্যাদি বলিয়াছেন, তাহা কেবল প্রশংসাপর বাক্য নয়। তিনিও একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। রামেশ্বরের পিতামহ নারায়ণ চক্রবর্ত্তীও "যতি" ধর্ম্মবিশিষ্ট ছিলেন।

দেবতাভক্ত সুপণ্ডিত সুপুরুষগণ মৃত হইয়াও অমরত্ব লাভ করেন। মহাপ্রভাবশালী যশোমন্তসিংহের সুদৃঢ় অট্টালিকা-যুক্ত রাজধানী চূর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার ভক্ত রামেশ্বরের বাক্যাবলী এখনো উজ্জীবিত রহিয়াছে।

রামেশ্বরের গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। বাঙ্গালা কাব্য রচয়িতাগণ গ্রন্থ-শেষে সেই গ্রন্থ

সমাপ্তির একটী শাক লিখিয়া দেন। সেই লিখন স্পষ্টার্থক হইলে গ্রন্থ রচনার সময় জানিতে কোন ক্লেশ হয় না, দ্বিধাও থাকে না। কিন্তু রামেশ্বরের সেই শাক লিখন স্পষ্টার্থক নয়। তিনি লিখিয়াছেন,

শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে ॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা ॥

এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট কোন শাক পাওয়া যায় না। মুদ্রিত পুস্তকে ঐ শাকের স্থলে ১৬৩৪ এই অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু হস্তলিখিত কোন পুস্তকে ঐ শাক অঙ্ক দেখা গেল না। ঐ শ্লোকের কোন বর্ণান্তরও দেখা যায় না। তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যিনি এই পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার এই কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রমের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি কোন প্রাচীন লোকের নিকট জানিয়া এই শাক অঙ্ক নিবেশিত করিয়া থাকিবেন। এবিষয়ে পণ্ডিত রামগতি স্তায়রত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"উহা (১৬৩৪ শক) অতিকষ্টকল্পনায় সঙ্গত করা যাইতে পারে। যাহা হউক অগত্যা উহাই স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু এ বিষয়ে আর একটী প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—নবাব সুজাউদ্দৌনের সময়ে ১৬৫৬ শকে [১৭৩৪ খৃঃ অব্দে] এই যশবন্তসিংহ ঢাকায় নায়েব নবাব সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি যালিবআলীর সহিত দেওয়ান হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন। ইহাঁরই যত্নে পুনর্ব্বার টাকায় ৮ মণ চাউল হওয়ায় নবাব সায়স্তা খাঁর সময় হইতে আবদ্ধ ঢাকা নগরের পশ্চিম দ্বারের কবাট উন্মুক্ত হইয়াছিল। যাহাহউক ইনি ১৬৫৬ শকে দেওয়ান হইয়াছিলেন, এবং মুদ্রিত পুস্তকের গণনানুসারে শিবসঙ্কীর্ত্তন ১৬৩৪ শকে সমাপ্ত হয়—এই ২২ বৎসরের অন্তর ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। যেহেতু যশবন্তের দেওয়ান হইবার ২২ বৎসর পূর্ব্বেও ঐ গ্রন্থ রচিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ ইতিহাসে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, দেওয়ানা লাভের

পূর্ব্বেও যশবন্ত প্রসিদ্ধ মুর্শীদকুলী খাঁর অধীনে বহুদিন থাকিয়া বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ১৩৮ পৃষ্ঠা।

রামেশ্বরের গ্রন্থের বিবরণ।

অস্মদ্দেশে মনীষীগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে কলিধর্ম্ম প্রভাব দর্শন করিয়া আসিতেছেন। স্মৃতিসংহিতাকার ঋষিগণ যুগে যুগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হইতেছে দেখিয়া কলিযুগের মনুষ্যের পক্ষে সহজ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে কলির প্রারম্ভে, যখন মনুষ্যগণ কঠোরতর ব্রতানুষ্ঠানাদি কার্য্যে অক্ষমতা দেখাইতে লাগিল, তখন ব্যবস্থাপক মহাত্মাগণ তাহাদের দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি কঠিন ধর্ম্মাচরণ নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপ অবস্থায় কিছুদিন চলিলে পর এদেশে মুসলমানদের অধিকার বিস্তারিত হইল। তখন শাসনকর্ত্তা হিন্দু রাজার অভাব হওয়াতে কলির প্রভাব নিরঙ্কুশরূপে বাড়িতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে কতকগুলি পুরাণ ও তন্ত্র হীনশক্তি হিন্দুদিগের সামর্থ্য অনুসারে বিবিধ ব্রতাদির বিধান দিতেছিলেন। ক্রমে সেই সকল শাস্ত্রের লোপ হইতে লাগিল। সেই সকল শাস্ত্রে পারদর্শী অধ্যাপকগণও লয় পাইতে লাগিলেন। বিতর্কস্থলে শাস্ত্রের যথার্থ মত কি, তাহা মীমাংসা করা কঠিন হইয়া উঠিল। এমন সময়ে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি অসাধারণশক্তি প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্মাবধারণ করিয়া এক স্মৃতিসংগ্রহ প্রকাশ করেন। উত্তরকালে তাহাই এদেশের সর্ব্বময় শাস্ত্র হইয়া রহিল। যখন এই শাস্ত্র রচিত হয়, তখন চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন কলিকালের লোকের পক্ষে অন্য ধর্ম্মোপদেশ বৃথা। অতএব তিনি বেদ স্মৃতি প্রভৃতির সকল বিচার উপেক্ষা করিয়া হরিনাম প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন, কলিযুগের মনুষ্যের

পক্ষে সহজধর্ম্ম চাই। কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারাই তাহার মুক্তি লাভ হইবে। চৈতন্যের এই সহজ ধর্ম্মের মত সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়া অচিরকাল মধ্যে সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইল।

যখন বঙ্গদেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তখন পাঠানগণের ভারতীয় রাজত্ব শেষ হইয়া আসিল। পাঠানগণ প্রায় ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়া এই তিন শত বৎসরে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু রাজকার্য্যে ফারশী ভাষা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে, সংস্কৃত ভাষার প্রবলতা কমিয়া গিয়াছিল এবং ফারশী-অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকের নিকট তাহাদের মাতৃভাষার আদর অধিক হইয়াছিল। এই সুযোগে কৃত্তিবাস ও বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্গালা ভাষায় গীতিকাব্য রচনা করিয়া তদ্ ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দেন। পূর্ব্বাপর ঘটনার কাল বিচার করিয়া জানাইতেছে যে সার্দ্ধ পঞ্চদশ শত খৃষ্টাব্দে (শকাব্দা ১৪৬০।৭০) কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণ এবং বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়। ইহার আর ২৫ বৎসর পরে ১৪৯৫ শকে চৈতন্যচরিতামৃত এবং তাহার আর ২৫ বৎসর পরে ১৫২০ শকে রাজা মানসিংহের বঙ্গদেশের রাজত্বকালে কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডীমঙ্গল প্রচারিত হয়।

এই চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকালে দেশের রাজকীয় অবস্থার সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এখন পাঠানগণ পর্য্যুদস্ত এবং মোগলকুলতিলক মহাত্মা আকবর ভারতসাম্রাজ্যের অধিনায়ক। পাঠানগণ হিন্দুদিগকে কেবল জব্দ করিতে চেষ্টা করিতেন, মোগলগণ হিন্দুদিগকে ভাল বাসিতেন এবং তাহাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করিতেন। ইহাতে দেশস্থ প্রধান প্রধান গুণী ও ধনী লোকদিগের নানা প্রকার সুবিধা হইল বটে, কিন্তু মধ্যবৃত্ত সামান্য লোকদিগের অবস্থার উন্নতি হয় নাই। মুসলমানদিগের সময়ে রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা ছিল না। যেমন কৃষকেরা তেমনি রাজস্ব-সংগ্রহকারীরা, সকলেই রাজার প্রাপ্য কর

আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিত। তাহাতে সেই কৃষক অবধি বড় বড় রাজা পর্য্যন্ত কাহারো শান্তি ছিল না। এই জন্য ক্ষিপ্ত প্রভু অধীনস্থ লোকের উপর আক্রমণ করিতে ক্রটি করিতেন না। কখন কখন নিরপরাধ লোকও অত্যাচরিত হইত। এই দোষাচ্ছন্ন রাজ্যে কাম ক্রোধ লোভাদির প্রবলতায় আর যে কত অনিষ্টাপাত ঘটিতে পারে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। আমাদের উৎকৃষ্ট প্রাচীন কবি কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্র, ইঁহারা সকলেই রাজকর্ম্মচারী-দিগের দ্বারা ঐরূপে উপদ্রুত হইয়া বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের ধর্ম্ম সাধন শক্তির হ্রাস হওয়া হেতু পুরাণাদিতে তদুপযোগী সহজ সহজ ব্রতানুষ্ঠানের পদ্ধতি রচিত হইয়াছিল। তদনুসারে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ শিব চতুর্দ্দশী, মহাষ্টমী, সাবিত্রী প্রভৃতি ব্রত অবলম্বন করিতেন। কিন্তু এই সকল ব্রতানুষ্ঠানেও সকলে সমর্থ হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ এই সকল ব্রতের যে ফল, তাহা বহুকালে বা পরলোক প্রাপ্য। তাহাতেই বা এই হীনশক্তি লোকদের তৃপ্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? এ সময়ে লোক নানা প্রকারে অত্যাচরিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। যাহা শীঘ্র ফলপ্রদ হয়, যাহাতে উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, যাহাতে সহজে প্রচুর ধনলাভ হয়, এই-রূপ ব্রতই এক্ষণকার লোকের মনোনুরূপ। সুতরাং লোকের এববিধ ব্রতের প্রতি আগ্রহ জন্মিল। ঈশ্বরের বিধানে লোকের এরূপ আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ থাকে না। শাস্ত্রচালিত সমাজের বহির্ভাগে ইতর লোকদিগের মধ্যে শাস্ত্রাতিরিক্ত এক এক দেব দেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকেন। এই সকল দেবতা সহজে আরাধিত হয়েন, এবং শীঘ্র অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। তাহাতে দেশের বিস্তর খেদযুক্তা স্ত্রী, বিপন্ন পুরুষ ও রোগ-গ্রস্ত লোক সেই দেবতার শরণাপন্ন হয়। এই প্রকারে এ দেশের দুঃখ-ক্লেশ-সমাকুল উৎপীড়িত হিন্দুগণও নানা দেবতার

আশ্রয় লইয়া ছিলেন। জয় মঙ্গলচণ্ডী, জয় বিষহরী, শীতলা, ধর্ম্ম, সুবচনী, ইথু, ইহারা এইরূপ ক্লেশনিবারক, সদ্য-ফল-প্রদ দেবতা। প্রথমতঃ অরণ্যে বা প্রান্তরে বা ইতর লোকের গৃহে এবং বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে, এই সকল দেবতা প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন। পরে ভক্তদিগের মানস পূর্ণ করিয়া ইহারা আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিলে ক্রমে রাজাদিগের প্রাসাদেও ইহাদের পূজার অনুষ্ঠান হয়। এইরূপে এই সকল দেবতার পূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। ইহাদের পূজাবিধি অতি সহজ। ইহাদিগকে পূজ্য বলিয়া মানিলে বা পূজা দিবার অঙ্গীকার করিলেই মানস সফল হয়।

এই সকল দেবতা সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকেন; কখন কখন বিড়ম্বনা করিয়া ভক্তি ও নিষ্ঠার পরীক্ষা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল দেন। এই সকল দেবতা পূজা দ্বারা প্রসন্ন হইলে সাধককে আর কিছু করিতে হয় না। ইহারা ভক্তের জন্য সকলই করেন। কালকেতুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া চণ্ডী তাঁহার সাত ঘড়া ধনের মধ্যে এক ঘড়া স্বয়ং কাঁকালে করিয়া তাহার ঘর পর্য্যন্ত বহিয়া দিলেন। মনসা দেবীও চাঁদ সদাগরের চৌদ্দখান ডিঙ্গা সর্পপৃষ্ঠে বহাইয়া তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত পহুছাইয়া দিয়াছিলেন।

এই সকল দেবতার পূজাবিধি ও ব্রত কথা প্রথমতঃ মুখে মুখে চলিত। যখন ইহাদের পূজার বহুল প্রচার হইল, তখন তাহা ছন্দোবদ্ধ কবিতা বা সঙ্গীত আকার ধারণ করিল। পরে আরো উৎকৃষ্ট লোক সেই মূল কথাকে পল্লবিত রসাল ও তান লয় সুস্বরযুক্ত করিয়া এক এক মহাগীতি-কাব্য রচনা করিলেন। এই প্রকারে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

রামেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া দেখিলেন, এদেশে ধর্ম্মবিষয়ক অশেষ কাহিনী প্রচলিত। সে সকল কাহিনী সমস্ত শাস্ত্রমূলক নহে; কতক শাস্ত্রমূলক, কতক প্রবাদ মাত্র। তাঁহার সময়ে উপাখ্যান পূর্ণ মহাভারতের সংক্ষেপ বিবরণ বাঙ্গালা ভাষায়

কাশীরাম দাস কর্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের কথাও পুরাণ ব্যাখ্যাতারা শ্রোতৃবর্গকে অহরহ শুনাইয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং একজন পুরাণ ব্যাখ্যাতা। তিনি ইহাও দেখিলেন যে পুরাণ কথা অপেক্ষা সংগীত শ্রবণে লোকের অধিক অনুরাগ। তাঁহার সময়ের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্ব অবধি রামায়ণ ও চণ্ডীমঙ্গলের গীত প্রচলিত ছিল। তাঁহার সময়ে ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি গীত প্রচলিত হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া তিনিও গীত রচনা করিতে সমুৎসুক হইলেন। পরন্তু "ধর্ম্ম" ও "জয় বিষহরী" প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ দেবতার উপাখ্যান লইয়া গীত রচনা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এজন্য তিনি পুরাণোল্লিখিত বিষয় সকল অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন। তখনকার প্রচলিত সঙ্গীত সকল এক এক "মঙ্গল" আখ্যা প্রাপ্ত; যথা, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল ইত্যাদি। কিন্তু তিনি রামায়ণের অনুকরণে তাঁহার গ্রন্থের শিবায়ন নাম দিলেন। আর তাঁহার ভণিতিতে তিনি এই কাব্যের "ভব-ভাব্য" ও "ভদ্র-কাব্য" এই বিশেষণদ্বয় প্রয়োগ করিলেন। "ভব-ভাব্য" এই বাক্যের অর্থ এই যে এই কাব্যের চিন্তনীয় দেবতা শিব; ইতর দেবতা নহে। অপর "ভদ্র-কাব্য" এই বাক্যের এক অর্থ এই যে ইহা ভদ্রজনের যোগ্য কাব্য। ধর্ম্মমঙ্গলের "ধর্ম্ম" বারুই-সেব্য; চণ্ডীমঙ্গলের "চণ্ডী" ব্যাধ সেবিতা; বিষহরীর পূজা রাখালের দ্বারা আরব্ধ হয়; কিন্তু শিবায়নের দেবতা বিশ্বপূজ্য অনাদি মহেশ্বর চণ্ডীর পূজা প্রচারের স্থান গুজরাট—সিংহল; মনসার পূজার স্থান চম্পাই নগর—নারিকেলডাঙ্গা—সিজবন; ধর্ম্মের পূজার স্থান উসৎপুর—চাঁপাই—হাকন্দ; এ সকল নূতন ও অপ্রসিদ্ধ স্থান। কিন্তু শিবায়নের দেবতার স্থান সর্ব্বজনবিদিত যথাপূর্ব্ব কৈলাস ও হিমালয়। চণ্ডীর নূতন পূজা প্রচারের প্রয়োজন; মনসাকে যিনি ঘৃণা করিতেন, তাঁহাকে তাঁহার মানাইতে হইয়াছে; ধর্ম্মেরও পশ্চিমোদয়াদি

অদ্ভুত কর্ম্ম দ্বারা দেবভাব প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছে। কিন্তু শিব সর্ব্বারাধ্য; তাঁহার কেবল লীলা বিস্তারের প্রয়াস। চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা "অনেক পুরাণের" ধ্বনি দিয়াছেন; মনসামঙ্গলের রচয়িতা গ্রন্থ শেষে হরিবংশ ও মনসা পুরাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন; ধর্ম্মমঙ্গলের রচয়িতা "হাকন্দ পুরাণের" দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু শিবায়নের রচয়িতা তাহার অবলম্বিত পুরাণ ও ভাগবতাদিপ্রধানশাস্ত্র সকলের, স্থল বিশেষে, অধ্যায় পর্য্যন্ত ধরিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ রামেশ্বর যেমন পুরাণ পাঠী পণ্ডিত ছিলেন, তিনি তাঁহার কাব্যকে সেইরূপ পুরাণসম্মত ভদ্রলোক যোগ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি প্রকৃত কবিত্বও বুঝিতেন। কাব্যের লক্ষণ যে ভাব সৃষ্টি তাহা তাহার বিলক্ষণ বিদিত ছিল। সেই জন্য তিনিও প্রচলিত কথা ধরিয়া শিবদুর্গার লীলা উপলক্ষে অনেক নূতন ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। পুরাণকর্ত্তাদিগের রীতি এই যে তাঁহারা গণপতি গরুড় বা কল্কী প্রভৃতির ন্যায় এক একটী দেবতাকে মূল ধরিয়া তাহার সহিত আর আর প্রচলিত পুরাণ প্রসঙ্গ জড়াইয়া নানা কথায় এক একখানি বৃহৎ পুরাণ গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দরাম ঘনরাম, কেতকাদাস প্রভৃতি কবিগণও বাঙ্গালা ভাষায় তাহাই করিয়াছেন। তাঁহারা ব্যাধ-পূজিত জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, রাখাল সেবিত মনসার ঝাপান, ও সুখদত্ত পূজিত ধর্ম্মের গাজন, এই সকল সামান্য পূজা ব্যাপারকে সৃষ্টি-সংহার-কারী অনাদ্যনন্ত অখিলেশ্বর পরব্রহ্মের বিচিত্র লীলা কলাপের সহিত কেমন সুকৌশলে মিলাইয়া দিয়াছেন! অদ্ভুত কাহিনী, শ্রবণ মনোহর ছন্দ, মৃদুল পদ বিন্যাস, এই সকল গুণে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ কেমন উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে! রামেশ্বর তাঁহার সময়ে প্রচলিত কাব্য সকলের এই সকল গুণ বুঝিতেন। বুঝিয়া তিনও তাঁহার কাব্যকে ঐরূপ বিবিধ রসাত্মক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি হরগৌরীর মানুষী লীলা বর্ণনস্থলে তাঁহাদিগকে কখন মায়াতিক্রান্ত ও কখন মায়াচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদের ঐশ্বরিক ভাবের সহিত মনুষ্য ভাবের যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহাতে

তাঁহার যথেষ্ট রচনা-কৌশল প্রকাশ পায়। তাঁহার ঈশ্বরের মায়ানদী, ঈশ্বরীর কালীমূর্ত্তি, বিশ্বকর্ম্মার অস্ত্র নির্ম্মাণ এবং মশা জোঁকের উৎপাত প্রভৃতিতে তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি ও কবিত্ব-ছটার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামেশ্বর "ভবভাব্য" অর্থাৎ আদিদেব সদাশিবকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেবল পুরাণ প্রসঙ্গের উপর নির্ভর রাখেন নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থের উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এক স্থলে আপনি ব্যক্ত করিয়াছেনঃ—

যে কথা নৈমিষারণ্যে দীব্রসত্রে দীর্ঘপুণ্যে
শৌনকাদ্যে শুনাইলা সূত॥
আর বৃদ্ধ পরম্পরা যে কিছু বলেন যাঁরা
তাহার করিয়া সারোদ্ধার।

শিবায়ন ১৫ পৃষ্ঠা।

প্রায় সকল পুরাণেই দক্ষযজ্ঞবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। রামেশ্বরও তাহা লইয়া গ্রন্থারম্ভ করেন। পরে হিমালয়ে গৌরীর জন্ম এবং তাঁহার সহিত শিবের বিবাহ ও বিবিধ লীলা বর্ণনায় শিবায়ন সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে হরপার্ব্বতীর হরিগুণ কথন উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের ও অন্যান্য পুরাণের নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর শিবের চাষ ও শিব কর্ত্তৃক গৌরীকে শংখ পরান, এই দুই উপাখ্যান কৌশল-ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই দুই উপাখ্যানে শিবায়নের প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিপূর্ণ। ধরিতে গেলে এই দুই প্রসঙ্গ লইয়াই শিবায়ন। এই দুইটী কথা রামেশ্বর বৃদ্ধপরম্পরায় শুনিয়া থাকিবেন।

স্ত্রীদিগের শংখ পরিধান এখনো একটী মাঙ্গলিক কর্ম্ম রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। শুদ্ধাচারে শংখ পরিধান করিতে হয়। পরিধানের পূর্ব্বে শংখকে ধান্য দূর্ব্বা সহকৃত গঙ্গাজলে বা হরিদ্রাক্ত জলে ধৌত করিয়া লওয়া হয়। পরে ইষ্ট মন্ত্র অনুসারে, হয় রাধাকে, না হয় দুর্গাকে তাহা উৎসর্গ করা হয়। পরিধানের পরে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ হয়। এপর্য্যন্ত এই বিধি

আছে। প্রাচীনকালে ইহার যে ঘটা হইত, তাহাই অবলম্বন করিয়া রামেশ্বর শিবায়নের মধ্যে শংখ পরিধানের পালা লিখিয়াছেন।

শিবের চাষ সম্পর্কীয় উপাখ্যানটীও চাষী অথবা চাষজীবী অপর জাতীয় লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এমন সম্ভব বোধ হয়। শিব স্বয়ং চাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা যেমন স্বহস্তে চাষের কর্ম্ম না করিয়া কৃষাণদের দ্বারা তাহা করাইয়া লয়েন এবং আপনারা ক্ষেত্রে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া শস্যাদির তত্ত্বাবধান করেন, শিবও তাহাই করিয়া ছিলেন। শেষে বামুন কায়েতের চাষ যেমন কোন দিন ভাল হয় না, শিবের চাষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। শিব-ভৃত্য ভীম ধান্য কাটিয়া আড়াই হাল্‌া মাত্র ধান্য গাছ প্রাপ্ত হয়েন। শিব ক্রোধান্বিত হইয়া খড় সমেত সেই শস্য ভৃত্য দ্বারা পুড়াইয়া দিলেন। বার বৎসর ধান্য পুড়িতে লাগিল। তৎপরে শিব প্রসন্ন হইলে সেই দগ্ধ ধান্য হইতে পৃথিবীতে শস্যের বাহুল্য হইল। এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা জানি না। তবে, কৃষক জাতির দ্বারা কৃষি হইলে ঠিক হয়, এবং দগ্ধ উদ্ভিদে ভূমির সার জন্মে. এই তত্ত্ব উহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অনেক দেশে ক্ষেত্রের মধ্যে ধান্যের নাড়া জ্বালাইয়া দিবার রীতি আছে। তাহাতে ভূমির শস্য-প্রসব-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

যিনি এই শিবায়ন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তিনি ইহার শিবসংকীর্ত্তন নাম দেন। ভণিতিতে রামেশ্বর কোন কোন স্থলে "বিরচিল শিবসংকীর্ত্তন" বলিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহা এই গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশক নহে। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতেই উহার শিবায়ন নাম লিখিত আছে। শিবায়ন মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে চিরদিন গায়কদিগের দ্বারা গীত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দুর্গোৎসবের সময় চণ্ডী পাঠের ন্যায় অনেকেরই গৃহে চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ন গ্রন্থের পাঠ হয়। চণ্ডীমঙ্গলে ষোল পালা গীত; শিবায়নে আট পালা। গায়কেরা পালাক্রমে এই সকল গীত গান করিয়া থাকেন। সাত পালা গান হইলে

অষ্টম দিনের পালাতে জাগরণ হয়। যেখানে যথেচ্ছরূপে গান হয়, সেখানে যে কোন প্রসঙ্গ যতক্ষণ হউক গীত হইতে পারে। কোন পূজা উপলক্ষে যেখানে এক দিন মাত্র গান হইবার ব্যবস্থা হয়, সেখানে ঐ জাগরণ পালা গান হয়। সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অষ্টমঙ্গলা সমেত ঐ পালাটীর গান অক্ষুণ্ণরূপে গাইয়া পর দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে শেষ করিতে হয়। এই নিমিত্ত উহার নাম জাগরণ পালা। শিবায়নের শেষোক্ত শঙ্খ পরিধানের পালা জাগরণের গান রূপে গীত হয়। এই প্রসঙ্গটী স্ত্রীদিগের অতিশয় প্রিয়।' দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে শিবায়নের গায়কেরা কলিকাতা ও তন্নিকট-বর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া ডম্বুরু হস্তে এই গীত গাইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন, "বাগ্দিনীর পালা ও শাঁখা পরাইবার বৃত্তান্তটী আমাদের এতই মিষ্ট লাগিল যে ২।৩ বার পাঠ করিয়াও তৃপ্তি বোধ হইল না।"

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ১৩৯ পৃ

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কলিতে মনুষ্য কিরূপে সহজে ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে, তজ্জন্য সকল মনীষীগণ চিন্তা করিয়াছেন এই উদ্দেশে বিবিধ সুসাধ্য ব্রতের সৃজন হইয়াছে, এবং সেই সকল ব্রতের বিধান ও অপরাপর সুশিক্ষা ও সদুপদেশ মূলক উপাখ্যান দ্বারা বিস্তর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। রামেশ্বরের শিবায়ন রচনারও সেই উদ্দেশ্য। পুরাণকর্ত্তারা যে সাধকদিগের অবলম্বন নিমিত্ত শিবদুর্গার মানুষী ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, রামেশ্বর শিবকে কৃষক ও শাঁখারী সাজাইয়া তাঁহাদের সেই মানুষী ভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। রামেশ্বরের বর্ণিত শিবের পশ্চাতে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা দৌড়িতে থাকে।

শিবায়ন গ্রন্থে রামেশ্বরের নিজের ও তাঁহার দেশের ধর্ম্ম-বিষয়ক আর একটী ভাব প্রকাশ হয়। পূর্ব্বে এদেশে শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব মতাবলম্বীদিগের মধ্যে বিরোধ চলিত।

রামেশ্বরের সময়ে তাহার কতক শান্তি হইয়াছে। রামেশ্বর হরি হর দুর্গার একতা দেখিতেন। তিনি এই শিবায়ন গ্রন্থে হরিভক্তি সাধনের জন্য এত কথা লিখিয়াছেন যে, তিনি বৈষ্ণব কি শৈব কি শাক্ত তাহা চেনা দুষ্কর হয়। তিনি হরিভক্তির নিমিত্তই শিবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার সূচনা করিয়াছেন। কেবল তিনি নয়, তাঁহার পক্ষীরাও গান করিয়া থাকে—"হরিহরেঐক্য' (শিবায়ন ৯৮ পৃষ্ঠা।)

রামেশ্বর কেবল "হরিহরে ঐক্য" চিন্তা করিতেন, এমন নহে। ক্রমশঃ তাঁহার সর্ব্ব দেবতাতে অভেদ জ্ঞান পরিপক হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থের স্থানে স্থানে মুসলমানী ভাষা ও ভাব পাওয়া যায়। কালকেতুর গৃহ নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নমাজগৃহ ও মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মনসামঙ্গলেও হাসন হোসনের নাম আছে। ধর্ম্মমঙ্গলের এক প্রধান ব্যক্তির নাম মহামদ; আর এক প্রধান ব্যক্তির নাম ইছাই। এ সকলে হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদের মিশ্রণের অনেকটা লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু শিবায়নে কেবল দু একটী ফারসী শব্দ ভিন্ন যবন সংস্পর্শের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু রামেশ্বরের উন্নত জ্ঞান ও যোগাভ্যাস তাঁহার চিত্তকে কোনরূপে অনুদার থাকিতে দেয় নাই। এই সময়ে যে সত্যপীরের পূজা এ দেশে প্রচলিত ছিল, রামেশ্বর তাহার প্রতি মমত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। স্কন্দ পুরাণোক্ত সত্যনারায়ণ এ দেশে যবন সংসর্গ প্রভাবে সত্যপীরের আকার ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রত কথা ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক পয়ারাদি ছন্দে রচিত হইয়াছিল। বোধ হয় সে সকল রচনা ভাল হয় নাই। এজন্য রামেশ্বর এক সত্যনারায়ণের কথা পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার ঐ পুস্তকের রচনা শিবায়নের রচনা অপেক্ষা পরিপক। এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল। রামেশ্বর শিবায়নে "হরিহরে ঐক্য" ঘোষণা করিয়াছিলেন, সত্যনারায়ণের কথায় তিনি বলিলেন—

রাম রহিম দুই নাম ধরে এক নাথ।

রামেশ্বর কলিগ্রস্ত হীনবুদ্ধি লোকের হিতের নিমিত্ত শিব দুর্গাকে তাঁহাদের ভক্তির যোগ্য করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষাও সদ্য-ফল-প্রদ নবতর-বেশ-বিশিষ্ট সত্য-নারায়ণকে যাহারা আশ্রয়করিতে চাহেন, তাহাদের নিমিত্ত ঐ সত্যপীরের ব্রত কথা রচনা করিয়াদিলেন। এই গ্রন্থমধ্যে তিনি স্পষ্টই ব্যক্ত করিলেন—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আগম শাস্ত্র মত।
ভক্তি মুক্তি লভিতে অনেক আছে পথ॥
সে পথে যাইতে যায় বল বুদ্ধি খাট।
তারে লয়ে কালক্রমে লঘু পদে রট॥

অর্থাৎ—ভক্তি মুক্তি লাভের উপযোগী অনেক ধর্ম্মপথ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রে ব্যক্ত আছে। যাহাদের বল ও বুদ্ধি এমন অল্প যে তাহারা সে সকল উত্তম মার্গ বুঝিতে ও তাহাতে চলিতে পারে না, তাহাদিগকে এই কালের নিমিত্ত এই সকল লঘু দেবপূজায় প্রবর্ত্তিত কর।

এ সময়ে লোকের সর্ব্বদেবে এমন সমভাব হইয়াছিল যে পুরাণ পাঠকারী রামেশ্বরের মুখে সত্যপীরের গ্রন্থ পাঠ শুনিতে—"জন্মাদ্যস্যযতঃ" এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে "জয় জয় সত্যপীর" এই বাক্য শুনিতে কাহারো অপ্রবৃত্তি হইল না। রামেশ্বরও বুঝিলেন যে আমি চণ্ডীর ঝারি, মনসার বারি অন্নদার ঝাঁপ ও ধর্ম্মের বার্ম্মতির ঘটের সঙ্গে এক পীরের আস্তানা বাড়াইয়া দিলাম, এই মাত্র। রামেশ্বরের সত্যপীরের পুস্তকে ঈশ্বরের পীরত্ব পরিগ্রহের একটী কারণ নির্দ্দেশ আছে।

কলিতে যবন দুষ্ট হৈন্দবী কাল নষ্ট
দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম।

ইহাতে অনুমান হয়, কোন কোন মুসলমান রাজপুরুষ হিন্দু-দিগকে যবনধর্ম্ম গ্রহণে পীড়াপীড়ি করাতে তাহারা পীরের নামে সত্যনারায়ণের পূজা করিয়া মুসলমানদিগের এই ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়াছিল যে, আমরা মুসলমানদের দেবতার পূজা করিয়া থাকি

শিবায়ন গ্রন্থ সংগ্রহকারের প্রণতি।

নমি রামেশ্বরে সহ তাঁর ভক্তগণ।
যাঁরা করিতেন গীত—লিখন পঠন॥
দুর্লভ এ গ্রন্থে পাই সেই নামাবলী।
আত্মনিবেদিয়া যাতে মুক্তিপথে চলি॥
রামকৃষ্ণ হর হর হর ভব ভয়।
ত্রিপুরারে রক্ষ মোরে হইয়া সদয়॥
তার গো তারিণি সুতে চাও মা ভবানি।
অম্বিকে কে বুঝিবে মা মম দুঃখ গ্লানি॥
তোমার সন্তান হয়ে বৃথা যায় জন্ম।
ভগবতি শুভমতি দেও জ্ঞান ধর্ম্ম॥
অনন্ত সংসার তুমি সৃজিলে মহেশ।
দেও জীবে শুদ্ধ বুদ্ধি দূর হোক্ ক্লেশ॥
সবারে কুশলে রাখ প্রভু গঙ্গাধর।
করি নতি সীতাপতি পার্ব্বতী-ঈশ্বর॥

—:০:—

সূচীপত্র।

—:০:—

- ০ -

শিবায়ন।

নমঃ শিবায়।

গণেশ বন্দনা।

মঙ্গল-সম্ভব গান, আরম্ভি শম্ভুর গুণ,
হেরম্বে হইয়া দণ্ডবৎ।
সিদ্ধিদাতা গণেশ্বর, স্মৃতিমাত্র সবাকার,
হর বিঘ্ন পূর মনোরথ॥
বিধাতা পুরুষ তুমি, বিষ্ণু-নাভি জন্ম-ভূমি,
রজোগুণে রুধির বরণ।
গজবক্ত্র গৌরীপুত্র, সবে মুখ নাই মাত্র,
সাবিত্রীর সাঁপের কারণ॥
সাবিত্রী সাঁপিলা কেন, আদ্য কথা বলি শুন,
সৃষ্ট্যারম্ভে ব্রহ্মাণী নিয়মে।
শুভক্ষণ যায় বয়্যা, সুরগণ যুক্তি দিয়া,
গোয়ালিনী বসাইল বামে॥
ইতত্রপা গোয়ালিনী, যুবতী উন্নত-স্তনী,
বসেছে ব্রহ্মার কাছে ঠেসে।

দেখিয়া দারুণ সতা, কোপে কাঁপে বেদ-মাতা,
চারি মুখে স্বরে সাঁপে এসে॥
যেন যুক্তি দিয়া ধর্ম্ম, করাইলে নীচ কর্ম্ম,
নীচ-পূজ্য হবে তে কারণে।
হরি হবে গোপীনাথ, খাবে গোয়ালার ভাত,
গোধন রাখিবে বৃন্দাবনে॥
ব্রহ্মারে সঁপিলা তবে, তথাবিধি পূজ্য ন'বে, (না হবে)
যেন মোরে করিলে হেলন।
অভিসাঁপ হৈল যদি, সৃষ্টি অন্য বসে বিধি,
ভয়ে ভঙ্গ দিল দেবগণ॥
কত দিবসের পরে, আশ্বাসিয়া বিধাতারে,
হরগৌরী দিলা সৃষ্টিভার।
দেহান্তরে পুত্রভাবে, প্রথমে অর্চ্চনা পাবে,
শুনি সুখে কৈল অঙ্গীকার॥
প্রভাত কালের ভানু, সমান সুন্দর তনু,
সুন্দরীর শিল্পতা-সম্ভব।
দেখিতে দেবতা চলে, বাদ্যগীত কোলাহলে,
মহেশমন্দিরে মহোৎসব॥
সবে উপায়ন দিয়া, উমা-পুত্রে দেখে গিয়া,
শনি মাত্র আসে নাই ডরে।
খোড়া কেন আসে নাই. নিত্য দেবতার ঠাঁই,
ভগবতী অভিমান করে॥
লোক দ্বারা শুনি শুনি, শনি আইল ভয় মানি,
সর্ব্বথা না চায় শিশু পানে।

মহামায়া কুতূহলে, শিশু সঁাপ তার কোলে,
চলে কার্ত্তিকের অন্বেষণে ॥
পাপগ্রহ দৃষ্টে হেথা, উড়ে গণেশের মাথা,
স্কন্ধ ফেলে পলাইল শনি।
দেখি ব্যগ্র শিব শক্তি, দেবগণ করে যুক্তি,
জীয়াল গজেন্দ্র শির আনি ॥
ভগবতী বলে ব্যর্থ, যিনি গজ-মুখ পুত্র,
কে করিবে ইহার অর্চ্চনা।
সুরগণ সত্য করে, অগ্রে পূজা গণেশ্বরে,
পশ্চাৎ অন্যের আরাধনা ॥
শিবায়ক বিনা যেবা, করিবে অন্যের সেবা,
কর্ম্মসিদ্ধি না হইবে তার।
মহা বিঘ্ন হবে যাগে, নির্জয় বর্জ্জিত ভাগে,
যক্ষ রাক্ষসের অধিকার ॥
অতএব পরাৎপর, অগ্রে পূজ্য সবাকার,
অপূর্ণকামের পূর্ণ কাম।
ভস্ম করি ভব-ভয়, ভুবন-বিজয়ী হয়,
যদি লয় গণেশের নাম ॥
অন্য চেষ্টা পরিত্যক্ত, জন্মাবধি হরিভক্ত,
প্রধান পুরুষ পুরাতন।
পরম বৈষ্ণবী মাতা, পরম বৈষ্ণব পিতা,
আনন্দ উদয় অনুক্ষণ ॥
স্তুতিযোগ্য বাক্য কিছু, জানি নাই আমি শিশু,
আসরে উরহ নিজগুণে।

হরগৌরী গুণ গান, অধিষ্ঠাতা হয়ে শুন,
অনুগ্রহ করি ভক্তজনে ॥
অজিত সিংহের তাত, যশোমন্ত নরনাথ,
রাজা রামসিংহের নন্দন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর,
বিরচিল গণেশবন্দন ॥ ১ ॥

শিব বন্দনা।

জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়, জগদীশ জগন্ময়,
জগদ্বীজ যোগেন্দ্র পুরুষ।
দারুণ দারিদ্র্যদ্রুম, দহে দাবানল সম,
দূর কর দাসের কলুষ ॥
দেবের, দুটীপায় দণ্ডবৎ হই।
দীনে দিতে পদছায়া, দুষ্টেরে করিতে দয়া,
দয়াবান্ নাই তোমা বই ॥
বারাণসে ব্যাধ ছিল, মৃগ বধে বনে গেল,
চন্দ্রচূড় চতুর্দ্দশী দিনে।
ব্যগ্র হয়ে ব্যাঘ্রভয়, বিল্ব বৃক্ষে বসি রয়,
তারে তারি নিলে নিজগুণে ॥
রাবণ রাক্ষস দুষ্ট, মুনি মাংস খেয়ে পুষ্ট,
শিব সেবি সেহ সিদ্ধকাম।
সীতা হরি নিল ঘরে, ক্রোধ করি তবু তারে,
অন্তকালে পাওয়াইলে রাম ॥

ধূর্জ্জটি করিয়া ধ্যান, দশ শত বাহু বাণ,
বাঁধিলেক বাসুদেবের নাতি।
বাসে বসি বিষ্ণু পেয়ে, বিশিষ্ট বৈষ্ণব হয়ে,
করিলেক কৈলাসে বসতি ॥
সমুদ্র মন্থন কালে, হালাহলে সব জ্বলে,
সুরাসুর সবে কম্পবান।
সে কালে সদয় হয়ে, সুরগণে সুরা দিয়ে,
আপনি করিলে বিষ পান ॥
দাসে দিয়া দিব্য সুখ, আপনি ভিক্ষান্নভুক্,
কি কহিব গুণের গরিমা।
সিন্ধু কালি পত্র ক্ষিতি, লয়ে লিখে সরস্বতী,
তবু অন্ত না পায় মহিমা ॥
বৃকাসুরে বর দিয়ে, বুলিলে ব্যাকুল হয়ে,
বিষ্ণু আসি বাঁচাইলা তায়।
যদি হস্ত দিত মাথে, দুষ্ট হতে নষ্ট যেতে,
অধমের কি হৈত উপায় ॥
প্রাণপণে অন্য দেবে, যদি চিরকাল সেবে,
তবে কদাচিৎ লভে বর।
গাল বাদ্যে বেল পাতে, ভুলাইয়া ভোলানাথে,
নেহাল হইল কত নর ॥
নিন্দিলে দক্ষের দশা, বন্দিলে বন্দনা ভূষা,
সেবিলে সুখের নাহি লেখা।
সেবা-ফলে জনে জনে, রাজ্য দিলে ত্রিভুবনে,
অর্জ্জুনে কৃষ্ণের কৈলে সখা ॥

শুকদেবে কৈলে শিক্ষা, নারদেরে দিলে দীক্ষা,
হরিভক্তি দিলে বৃত্রাস্থরে।
তুমি ত্রিলোকের গুরু, জ্ঞানদাতা কল্পতরু,
উর প্রভু আমার আসরে॥
রঘুবীর মহারাজা, রঘুবীর সম তেজা,
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পুণ্যের ফলে, অবতীর্ণ মহীতলে,
রাজা রামসিংহ মহাবীর॥
তস্য স্থত যশোমন্ত সিংহ সর্ব্বগুণযুত,
শ্রীযুত অজিত সিংহের তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে অবস্থিতি,
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥
রাজা, রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ, রূপে কাম,
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা, জ্বলন্ত পাবক প্রভা,
স্থবেষ্টিত পণ্ডিত সৎ কবি॥
দেবীপুত্র নৃপবরে, স্মরণে পাতক হরে,
দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর,
বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন॥ ২॥

নারায়ণী বন্দনা।

নমো নমো নারায়ণী, সদানন্দ স্বরূপিণী,
পদ্মযোনি-সহায়িনী শিবা।

তুমি হেতু সবাকার, বিরাটের মূল যার,
নিমিষর্ক্ত সনে রাত্রিন্দিবা॥
প্রকাশিয়া গুণত্রয়, ক'র সৃষ্টি স্থিতি লয়,
আরোপিয়া অনন্ত পুরুষে।
সংসারে কৌতুকাগারে, শিশু যেন ক্রীড়া করে,
দুরত্যয়া দেবতা মানুষে॥
তুমি শালগ্রাম শিলা, ভারতে করিলে লীলা,
প্রকৃতি পুরুষ নানা ছলে।
মন্থনে মোহিনী হয়ে, গোকুলে পুংস্ত্ব পেয়ে,
মুরলী বাজালে তরুতলে॥
আপনি গোপিনী বেশে, বশ হয়ে কৃষ্ণরসে,
রাস কৈলে ব্রহ্মরাত্রি বনে।
বিস্তারিয়া গুণ কোষ, পেলে মহা পরিতোষ,
আত্মারাম আপনার সনে॥
কেহ কহে রাধা শ্যাম, কেহ কহে সীতা রাম,
কেহ কহে শঙ্কর ভবানী।
ভূতলে ভকত ধন্য, যাহার ভজন জন্য,
এক মূর্ত্তি অনন্ত রূপিণী॥
আগম শাস্ত্রের উক্তি, হন পুরুষের শক্তি,
প্রধানতা প্রতিপন্ন সারে।
শক্তি সনে হৈলে জড়, পুরুষে প্রভুত্ব বড়,
শক্তি-হীন চলিতে না পারে॥
শক্তিরূপা জগন্ময়, জানে যেই মহাশয়,
হরি-ভক্তি লভে অনায়াসে।

শীঘ্র যোগ সিদ্ধি করে, সংসার সাগর তরে,
মুক্ত হয়ে যায় কর্ম্ম-পাশে ॥
তুমি না ভাঙ্গিলে ধান্দা, কর্ম্ম পাশে থাকে বান্ধা,
লোচন থাকিতে হয় অন্ধ।
অনেক পুণ্যের ফলে, তোমাতে ভকতি হলে,
ভদ্র দেখে ভেঙ্গে দেহ ধ্বন্দ ॥
যে কিছু সকল তুমি, সকলের জন্মভূমি,
পুরুষ প্রকাশ তুয়া গুণে।
অজ্ঞান বুঝিতে নারে, তোমা অনাদর করে,
অধঃপাত যাবার কারণে ॥
জগদেকার্ণব করি, সাপে শোয়াইলে হরি,
হৈমবতী হরিলে চেতন।
বিষ্ণু কর্ণ মনোদ্ভূত, বিধিরে বধিতে দ্রুত,
ধায় মধুকৈটব দুর্জ্জন ॥
গ্রাসিতে আইল উগ্র, ভয়ে ব্রহ্মা হৈল ব্যগ্র,
প্রসুপ্ত দেখিয়া জনার্দ্দনে।
বিষ্ণুনাভি করি স্থিতি, যোগনিদ্রা কৈল স্তুতি,
তবে হরি যুঝে তার সনে ॥
পঞ্চ সহস্র বৎসর, বাহুযুদ্ধ ঘোরতর,
জয় পরাজয় বিবর্জ্জিত।
বিষ্ণুরে করিয়া স্নেহ, অসুরে জন্মালে মোহ,
বরদানে বধাইলে ত্বরিত ॥
বিধি বিষ্ণু আদি করি, সঙ্কটে শরীর ধরি,
তোমা না তুষিলে কেবা তরে।

তোমার মহিমা হর—মনোবাক্য অগোচর,
হরি-ভক্তি দেহ রামেশ্বরে ॥ ৩॥

চৈতন্য বন্দনা।

বন্দিব চৈতন্য চাঁদ সঙ্গীতের গুরু।
কেবল করুণাময় কলি-কল্পতরু ॥
ভুবন তারিতে ভক্তরূপী ভগবান্।
নবদ্বীপে শচীর উদরে অধিষ্ঠান ॥
শুভক্ষণে গোরাচাঁদ পাইয়া প্রকাশ।
অবনীর অজ্ঞান তিমির কৈল নাশ ॥
গোকুলে গোবিন্দ যেন বাড়ে দিনে দিনে।
বাল্যলীলা করে শিলা গলে গোরাগুণে ॥
মিশ্র পুরন্দর পিতা পরম বৈষ্ণব।
সঙ্গে সখা শিশুগণ সমর্পিলা সব ॥
দ্বাদশ বালক হৈল দ্বাদশ গোপাল।
হরি রসে নাচে বাজে খোল করতাল ॥
নদ্যা হৈল গোকুল গোবিন্দ হৈল গোরা।
নবদ্বীপের নরনারী গোপ গোপী তারা ॥
ত্রিভঙ্গ গৌরাঙ্গ গদ গদ হয়ে ভাবে।
রয়ে রয়ে রাধা রাধা ডাকে উচ্চ রবে ॥
কিশোর বয়সে হরি রসের লহরী।
কোটী কাম কমনীয় রূপের মাধুরী ॥
জর জর নরনারী হেরি গোরাচাঁদে।
পশু পাখী প্রেম দেখি ফুকারিয়া কাঁদে ॥

বরিষে চৈতন্য-মেঘে হরি-রস-ধারা।
প্রেমবন্যা পৃথিবী প্লাবিত কৈল সারা॥
চাতক চতুর ভক্ত চঞ্চুপুট পুরি।
সাদরে সবারে ডাকে পিয় পিয় করি॥
পরিপূর্ণ হৈল সবে প্রেমামৃত পানে।
পাপী-পিপালিকা কিছু নাহি পাইল কেনে॥
যখন প্রেমের বন্যা পূর্ণ হৈল সারা।
ছিল পাপ পর্ব্বতে আশ্রয় করি তারা॥
প্রভু চারু চরিত্রে পবিত্র করি লোক।
শেষে হয়ে সন্ন্যাসী শচীরে দিলে শোক॥
নদীয়ার লোক কাঁদে গোরাচাঁদে বেড়ে।
রাম বনবাসে যেন যান দেশ ছেড়ে॥
মিশ্র পুরন্দর কাঁদে যেন দশরথ।
কৌশল্যা কাঁদেন যেন শচী সেই মত॥
কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হইয়া বিকল।
চলিলা চৈতন্য চাঁদ ছাড়িয়া সকল॥
নিত্যানন্দ ভাই সঙ্গে গোড়াইয়া যান।
রামের লক্ষ্মণ যেন প্রাণের সমান॥
তারে তত্ত্ব কহিলেন আলিঙ্গন দিয়া।
সংসার নিস্তার কর ভক্তবৃন্দ লয়্যা॥
নিতাই নিবৃত্ত হৈল কান্দিতে কান্দিতে।
চলিলা চৈতন্য তীর্থ পবিত্র করিতে॥
পৃথিবীরে পর্য্যটন করি শেষ কালে।
রামেশ্বরে ভক্তি দিলা শুভ্র নীলাচলে॥ ৪॥

সর্ব্বদেব বন্দনা।

নারায়ণে নমস্কার নমস্কার নরে।
নরোত্তমে নমস্কার করি তার পরে॥
দেবী সরস্বতী প্রতি নতি অতিশয়।
বন্দিব কবীন্দ্র বেদব্যাস পদদ্বয়॥
গড় করি গৌরীর নন্দন গণনাথে।
আদ্যাশক্তি বন্দো আদি-পুরুষের সাথে॥
মূলাধারে কুণ্ডলীনী সহস্রারে গুরু।
পরম্পরা পর পরমেষ্টি পদ চারু॥
আনন্দে ভৈরবানন্দ ভৈরবীর সাথ।
দিব্য সিদ্ধ মানবোর্দ্ধপদে প্রণিপাত॥
আদি বৃক্ষ বন্দিব পল্লব যার দশ।
একায়নে দ্বিফল ত্রিমূল চারি রস॥
পঞ্চবিধি ষড়াত্মা শোভন নব অক্ষ।
অষ্ট শাখা উত্তম দ্বিখগ আদি বৃক্ষ॥
বিশ্ব বীজ বিরাটে বন্দনা বহুতর।
যাহা হৈতে স্থাবর জঙ্গম চরাচর॥
হরিহর হিরণ্যগর্ভেরে হয়ে নতি।
ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবী বন্দ মাহেশী মহতী॥
প্রণতি করিয়া মাতা পিতার চরণ।
প্রণমিব পিতৃ লোক প্রজাপতিগণ॥
শৌনকাদি ঋষি বন্দ বেদ আদি শাস্ত্র।
ইন্দ্র আদি দেব বন্দ বজ্র আদি অস্ত্র॥

গঙ্গা আদি তীর্থ বন্দ তুলস্যাদি বৃক্ষ।
অনন্তাদি সর্প বন্দ গরুড়াদি পক্ষ॥
বার তিথি নক্ষত্র করণ যোগ যত।
অহর্নিশি ত্রিসন্ধ্যা ক্রট্যাদি সংখ্যা কৃত॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির পায়ে নতি।
সর্ব্ব যুগ সদা দেহ শ্যামচাঁদে মতি॥
অষ্ট বসু নব গ্রহ বন্দ দিগন্তর।
একাদশ রুদ্র বন্দ দ্বাদশ ভাস্কর॥
ষোড়শ মাতৃকা ষড়ানন ষষ্ঠী দেবী।
মনসা দেবীকে দণ্ডবৎ হয়ে সেবি॥
ত্রিদশ তেত্রিশ কোটি বন্দ একবারে।
দশ দিকে দশ দেব বন্দ তার পরে॥
এক ব্রহ্ম কার্য্য হেতু হৈয়া নানা মত।
বিবরিয়া বন্দনা করিব কত কত॥
পূর্ব্ব ভাগে প্রণমিব ইন্দ্রের চরণ।
অগ্নি কোণে অগ্নি বন্দ দক্ষিণে শমন॥
নৈঋতে নৈঋত বন্দ পশ্চিমে জলেশ।
বায়ুত্তরে বায়ু বন্দ ঈশানে মহেশ॥
উর্দ্ধে ব্রহ্মা অধো অনন্ত কূর্ম্মের উপর।
বজ্র আদি অস্ত্রবৃন্দ বন্দ নিরন্তর॥
অসিতাঙ্গ আদি অষ্ট ভৈরবের পায়।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে বন্দ অষ্ট মাতৃকায়॥
অষ্টাদশ মহাবিদ্যা বন্দ বারম্বার।
বন্দ চতুর্বিংশতি বিষ্ণুর অবতার॥

স্বয়ং ভগবান বন্দ কৃষ্ণ পরাৎপর।
যাঁহার কটাক্ষে কোটি বিধি পুরন্দর॥
গোপ গোপী গোপাল গোকুল গোবর্দ্ধন।
বন্দ নন্দ যশোদা যমুনা বৃন্দাবন॥
দ্বারকায় দৈবকী নন্দনে দণ্ডবৎ।
সীমন্তিনী ষোড়শ সহস্র এক শত॥
অযোধ্যায় জানকী লক্ষ্মণ রঘুনাথ।
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দ ভক্তবৃন্দ সাথ
ভদ্রদাতা বলভদ্র সুভদ্রার সাথে।
নীলাচলে লুঠায়ে বন্দিব লোকনাথে॥
সিন্ধুতটে বন্দ সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
বারাণসে গিরীশ গয়ায় গদাধর॥
বন্দিব বদরীনাথ বদরিকাশ্রমে।
সঙ্কেত মাধব বন্দ সাগরসঙ্গমে॥
কামরূপে কামাখ্যা বন্দিব যোড়করে।
উড্ডিয়ানে উমা যোগেশ্বরী জালন্ধরে॥
পূর্ণ শৈলে বন্দ অন্নপূর্ণার চরণ।
বৈদ্যনাথ আদি সিদ্ধ সাধ্য পীঠগণ॥
দণ্ডেশ্বরে মহাবিদ্যা বন্দ ষাস্ত সুরে।
রাজরাজেশ্বরী দশভুজা রাজপুরে॥
বটুক যোগিনী ক্ষেত্রপাল সর্ব্বভূত।
ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বন্দ দণ্ডী অবধূত॥
চৈতন্য চান্দের বন্দ চরণ কমল।
নিত্যানন্দ আদি বন্দ বৈষ্ণব সকল॥

ত্রিভুবনে যেখানে যে আছে দেবী দেবা।
সংক্ষেপে সবার পায় শত শত সেবা ॥
বন্দিব গন্ধর্ব্ব সর্ব্ব গায়কের পায়।
গীত বাদ্য সে রাগ রাগিণী সমুদায় ॥
দৈত্য দানা প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ।
ডাকিন্যাদি সকলে আমার দণ্ডবত ॥
ইষ্ট পদাম্বুজে করি আত্ম সমর্পণ।
দ্বিজ রামেশ্বর গান গীতে দেহ মন ॥ ৫ ॥
ইতি বন্দনা সমাপ্ত।

অথ প্রথম দিবসীর নিশাকালে স্থাপনা

পালারম্ভ।

গ্রন্থের সূচনা।

জয় শিব ব্রহ্ম সনাতন।
শিব গোবিন্দের অঙ্গ, শক্তি সনে সদা সঙ্গ,
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব জীবন ॥
অভেদ এ তিন দেবে, এমতি যদ্যপি সেবে,
তবে ভবার্ণব হবে পার।
আর যত ভাব কালী, ঊর্দ্ধহস্তে আমি বলি,
অন্যথা নিস্তার নাই আর।
অতএব শুদ্ধ ভাবে, শ্রদ্ধা সহ শুন সবে,
শিবের মহিমা অদ্ভুত।

যে কথা নৈমিষারণ্যে, দীর্ঘ সত্রে দীর্ঘ পুণ্যে
শৌনকাদ্যে শুনাইলা সূত ॥
আর বৃদ্ধ পরম্পরা, যে কিছু বলেন যাঁরা,
তাহার করিয়া সারোদ্ধার।
গাইব সঙ্গীত রসে, সীমা না থাকিবে তোষে,
অনায়াসে তরিব সংসার ॥
আশুতোষ উমাপতি, অর্চ্চনা করিয়া যদি,
অষ্টাহ মঙ্গল কেহ শুনে।
সে জন জীবন মুক্ত, সর্ব্ব পাপে পরিত্যক্ত,
সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ অল্প দিনে ॥
হরি-ভক্তি সিদ্ধি হয়, নাহি থাকে যম-ভয়,
পরিচয় নানা উপাখ্যান।
আরাধিয়া গৌরী হর, রামেশ্বর মাগে বর,
যশোমন্ত সিংহের কল্যাণ ॥ ১ ॥

সূত প্রতি প্রশ্ন।

এক দিন মুনিগণ পরহিত আশে।
জ্ঞান গোষ্ঠে বসিলেন সুরম্য নৈমিষে ॥
সেই স্থলে কুতুহলে হরিগুণ গেয়ে।
ব্যাস-শিষ্য সূত আইলা শিষ্যবৃন্দ লয়ে॥
সর্ব্বথা পারগ সূতে দেখি তপোধন।
শৌনকাদি সবে উঠি করিল বন্দন ॥
তিনি তা সবারে হইলা দণ্ডবৎ।
কুতুহলে সকল পরম ভাগবত ॥

সম্মান করিয়া সূতে সর্ব্ব ঋষিগণ॥
মধ্যে মহাবুদ্ধিকে দিলেন বরাসন॥
সর্ব্বশিষ্যগণাবৃত সুপবিষ্ট সূতে।
সবিনয়ে শৌনক জিজ্ঞাসে যোড়হাতে॥
মহামুনি আপনি সকল সুগোচর।
কলিকালে কি করি কৃতার্থ হবে নর॥
কলিতে কল্মষ কৃত যত দুরাচার।
হরিভক্তি কেমন উপায় হবে তার॥
বেদ বিদ্যা বিহীন বিশেষ নাহি জ্ঞান।
নির্ধন কলিতে অন্নজলগত প্রাণ॥
নানা পীড়া প্রপীড়িত মৃত্যু অল্প কালে।
সুকৃতি প্রয়াস সাধ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥
পুণ্য গেলে শূন্য কৈল পাপ হৈল পূর্ণ।
দুরাশায় সবংশ প্রলয় হবে তূর্ণ॥
অল্প ধনে অল্প শ্রমে অল্প দিনে তথা।
মহৎ পুণ্য লভে যেন কহ হেন কথা॥
পাপ পুণ্য যে করে যাহার উপদেশে।
ফলভাগী সে তার সকল শাস্ত্রে ঘোষে॥
পুণ্যবাদী পাপহীন সকল সদয়।
কেশব এসব জনা জানিবে নিশ্চয়॥
জ্ঞান পেয়ে পরে যে না করে বিতরণ।
জ্ঞানরূপী হরি তারে প্রসন্ন না হন॥
জ্ঞান রত্ন রত্ন দিয়া যত্ন করে পরে।
নররূপধারী হরি পরিত্রাণ করে॥

তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসশিষ্য বেদবিৎ।
তোমার সাক্ষাতে কে কহিবে পরহিত
শৌনকাদি মুখে শুনি সূত তপোধন।
সাধুবাদ করি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য।
লোকহিত অভিলাষী অতএব ধন্য॥
যেমত জিজ্ঞাসা মোরে করিলে আপনে।
আপনি জৈমিনি জিজ্ঞাসিলা দ্বৈপায়নে॥
সত্যবতী-সুত গুরু সর্ব্বধর্ম্মময়।
কি করিলে কলির মানুষ মুক্ত হয়॥
সূতবলে শৌনকাদি শুন সাবধানে।
রামেশ্বর রচে হর পার্ব্বতী চরণে॥ ২॥

সূতের কথারম্ভ।

জৈমিনির কথা শুনি হৃষ্ট হৈলা ব্যাস।
আরম্ভে মঙ্গল কথা যাতে পাপ নাশ॥
শুনহে জৈমিনি মুনিশ্রেষ্ঠ তপোধন।
ধন্য তুমি ধরণীতে ধর্ম্ম পথে মন॥
সৎকথা শ্রবণে মতি হয় যার যার।
তিঁহ হন স্বয়ং বিষ্ণু তাঁকে নমস্কার॥
সৎকথা শ্রবণ হত্যে হয় হরিভক্তি।
হরিভক্তি হৈলে জ্ঞান জ্ঞান হৈলে মুক্তি।

বিষ্ণুকথা শ্রবণে অরুচি হয় যার।
তারে সৃষ্টি করি বিধি করে ক্ষিতিভার॥
বিষ্ণু কথা শ্রবণে বৈষ্ণব হয় হৃষ্ট।
তারে মিথ্যা যে বলে সে প্রবল পাপিষ্ঠ॥
যে দিন কৃষ্ণের কথা কিছুই না শুনি।
সে দিন দুর্দ্দিন সত্য জানিবে জৈমিনী॥
যেখানে কৃষ্ণের কথা হয় উপস্থিত।
সেখানে গোবিন্দ দেববৃন্দের সহিত॥
অচ্যুত-উদার-কথা উপস্থিত হলে।
গঙ্গা যমুনাদি যত তীর্থ সেই স্থলে॥
ইহাতে যে বিঘ্ন করি অন্য কথা কয়।
কোটি ব্রহ্মহত্যার অধর্ম্ম তার হয়॥
অতএব সাবধানে শুন হে সত্তম!
সুরসাল সৎকথা প্রসঙ্গ অনুত্তম॥
কতবার সংসার সংহার হয়ে গেছে।
এক ব্রহ্ম সনাতন সর্ব্ব কাল আছে॥
সংসার কৌতুকাগার দেখিবার তরে।
একমাত্র অরূপ অশেষ রূপ ধরে॥
সূক্ষ্ম হতে স্থূল কিন্তু মায়ামূল তার।
আচ্ছাদিয়া বিজ্ঞান অজ্ঞান অন্ধকার॥
অনাত্মাতে আত্ম বুদ্ধি আত্মা নাহি জানে।
ঘরে নিধি হারা করি খুঁজি বুলে বনে॥
চুম্বক দেহের আত্মা দেহ সহকার।
অন্ধ কি দেখিতে পায় কণ্ঠে রত্নহার॥

বিজ্ঞান প্রদীপ দীপ্ত না হয় যাবত্।
জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ না ঘুচে তাবত্॥
ব্রহ্মারে বলিলা বিষ্ণু বৈষ্ণবতা কর।
ভগবত্ ভক্তি করি ভবসিন্ধু তর॥
অতএব হরিভক্তি তরিবার মূল।
হরিনাম কেবল কলিতে অনুকূল॥
তার পরে যদি করে ক্রিয়া যোগ সার।
কলিকালে তাহার তুলনা নাহি আর॥
পুরাণ শ্রবণ বিনা কিছুই না হয়।
পুণ্যদাতা পুরাণ পরমানন্দময়॥
মূল হৈতে বলি শুন পুরাণের সার।
মধুকৈটভের মাংসে মহীর সঞ্চার॥
প্রলয়ের কালে রসাতল গেল মহী।
বরাহ উদ্ধার কৈল ধরি কূর্ম্ম অহি॥
কল্পভেদে এমন হয়েছে কতবার।
আদি সৃষ্টি সুধবৃষ্টি শুন সারোদ্ধার॥
মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত॥ ৩॥

সৃষ্টির দেবতা।

সৃষ্টির প্রথম কালে, মহাবিষ্ণু মহাজলে,
ভাসিয়া কৌতুক হৈল মনে।
সুশিক্ষার অভিলাষে, সৃজন পালন নাশে,
তিন মূর্ত্তি হইলা আপনে॥

সত্ত্ব গুণে সৃষ্টি কর্ম্ম, দক্ষিণাঙ্গে হৈল ব্রহ্ম,
বামাঙ্গে বাহির হৈল হরি।
রজোগুণ হৈল তাঁর, সকল পালনভার,
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারী॥
মহারুদ্র মধ্য ভাগে, সহাংরের ভার লাগে,
তমোগুণে মহা তেজোময়।
পুরুষের জন্ম জানি, আদ্যাশক্তি সুখ মানি,
তিনি হইলেন মূর্ত্তিত্রয়॥
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবা, তিনে তিন পাইল শোভা,
এক ব্রহ্ম কার্য্যহেতু তিন।
ইহাতে যে ভেদ করে, ভাল নাহি বলি তারে,
বৃথা মরে সে জ্ঞানবিহীন॥
যে কিছু সকল ভগবান।
তিন কার্য্য তিন জনে, সঁপিয়া কৌতুক মনে,
সেইখানে হৈল্যা অন্তর্দ্ধান॥
প্রভুআজ্ঞা পেয়ে বিধি, সৃজিল পৃথিবী আদি,
মহাযোগে মহাপঞ্চভূত।
দ্বিজ রামেশ্বর কন, সৃষ্টি করে ত্রিভুবন,
শৌনকাদ্যে শুনাইল সূত॥ ৪॥

সৃষ্টি প্রকরণ।

ভুবন সৃজন করণ বিধি।
সপ্ত স্বর্গ কৈল ভূলোক আদি

পাতাল সকল সৃজিল হেলে।
অতল বিতল সুতল তলে ॥
তলাতল রসাতল পাতাল।
এ সপ্ত পাতাল হেটেতে জল ॥
কমঠ উপর করিয়া ভর।
ধরণী ধরিল ধরণীধর ॥
মহীর মাঝেতে মোহন তনু।
সৃজন করন রতন সানু ॥
জাম্বুনদোর্জন জম্বুর দ্বীপে।
অমর নগর ভাস্কর রূপে ॥
অপর ভূধর করিল কত।
চমর মন্দর কন্দরযুত ॥
হেলে তপোবলে সৃজিল বিধি।
বিবিধ বিবুধ বিবিধ নদী ॥
সপ্ত দ্বীপে সপ্ত সাগর বেড়া।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ সকল বাড়া ॥
সে সব সাগর দ্বীপের নাম।
পুরাণ প্রমাণ রচেন রাম ॥ ৫ ॥

পৃথিব্যাদির উৎপত্তি।

ম্বুর দ্বিগুণ দ্বীপ প্লক্ষ দ্বীপ হয়।
ক্ষের দ্বিগুণ দ্বীপ শাল্মলী কয় ॥
াল্মলী দ্বিগুণ কুশ দ্বীপ পরিসর।
শের দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চ দ্বীপ মনোহর ॥

ক্রৌঞ্চের দ্বিগুণ শাক দ্বীপ দিব্য স্থান।
শাকের দ্বিগুণ দ্বীপ পুষ্কর আখ্যান॥
এই সপ্তদ্বীপ সর্ব্ব ভোগ সমন্বিত।
নানারস রসায়ন নানা গুণযুত॥
হিমাদ্রি দক্ষিণ দিকে ক্ষীরোদ উত্তরে।
সমস্তে ভারতবর্ষ বলেন এহারে॥
আর যত ভোগ ভূমি কর্ম্ম ভূমি এই।
শুভাশুভ কর্ম্মের প্রচুর ফল দেই॥
ভাগ্য ফলে এস্থলে মনুষ্য জন্ম হয়।
ধন্য তারা করে যারা ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
সে সব কেশবোপম ধর্ম্মে যার মতি।
কর্ম্ম ভূমে কুকর্ম্ম করিলে অধোগতি॥
অতঃপর ধর্ম্ম কর ধরি নর দেহ।
কর্ম্মভূমে কুকর্ম্ম করিহ নাই কেহ॥
সপ্ত দ্বীপ সুবেষ্টিত সাগর সকল।
লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ জল॥
যোগেন্দ্র পুরুষ যোগ পথে দিয়া দৃষ্টি।
স্থাবর জঙ্গম চরাচর কৈলা সৃষ্টি॥
দেবতা মনুষ্য পশুপক্ষী আদি করি।
সকল সৃজিলা বিধি সপ্ত দ্বীপ ভরি॥
দক্ষ আদি প্রজাপতি হৈল দিবা রাতি॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি॥
ব্রাহ্মণ বদনে হৈল ক্ষত্র বাহুমূলে।
বৈশ্য উরু প্রদেশে বৃষল পদতলে॥

দৃষ্টে দিব্য দুহিতা দক্ষের হল ঘরে।
ধব হৈল ধর্ম্মাদি ধারণ কৈল তারে ॥
সতী নামে সুতা শিবে দিতে অতঃপর।
দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ রঙ্গ রচে রামেশ্বর ॥৬॥

ইতি প্রথম দিবসীয় নিশা পালা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় দিবসীয় দিবাপালারম্ভ।

দক্ষ যজ্ঞ।

ব্রহ্মপুত্র ভৃগু সত্র সারি হৈল স্থির।
রাজসূয়ে রাজে যেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সভা করি বসিলা সকল সুরগণ।
দেবসভা দেখিতে দক্ষের আগমন ॥
প্রজাপতি প্রচণ্ড সূর্য্যের সম তেজা।
শিব বিনা সম্ভ্রমে সবাই কৈল পূজা ॥
দক্ষের দারুণ দুঃখ দাক্ষায়ণী নাথে।
দিতে গালি দৈবগণ ঘুচাইল তাতে ॥
সজ্জন সভায় হায় সজ্জন সভায়।
মহতের মান ভঙ্গ মরণের প্রায় ॥
নিকৃষ্টের কন্যা হলে প্রকৃষ্টে প্রদান।
সেহ করে সভান্তরে শ্বশুরের মান ॥
কুলে শীলে রূপে গুণে দক্ষ কিসে খাট।
যে তুমি জামাতা হয়ে সম্ভ্রমে না উঠ ॥
যত ধর্ম্ম যজ্ঞে লোক জায়া তার মূল।
জায়ার জনক জনকের সমতুল ॥

তবে কেন ত্রিলোচন না কৈল তারে নতি।
বিবুধেরে বিবরণ বলে পশুপতি ॥
নারায়ণ বিনা যারে নমস্কার করি।
অল্পায়ু সে হয় সত্য অতএব ডরি ॥
শিবের সম্বাদ শুনি সুরগণ হাসে।
দুঃখী হয়ে দক্ষ গেলা আপনার বাসে ॥
সুধর্ম্মা সভায় যেন পেয়ে অপমান।
দুর্য্যোধনে সুখ নাহি শুখাইয়া যান ॥
তেমতি দক্ষের দশা হৈল উপস্থিত।
দুঃখানলে দেহ জ্বলে দেখি বিপরীত ॥
বিশ্বনাথে বেটি দিয়া বলে কটূত্তর।
নিবারিতে নারদ আইলা তাঁর ঘর ॥
দেবঋষি দক্ষে দুটি ভাইয়ে হৈল দেখা।
পরস্পর প্রেম প্রমোদের নাহি লেখা ॥
বসিলেন বটে বড় ব্যথিতের মনে।
মলিন হয়েছে মুখ সুখ নাই মনে ॥
মানভঙ্গ মনস্তাপ মলেহ না মিটে।
নারদের নিকটে নিশ্বাস ছেড়ে উঠে ॥
দক্ষের দেখিয়া দুঃখ দেবঋষি কয়।
কেন কর মনস্তাপ কহ মহাশয় ॥
নারদের বচনেতে ব্যথা পেয়ে মনে।
দুঃখমনে দক্ষ কহে মলিন বদনে ॥
ছিলে দেব সভায় দেখেছ তপোধন।
মরণ অধিক দুঃখ মস্তক মুণ্ডন ॥

আপনেহ অন্তর্য্যামী আমি কব কি।
ভঙ্গ হৈল ভূতি ভূতনাথে দিয়া ঝি॥
নারদ বলেন তার প্রতিকার কর।
মন্দধীর মত মিছা মনস্তাপে মর॥
যে যেমন করে তারে তেমনি উচিত।
তুমি যজ্ঞ কর তিনি বসে গান গীত॥
শিব না পূজিলে যদি অন্য পূজা নাই।
সকল নিষেধ বিধি বিধাতার ঠাঁই॥
আপনি বিধাতা তায় বিধাতার বেটা।
আমন্ত্রণ করি আন অমরের ঘটা॥
তুমি না পূজিলে তার গেল ফুল জল।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে তবেই মঙ্গল॥



শিবের নিকটে নারদের গমন।

এই উপদেশ দিয়া গেল দেব ঋষি।
মুনির মন্ত্রণে দক্ষ মনে মহাখুসী
যতনে করিলা যথাযোগ্য যজ্ঞশালা।
মণ্ডিত করিয়া মণি মুকুতার মালা॥
প্রজাপতি পরিপূর্ণ করি আয়োজন।
দেব-দেব বিনা দেবে দিলা আমন্ত্রণ॥
ব্রহ্ম-ঋষি দেব-ঋষি রাজ-ঋষি যত।
আনিলা অসংখ্য তার নাম কব কত॥
দৈবাৎ দক্ষের ঘরে ঘটা হৈল বড়।
ইন্দ্র চন্দ্র বৃন্দারকবৃন্দ হৈল জড়॥

দক্ষের আদেশে আইল লক্ষ লক্ষ মুনি।
আকাশে উঠিল বিলক্ষণ বেদধ্বনি॥
আনন্দে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
গায়েন গন্ধর্ব্বগণ কিন্নর কিন্নরী॥
দক্ষ ঘরে ভারে ভারে লইয়া যৌতুক।
যতেক জামাতা আইলা করিয়া কৌতুক॥
বিধি বিষ্ণু শিব বিনা সবে উপস্থিত।
যজনে বসিলা দক্ষ লয়ে পুরোহিত॥
বলে স্বস্তিবাচন বসিয়া বরাসনে।
কৈলাসে নারদ ওথা কহে ত্রিলোচনে॥
শ্বশুরের ঘরে যজ্ঞ যাও নাই মামা?
বিশ্বনাথ বলে বাপু বলে নাই আমা॥
কি বল কি বল বলি কর্ণে দিল হাত।
বৃথা যজ্ঞ করে বলি বসিল নির্ঘাত॥
মূলে মারি কুঠারি পল্লবে ঢালে জল।
শিবের কি ক্ষতি ক্ষতি দক্ষের কেবল॥
কিন্তু সব কন্যারা আসিছে বাপ ঘর।
দাক্ষায়ণী গেলে দেখা হৈত পরস্পর॥
সাধ করি সীমন্তিনী পরি পাঁচ খান।
উৎসবে উৎসাহ হয়ে বাপঘরে যান॥
দিন দুই দেখা শুনা নায়রের সাথে।
কথনীয় নয় কত প্রীতি হয় তাতে॥
দারুণ দক্ষের দেহে দয়া নাহি পারা।
এমন দুহিতা-স্নেহ দূর করে কারা॥

সতীকে শুনায়ে শিবে সব কথা বল্যা।
দেব-ঋষি দক্ষ যজ্ঞ দরশনে আইলা॥
দক্ষের দুহিতা দুয়ারের পাশে রয়ে।
শুনিলেন সব কথা সাবধান হয়ে॥
যাব জনকের যাগে যুক্তি করি মনে।
ধরণী লুঠায়ে ধরে ধূর্জ্জটি-চরণে॥
গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুর্ব্বাদ।
পূর্ণ কর পশুপতি পার্ব্বতীর সাধ॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ৮॥

দক্ষযজ্ঞে সতীর গমনোদ্যোগ।

পড়িয়া প্রভুর পায়, পতিব্রতা গড়ি যায়,
বিদায় মাগেন প্রাণনাথে।
যাইব জনকালয়, কৃপাকর কৃপাময়,
পদধূলিগুলি লয়ে মাথে॥
গুরু পিতৃ নৃপ স্থানে, যেতে পারি অনাহ্বানে
তেঞী যাব জনকের যাগে।
বাপকে বিস্তর কয়ে, পূজাব তোমাকে লয়ে,
যজ্ঞ-ভাগ দেয়াইব আগে॥
নতুবা করিব ভঙ্গ, পাপী-জাত পাপ-অঙ্গ,
জনমিব শৈলের ভবনে।
তপস্যা করিব তথি, পশুপতি হবে পতি,
দরশন দিবে তপোবনে॥

ইন্দ্র আদি যত অঙ্গ, দেখে শিবহীন যজ্ঞ,
দক্ষের চিন্তিয়া অকল্যাণ।
আহা মোর বাপঘরে, অনাদর মহেশ্বরে,
পাপিনী রেখেছি কেন প্রাণ॥
করিয়া দুষ্কর কর্ম্ম, স্থাপন করিব ধর্ম্ম,
মর্ম্ম কথা কহিলাম সব।
সতীর সংবাদ শুনি, সমাকুল শূলপাণি,
রহিলেন হইয়া নীরব॥
বুঝিয়া সাধ্বীর পাত, ভাবিলেন ভূতনাথ,
কেবল কৈলাস অন্ধকার।
সম্ভ্রমে সতীরে তুলি, নিষেধ করেণ শূলী,
বিনয় করিয়া বারম্বার॥
অনাদরে না যেয়ো নায়রে।
গেলে পাবে পরিতাপ, সভায় তোমার বাপ,
অপভাষা বলিবে আমারে॥
সহিতে নারিবে তুমি, বিপরীত দেখি আমি,
শিবের করিবে সর্ব্বনাশ।
দয়া করি রামেশ্বরে, তুমি বসি থাক ঘরে,
শোভা করি শিবের কৈলাস॥ ৯॥

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

পশুপতি-অনুমতি নাহি পেয়ে সতী।
চলিলা পিতার প্রতি হয়ে কোপবতী

যেন কেহ কার প্রাণ লয়ে যায় কাড়ি।
চলিলেন চন্দ্রমুখী চন্দ্রচূড়ে ছাড়ি॥
প্রদক্ষিণ প্রণিপাত হয়ে প্রাণনাথে।
বেগবতী যান সতী কেহ নাহি সাথে॥
ব্যগ্র হৈলা উগ্র আর উগে নাহি কিছু।
নফর নন্দিকে নাথ পাঠাইলা পিছু॥
ঐমনি একত্র হয়ে নন্দির সহিত।
মনস্বিনী মায়ের মন্দিরে উপস্থিত॥
পাকশালে প্রসূতি পুরট পীঠে বসি।
প্রাণ তুল্য প্রিয় ছেলে প্রণমিল আসি॥
অন্যা কন্যা সকলে বসেছে বেড়ে মায়।
সম্ভ্রমে সম্ভাষ সতী করিলা সবায়॥
সতীকে না দেখিয়া সবার ছিল দুখ।
সবে জীল সতীর দেখিয়া চাঁদমুখ॥
আইস বলি আশ্বাসি আশীষ কৈলা সবে।
জিজ্ঞাসিলা মঙ্গল মধুর মুখরবে॥
গলা ধরে কাঁদে চাঁদমুখে চুম্ব খেয়ে।
জীল যেন জননী জীবন-দান পেয়ে॥
অনিবারা প্রেমধারা পরিপ্লুতা সতী।
জানিল জননী ভাল জনক দুর্ম্মতি॥
মাসী পিসী খুড়ী জ্যেঠী দেখিয়া সবায়।
অভিমান করি কন অভাগিনী মায়॥
যতেক বান্ধব আইল জনকের যাগ।
সতী সুতা কেন পিতা কৈল পরিত্যাগ॥

যজ্ঞেশ্বর জামাতারে যজ্ঞে নাহি এনে।
বৃথা যজ্ঞ করে পিতা কার কথা শুনে॥
বলিব বাপার কাছে মনে আছে যত।
জননী বিদায় দেহ জনমের মত॥
সকল সংসার লয়ে সুখে কর ঘর।
মনে কর সতী কন্যা মৈল অতঃপর॥
জননী এমন বাণী শুনি সতীমুখে।
শোকাকুলা হৈলা যেন শেল মাইল বুকে॥
স্বসা মাসী পিসী খুড়ী জ্যেঠী যত মেয়ে।
গলা ধরে কান্দে চাঁদমুখে চুম্ব খেয়ে॥
প্রণতি করিয়া সতী সবাকারে কন।
হাসিয়া বিদায় দেহ কান্দ কি কারণ॥
আশীষ করহ মনে রাখিও সবাই।
জন্মে জন্মে পশুপতি পতি যেন পাই॥
ইহা বলি সবাকারে করিয়া বন্দন।
চঞ্চল-চরণে হৈল চণ্ডীর গমন॥
সত্বরে সুন্দরী গিয়া নন্দির সহিত।
যজ্ঞশালে দক্ষের সাক্ষাতে উপস্থিত॥
সুরসভা দেখি প্রভা সম্ভ্রমেতে রয়।
বাপকে বন্দনা করি বসিলা নির্ভয়॥
ক্রোধভরে দক্ষ তারে করে আশীর্ব্বাদ।
ক্ষিপ্ত পতি শুদ্ধমতি হোক্ অচিরাত॥
আশীর্ব্বাদে বিষাদ ভাবিয়া কন সতী।
বিশ্বনাথে বাপার বিরুদ্ধ কেন মতি॥

জ্ঞানসিন্ধু শিবকে অজ্ঞান বলে খেপা।
মদে মত্ত হয়ে তত্ত্ব ভুলে গেলে বাপা॥
যজ্ঞেশ্বর জামাতাকে যজ্ঞে আন নাঞী।
বৃথা যজ্ঞ কেন কর বেদ মান নাঞী॥
দক্ষের হইল দুঃখ দুহিতার বোলে।
দেবদেবে দেই দোষ দ্বিগুণ উথলে॥
পূর্ব্ব দুঃখ পড়ে মনে পাসরিতে নারে।
সতীকে শুনায়ে সদাশিবে নিন্দা করে॥
অমঙ্গল সকল লক্ষণ তার শুন।
মহাদেব নাম কিন্তু মহাপ্রেত যেন॥
প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ লয়ে সঙ্গ।
শ্মশানে শবের প্রায় সদাই উলঙ্গ॥
ভুজঙ্গ ভূষণ অঙ্গ চিতাভস্ম গায়।
দেব মাঝে সে কি সাজে দেখে ডর পায়॥
অম্মূলের পুত্র সেটা নির্ম্মূলের নাতি।
তিন কুল খেয়ে মড়া চিরে দিল বাতী॥
বিধির ঘটনে বিষ খেয়ে নাহি মৈল।
সতীর কপালে পতি অমঙ্গল্যা ছিল॥
বেদপথ ছাড়া তার মত স্বতন্তর।
এইমত আর কত কৈল কটূত্তর॥
শিবনিন্দা শুনি সবে কর্ণে দিল হাত।
সতীর অন্তরে বড় বাজিল নির্ঘাত॥
বাপকে বিনয়বাক্যে বলিলেন তবু।
ভোলানাথে ভুলে কথা কয়ো নাঞী কভু॥

শুদ্ধসত্ব সদাশিব সকলের সার।
বিধি বিষ্ণু পুরন্দর পূজা করে যাঁর॥
জ্ঞানদাতা গঙ্গাধর গীর্ব্বাণের গুরু।
বিশ্ববীজ বিশ্বনাথ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
আত্মারাম সুখধাম সদানন্দময়।
আর সব দেব তাঁকে মহাদেব কয়॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ যেন যজ্ঞের প্রধান।
ত্রিভুবনে তীর্থ নাই গঙ্গার সমান॥
সমুদ্রের জল যেন সারতের সার।
সেইমত শিবাধিক সেব্য নাহি আর॥
জন্ম জরা জিনিলা যোগেন্দ্র মহাশয়।
অপূর্ণকামের পূর্ণকাম পদদ্বয়॥
মহোদধি মসী যদি মহী হয় পত্র।
সুরতরু লেখনী সারদা করি যোত্র॥
সর্ব্বকাল লেখে বাদ করে নাহি কভু।
শিবের মহিমা সীমা হয় নাহি তবু॥
এমন শিবের নিন্দা করিলে যে হয়।
নন্দী বল আমারে বলিবা বিধ নয়॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
স্তব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১০

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ।

শিবের সেবক নন্দী সর্ব্বশাস্ত্রে সুধী।
ব্যাখ্যা করি বলিল বেদান্ত বেদ আদি॥

কল্পান্তরের কথা পুরাণের মত।
দক্ষ লক্ষ্য করি কয় শুনে সভাসত॥
পূর্ব্বে শচী সহিত সেবিত শিবে শক্র।
বৃন্দারকবৃন্দ তাতে বড় হৈল বক্র॥
বলে ইনি দেবরাণী তুমি দেবরাজ।
দিগম্বর দেখে মেয়ে ভাল নহে কাজ॥
বৃষধ্বজে বসি বস্ত্র পরাইতে পার।
তবে গিয়ে শচী লয়ে শিব সেবা কর॥
জায়া ছেড়ে যাওয়া সে জঞ্জাল দেবরাজে।
বসন পরিতে বা বলেন কোন লাজে॥
গৌণ হয়ে গেল নাই গীর্ব্বাণের ভূপ।
জানিয়া যোগেন্দ্র কোপে হৈলা লিঙ্গরূপ॥
বিনাশিতে বিশ্ব আর বিবুধের পুর।
ধিঙ্গ হয়ে লিঙ্গ বড় বাড়ে দুর দুর॥
এল এল শব্দ হৈল অধ উর্দ্ধ আড়ে।
দিনে দিনে দ্বাদশ যোজন করি বাড়ে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন।
অধঃ কাঁপে অনন্ত উপরে সুরগণ॥
ত্রিভুবনে শব্দ হৈল পালা পালা পালা।
দেবনারী দেখি বলে আই মা কি জ্বালা॥
ভয় করি সুরনারী পলাইয়া যায়।
ঠেকিল ঠাকুর গিয়া সবাকার গায়॥
লোকালোক পর্ব্বত পৃথ্বীর প্রান্তভাগে।
পলাইতে পথ নাই পরিত্রাণ মাগে॥

সকল ব্রহ্মাণ্ড ফেটে হয় একাকার।
ভয়ে কন দেবগণ রাখ এই বার॥
চক্ষু নাহি দেখে দুঃখ কাণে নাই শুনে।
বিবুধের বাদ হৈল বিষমের সনে॥
নিবারিতে নারিয়া নির্জর পাইল ভয়।
পার্ব্বতীরে নতি করে রাখ অতঃপর॥
কাত্যায়নী কন কেন কর হেন কাজ।
শচী দেখে শিশ্ন তাতে তোমাদের লাজ॥
লিঙ্গে হয়ে লিঙ্গের লঘুতা কেন কর।
জ্ঞান নাই যেমন জাঁকানে পড়ে মর॥
সত্য কৈলা সুরগণ শঙ্করীর ঠাঁই।
লিঙ্গ-পূজা নাহি হৈলে অন্য পূজা নাই॥
যোনিরূপে জগন্মাতা লিঙ্গে বেড়ে তবে।
যজ্ঞে যব-প্রমাণ নির্ভয় হয়ে সবে॥
জয় দিয়া যত্ন করি যজ্ঞে সুরবধূ।
কেহ ঢালে ঘৃত দধি কেহ ঢালে মধু॥
আনন্দে দুন্দুভি বাজে নাচে সুরগণ।
সেইকালে কহিল করিয়া নিরূপণ॥
লিঙ্গরূপী মহেশ্বর চরাচর গুরু।
অগতির গতি অতি বাঞ্ছা-কল্পতরু॥
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সবার সেব্য শিব।
বিশেষতঃ বন্দিবেন বৈষ্ণব যে জীব॥
হরি হর হৈমবতী তিন তনু এক।
ভজনার্থ মূর্ত্তি-কল্পনা অনেক॥

গঙ্গাধরে নিন্দা করে গোবিন্দের দাস।
পরধর্ম্ম কোথা তার পূর্ব্বধর্ম্ম নাশ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য না পূজিয়া হরে।
চণ্ডালতা পায় যদি অন্য পূজা করে॥
রুদ্র না পূজিলে শূদ্র শূকরের প্রায়।
সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত অধোগতি যায়॥
যে পাপিষ্ঠ দেশে লিঙ্গ-পূজা নাহি হয়।
বিষ্ঠাগর্ত্ত সে দেশ দেবের গম্য নয়॥
তবে কেন বিপরীত দক্ষের সভায়।
দেবতা লবেন পূজা দিন না গেছে প্রায়॥
অনিন্দ্যের নিন্দায় আনন্দ করি শুনে।
তপ্ত তৈল যম ঢেলে দেয় তার কাণে॥
দেবতা হইয়া শিব-নিন্দা শুন সবে।
দৈত্য ভয়ে দুঃখ পেয়ে দেশত্যাগ হবে॥
শিবনিন্দা করে আরে এত বড় বুক।
পাগল দক্ষের হবে ছাগলের মুখ॥
এতেক শুনিয়া সতী করে অনুতাপ।
হায় হায় হেন পাপী হৈল মোর বাপ॥
পাপ তনু হতে তনু জানি পাপ-ভাগ।
যোগাসনে যোগিনী জীবন কৈল ত্যাগ॥
হাহাকার চমৎকার ত্রিভুবন ময়।
রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত ভূমিকম্প হয়॥
মার মার শব্দ করি মহাকাল ছুটে।
রামেশ্বর বলে দক্ষ পড়িল শঙ্কটে॥ ১১॥

নন্দীর সহিত দক্ষসেনার সংগ্রাম ।

দেখিয়া সতীর নাশ, রুষিল শিবের দাস,
মহাকাল মাতাইল জঙ্গ ।
কে যুঝিবে তার সনে, প্রলয় ভাবিয়া মনে,
দেবসভা উঠে দিল ভঙ্গ ॥
ঘন ডাকে মার মার, ত্রিভুবন অন্ধকার,
একেলা আকুল প্রজাপতি ।
উঠিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ি, অভিচার মন্ত্র পড়ি,
যজ্ঞকুণ্ডে দিলেক আহুতি ॥
উঠে সেনা লক্ষ লক্ষ, দক্ষের হইয়া পক্ষ,
নন্দির সহিত করে রণ ।
মহা কোলাহল করি, আকর্ণ সন্ধান পূরি,
চতুর্দ্দিকে বাণ বরিষণ ॥
সুমেরু শিখরে যেন, জলদ বরিষে হেন,
নন্দির উপরে খর শর ।
কেহ মারে শেল সাঙ্গী, ডাবুষ পট্টিষ টাঙ্গী,
পরশ্বধ কুঠার তোমর ॥
শিব-শূলে মহাকাল, কাটি ফেলে অস্ত্রজাল,
লাফ দিয়া উঠে শূন্যপথে ।
নির্ভরে মারিয়া লাথি, চূর্ণ করে রথরথী,
অশ্ব গজ পড়ে যূথে যূথে ॥
মহাবীর মহাকোপে, বড় বড় রথ লোফে,
কুঞ্জর ধরিয়া করে গ্রাস ।

ভৈরব শিবের ভক্ত, ঘাড় ভাঙ্গি খায় রক্ত,
দেখিয়া দক্ষের হইল ত্রাস ॥
সৃষ্টিকারী মহামনা, পুনঃ সৃজিলেন সেনা,
পুনঃ পুনঃ যত হত হয়।
মন্ত্রবলে চলে তূর্ণ, পৃথিবী হইল পূর্ণ,
অশ্ব গজ রথ পত্তিময় ॥
অসুর-নিশ্বাস-ঝড়ে সকল পর্ব্বত নড়ে,
ভরে ক্ষিতি করে টল টল।
চৌদিকে অসুর গাজে, বিজয় দুন্দুভি বাজে,
উথলিল সমুদ্রের জল ॥
বিনা মেঘে বজ্রাঘাৎ, ঘন ঘন উল্‌কাপাত,
ঝঞ্ঝাবাত রক্ত বরিষণ।
তাহাতে নন্দির কোপ, ত্রিভুবন হয় লোপ,
চতুর্দ্দিকে শুনি ঝন্‌ ঝন্‌ ॥
প্রলয় ভাবিয়া মনে, আসিয়া নন্দির কানে,
নারদ কহিয়া দিল পিছু।
অভিচারে অভিচার, শিববিনা প্রতিকার,
তোমাহতে হবে নাই কিছু ॥
মহাকাল মহামতি, বুঝিয়া কার্য্যের গতি,
শরে জর জর হয়ে অঙ্গ।
শিবে দণ্ডবৎ হয়ে, সতীর শরীর লয়ে,
মহাবীর রণে দিল ভঙ্গ ॥
শিবের সাক্ষাতে গিয়ে, সতীর শরীর লয়ে,
শুনাল সকল বিবরণ।

কোপে জটা ছিঁড়ে রুদ্র, তাহে হৈল বীরভদ্র,
দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কারণ ॥
দাণ্ডাইল শূল ধরি, ডাগর যেমন গিরি,
ডাকে যেন প্রলয়ের মেঘ।
রুদ্রবীর্য্য-সমুদ্ভব, রুদ্রের লক্ষণ সব,
রুষ্ট রক্ত চক্ষু বায়ুবেগ ॥
কেবল সংহার-মূর্ত্তি, কহে আমি তব ভৃতি,
কি করিব কহনা ত্বরিত।
অনুমতি দিল হর, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ কর,
দ্রুত দুষ্ট সেনার সহিত ॥
গড় করি গিরিনাথে, গিয়া শিব-সেনা সাথে,
গর্জ্জিল দক্ষের যজ্ঞশালে।
দ্বিজ রামেশ্বর কয়, দক্ষ পেয়ে মনে ভয়,
দিল আজ্ঞা চতুরঙ্গ দলে ॥ ১২ ॥

বীরভদ্রের সহিত দক্ষসেনার সংগ্রাম।

যুঝে দক্ষ নিজ পক্ষ চতুরঙ্গ সেনা।
হয় হস্তী রথ পত্তি ধৃত বীরবানা ॥
খরধার তলবার শেল শূল সাঙ্গি।
ডাবুষ পট্টিষ খট্টাঙ্গ টাঙ্গী ॥
সুকুঠার কাটার খরধার ছুরী।
বহু তীর তুনীর কোদণ্ড ধারী ॥
সন্নাহ বৃত দেহ ছুটে বীর দক্ষে।
সব লোক ভাবে শোক সুরনাথ কম্পে ॥

বাজে শঙ্খ সুরঙ্গ ভোরঙ্গ ভেরী।
রণশৃঙ্গ সানিরঙ্ক রণকালী তুরী॥
ঢাক ঢোল করতাল দামা খোল কাড়া।
সুমৃদঙ্গ মুখচঙ্গ জগঝম্প পড়া॥
বীণা আদি যত বাদ্য কত পদ্য বাজে।
কৃত নৃত্য ধৃত বান হান ২ গাজে॥
রণভুক্ অভিমুখ দোঁহি ঠাট ঠাড়ে।
দ্বিজরাম নিজ কাম হরিভক্তি বাড়ে॥ ১৩॥

দক্ষসেনা নাশ।

দক্ষপক্ষ বিপক্ষ দেখিয়া দড় বড়।
দুই দলে সংগ্রাম লাগিল কড়াকড়॥
বীরভদ্র সহিত সকল শিবসেনা।
কোটি কোটি ভূতপ্রেত কোটি কোটি দানা॥
দাপ্ দুপ্ করে কোন খানে নাহি কেহ।
কোন স্থানে আকাশ পাতাল যুড়ি দেহ॥
আগু দলে যুঝে বীরভদ্র মহাবল।
পদ ভরে পৃথিবী করিছে টল টল॥
দুন্দুভি বাজনা বাজে নাচে বীরমণি।
চতুর্দ্দিকে হুড় হুড় দুব দুর শুনি॥
মহাশব্দ হৈল মার মার হান হান।
কাট কাট করি কোটি কোটি ছাড়ে বাণ॥
কেহ মারে শেল শূল কুঠার তোমর।
ডাবুষ পট্টিষ টাঙ্গি ছাত্রিশ আতর॥

আকর্ণ সন্ধান পূরি বৃষ্টি করে শর।
আচ্ছাদিয়া আকাশ পূরিল দিগন্তর॥
ঠন্ ঠন্ ঝন্ ঝন্ চতুর্দ্দিকময়।
দুই দলে কাটাকাটি রক্তে নদী বয়॥
অষ্ট কুলাচল কাঁপে দশ দিক্ পাল।
চক্রাবর্ত্তে ফিরে মহী সঞ্চরিল কাল॥
নেকাচোকা ছিল ভোকা দুই সেনাপতি।
রথের সহিত ধরে গিলে মহারথী॥
ধর ধর করিয়া ধাইল ধুনামড়া।
চপ্ চপ্ চিবায়ে চলিল হাতী ঘোড়া॥
বেতাল বিক্রম করে যারে মারে শাট।
মুখে ফেলে মাতঙ্গ চিবায় কট্‌কাট্॥
প্রমথ গুহ্যক সব হয়ে সমবায়।
খাড়া খাড়া পদাতিক খেদি খেদি খায়॥
কিচিকিচি করে দানা সূচি পারা মুখ।
আঁঠু পেড়ে রক্ত খায় বিদারিয়া বুক॥
কুলাপারা নখ কার মূলাপারা দাঁত।
হাতী ঘোড়া ধরে চিরে বারি করে আঁত॥
সিংহ ব্যাঘ্র মেষ মূষ মার্জ্জারের মত।
মুখপাতি মহারথী গিলে শত শত॥
ভুজে ভুজে কেহ যুঝে কেহ পায় পায়।
গালগলি করি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
ধাম ধুম করি কারে মাইল ভাল মতে।
কেহ অস্ত্র ধরি ধন্য ধায় শূন্য পথে॥

এক হস্তে আছে কেহ আছে এক পায়।
কুণ্ডল সহিত মুণ্ড গড়াগড়ি যায়॥
চাপানের চপটে বারাল কারো আঁত।
চড়ে চক্ষু উড়ি দিল কার পড়ে দাঁত॥
অশ্ব গজ রথ পত্তি পরস্পর নড়ে।
একের উপরে আর ঢলে গেল পড়ে॥
রুদ্র-অবতার বীরভদ্র মহাবল।
সমরে সংহার করে চতুরঙ্গ দল॥
দক্ষসেনা হৈলা যেন তৃণ দারুময়।
ভস্মরাশি কৈল বীরভদ্র ধনঞ্জয়॥
অভিচার সংহার করিয়া যথোচিত।
দড়বড় দক্ষের সাক্ষাতে উপস্থিত॥
চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৪॥

দক্ষযজ্ঞ নাশ।

থর থর কাঁপে দক্ষ রক্ষ রক্ষ কয়।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ভয়॥
বীরভদ্র বলে বেটা বড় অব্রাহ্মণ।
নিরঞ্জন নিন্দা কর এখন কেমন॥
দুষ্কৃতি দেখিয়া সে দুহিতা মৈল তোর।
শুকাল সতীর শোকে সদাশিব মোর॥
ইহা কয়ে সেই কোপে দেই পাকনাড়া।
উত্তরীয় বসনে বান্ধিল পিছুমোড়া॥

বধে নাই ব্রাহ্মণ বলিয়া বাসে ডর।
অভিশাপ নন্দির ভাবিল তার পর॥
সংসারে দেখাতে শিব-নিন্দুকের ফল।
কাটিয়া দক্ষের মাথা হাসে খলখল॥
ফেলাইয়া পাবকে প্রস্রাব কৈল তায়।
মূত্র ভরি যজ্ঞকুণ্ড উথলিয়া যায়॥
শুনিয়া সকল লোক সাবধান করে।
শিবহীন যজ্ঞ হলে এই ফল ধরে॥
গোষা করি পূষাকে স্রুবের মারে বাড়ি।
চড়ায়ে উড়াল দাঁত উপাড়িল দাড়ি॥
সদস্যেরে বান্ধি মারে করে বাড় বাড়।
আহা আহা উহু উহু মরি মরি ছাড়॥
কেহ ডরে স্তব করে শুনি বীর হাসে।
মলয়জ মাখিল মনের আভলাষে॥
গলাভরি গভ্যামালা গাময় চন্দন।
সংহারিল যা ছিল যজ্ঞের আয়োজন॥
শিব-লোক লাগাইয়া লুটিল ভাণ্ডার।
ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া করিল চুরমার॥
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করি শঙ্করের দাস।
সেনাগণ সঙ্গে রঙ্গে গেলেন কৈলাস।
নানাবিধ বাদ্য বাজে সুমধুর ধ্বনি।
ঢাক ঢোল কাঁশড় দগড় বীণা বেণী॥
বীরভদ্র বিশ্বনাথে করিয়া বন্দন।
করপুটে কহিল সকল বিবরণ॥

শুনি সুখে শিব তাকে দিলা আলিঙ্গন।
নানা ধনে সেনাগণে কৈল বিসর্জ্জন॥
আপনে সতীর শোকে হইয়া বিকল।
শঙ্কর বৈরাগ্যে যান ছাড়িয়া সকল॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৫ ॥

দক্ষের ছাগমুণ্ড।

পড়িয়া রহিল পুরী রূপার কৈলাস।
শুন্য হৈল শিবলোক সকল নৈরাশ॥
সতীর শরীর শিব বান্ধিয়া গলায়।
সতী জাগ সতী জাগ ডাকিয়া বেড়ায়॥
বনিতা-বিরহে বিশ্বনাথ দিগম্বর।
বাতুলের মত বুল্যাবুলে নিরন্তর॥
নাহি দেখে চক্ষে কিছু কানে নাহি শুনে।
বলে নাঞী বাক্য কিছু সতী সতী বিনে॥
ভূতনাথ ভক্ষণ করিয়া পরিত্যাগ।
সদাই সতীরে স্মরে করে অনুরাগ॥
সেই বপু লয়্যা বিভু ভ্রমিল ভারত।
অঙ্গ ভঙ্গ হয়ে হৈল পীঠ পঞ্চাশৎ॥
ঝড়ে মাংস পড়ে হাড় ছাড়ে নাই শূলী।
মালা গেঁথে গলায় পরিল হাড় গুলি॥
চিতাভস্ম গায়ে মাখি করিলা সন্ন্যাস।
সতী সঙরিয়া কৈল শ্মশানে নিবাস॥

অচল হইয়া ভাবে অচল নন্দিনী।
দক্ষ হেতু দেবগণ যজে শূলপাণী॥
আশুতোষ পরিতোষ পেয়ে দিল বর।
ছাগ-মুণ্ড যুড়ি দক্ষে রক্ষ অতঃপর॥
সুরগণ শুনে কন তাতে নাহি কায।
প্রজাপতি ছাগমুখ হবে বড় লাজ॥
ঈশ্বর বলেন ইহা নাঞী হলে নয়।
সেবক শাপিল সে কি অন্য মত হয়॥
যে মুখের কথায় সতীর গেল দেহ।
সে মুখ দেখিতে সাধ করো নাই কেহ॥
ঈশ্বরাজ্ঞা ভারি হৈল কৈল সেইরূপ।
জীল দক্ষ কর্ম্মদোষে হৈল ছাগ মুখ॥
ত্রিলোচন তপস্যায় রহিলেন এতা।
অতঃপর শুন পার্ব্বতীর জন্ম কথা॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৬॥

ইতি দ্বিতীয় দিবসীয় নিশাপালা সমাপ্ত।

তৃতীয় দিবসীয় দিবাপালা আরম্ভ।

হিমালয়ে গৌরীর জন্ম।

উত্তরে করিয়া স্থিতি, আছেন নগাধিপতি,
হিমালয় দেবাত্মা প্রচণ্ড।
পয়োনিধি পূর্ব্বাপরে, বিভাগ করিল তারে,
যেন পৃথিবীর মানদণ্ড॥
সুমেরু থাকিতে উচ্চ, যাহারে করিয়া বৎস্য,
প্রথু করে পৃথিবী দোহন।
সর্ব্বশৈল হয়ে জড়, ব্যাপার করিল বড়,
হৈল রত্ন মহৌষধিগণ॥
অনন্ত রত্নের প্রভু, কোন দোষ নাই কভু,
সবে মাত্র হিমের আলয়।
এক দোষ গুণরাশি, নাশে নাহি যেন শশী,
শশে ভাসে শোভা সমুচ্চয়ে॥
দক্ষে বাম হৈতে ধাতা, যার ঘরে জগন্মাতা,
সবে দেখে জন্মিলেন শিবা।
তার ভাগ্য ত্রিভুবনে, তুলনা কাহার সনে,
কহিব তাহার যশ কিবা॥
মেনকা তাঁহার জায়া, সুমতি সুন্দর কায়া,
তপস্যা তাহার কব কি।
যাহার জঠরে সর্ব্বে, সে ধনি যাহার গর্ব্বে,
জগত জননী হৈলা ঝি॥
শুভক্ষণে এক ধন্যা, পরমা সুন্দরী কন্যা
গিরিরাজ গৃহে অবতার।

সুরনর নাগলোক, ঘুচিল সবার শোক,
ত্রিভুবনে জয় জয়কার ॥
আনন্দ দুন্দুভি বাজে, স্বর্গ বিদ্যাধরী নাচে
পুণ্যগন্ধ বহেন পবন।
অবতীর্ণা গিরিসুতা, অবনি মঙ্গলযুতা
ইন্দ্রকরে পুষ্প বরিষণ ॥
দেখিয়া কন্যার মূর্ত্তি, হিমালয় কৃতকীর্ত্তি
আপনা জানিয়া করে দান।
লোচনে প্রেমের ধারা, কহে কেহো মোর পারা,
ত্রিভুবনে নাই ভাগ্যবান ॥
লইয়া বান্ধবকুলে, গীত বাদ্য কোলাহলে
করিল লৌকিক মহোৎসব।
শ্রবণে কলুষ হরে, কর্ণের সাকন্য করে
দ্বিজ রামেশ্বর মুখরব ॥ ১৭ ॥

গৌরীর বাল্যলীলা।

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শশধর।
শোভা করে কলান্তরে যেন জ্যোস্নান্তর ॥
পর্ব্বত পুণ্যাহ পেয়ে পাঁচ মাস কালে।
কর্ণবেধ কন্যার করিল কুতূহলে ॥
পুষ্যায় পরমানন্দে পরিপাটি করি।
সাত মাসে শিশুকে ওদন দিলা গিরি ॥
গৌরী নাম রাখিল গিরীন্দ্র গুণবান।
গুণকর্ম্ম ভেদে হৈল অনন্ত আখ্যান ॥

কিশোরী কালেতে কত কান্তি কলেবর ।
উপমা করিতে কিছু নাহি চরাচর ॥
যেখানে যা সাজে যত ভাঙ্গিয়া ভাণ্ডার ।
গিরীন্দ্র গৌরীর গায়ে দিল অলঙ্কার ॥
পায় দিল পাতা মল পাসুলির পাঁতি ।
মহামণি মুকুতা মণ্ডিত নানা ভাতি ॥
গুল্‌ফের উপরেতে শোভিল গোটামল ।
দগ্ দগ্ করে দুটী চরণ কমল ॥
কটিদেশে কিঙ্কিণী করিছে কলরব ।
ঘাঘরের উপরে ঘণ্টার ঘটা সব ॥
বিচিত্র কাঁচলি বান্ধা বুকের উপর ।
উড়ুগণ আলো করি আছে নিরন্তর ॥
কণ্ঠদেশে করে শোভা কত রত্ন হার ।
মুনির মোহন মালা মূল্য নাহি যার ॥
সুবলিত ভুজে সাজে সুবর্ণের চুড়ি ।
সূর্য্য রহিলেন যেন সৌদামিনী বেড়ি ।
রজতের কঙ্কণ রহিল তার কোলে ।
হাটক জড়িত হীরা দপ্ দপ্ জ্বলে ॥
আগে সাজে পঁউছি পশ্চাতে বাজু বন্ধ ।
দিল ঝাঁপা পাটথোপা দেখিতে সুছন্দ ॥
সকল অঙ্গুলিগুলি অঙ্গুরী-ভূষিত ।
মরকত চুণী মণি মাণিক সহিত ॥
দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সাজে দর্পণের ছাব ।
রবি শশী উভয় করেছে আবির্ভাব ॥

বাহুমূলে তাড় সাজে বিরাজে পদ্মিনী ।
বিচিত্র কুণ্ডল কাণে বিশ্ববিমোহিনী ॥
সুন্দর কপালে সাজে সিন্দূরের বিন্দু ।
তার সনে তারাগণে আগুলিল ইন্দু ॥
কজ্জলে উজ্জ্বল করি কুরঙ্গ লোচন ।
অপাঙ্গে অনঙ্গ বাণ করে বরিষণ ॥
সুকুঞ্চিত কেশের সুন্দর করি বেণী ।
দীপ্তি করে উপরে দীপিকা চূড়ামণি ॥
হেম ঝাঁপা পাটথোপা দিল পৃষ্ঠ দেশে ।
বরিষে আনন্দ সিন্ধু মন্দ মন্দ হাসে ॥
দশনে বিজলি খেলে চলে গজগতি ।
মোহন করিতে চান মহেশের মতি ॥
বিচিত্র দুকূল মাঝে সাজে হেম গুণ ।
যাঁর গুণে পাগল আপনি তমোগুণ ॥
এই বেশে বিমলা বাপের ঘরে খেলে ।
এক দিবসের রঙ্গ শুন বিল্ব মূলে ॥
চতুষ্পথে চঞ্চলা চপলা ছেলে সাথে ।
যেন ব্রজবালক বেড়িল ব্রজনাথে ॥
সবার সমান বেশ সবে শিশু মতি ।
বিরাজে তাহার মাঝে প্রবীণা পার্ব্বতী ॥
যারে যা বলেন তারা করে সেই কর্ম্ম ।
এক দিন দেখাইলা সংসারের ধর্ম্ম ॥
ধূলার পগার দিল ধূলার প্রাচীর ।
ধূলার ভক্ষণ দ্রব্য ধূলার মন্দির ॥

ভাঁণ্ড টাটী বাটা বাটী পরিপূর্ণ ঘর।
রান্ধা বাড়া খাবা দিবা করে নিরন্তর॥
অগস্থতা-আজ্ঞার বাহির কেহ নয়।
যশোমতী যারে যা বলেন সেই হয়॥
পর্ব্বত রাজার পুত্রী পাঁচ লোকে মানে।
ভাল মন্দ সবার বিচার তাঁর স্থানে॥
তাঁরে যে না মানে তারে আনে কাণে ধরি।
বিপাকে বান্ধিয়া রাখে ব্যতিব্যস্ত করি॥
বেটা বেটী মাটির করিয়া মনোহর।
বিবাহ নির্ব্বন্ধ ভাল ভণে রামেশ্বর॥ ১৮॥

গৌরীর লীলাবিবাহ-দান।

লক্ষ্মী নামা কন্যা যার বসি তার ঘরে।
নারায়ণ পুত্র যার ডাকাইলা তারে॥
হৈমবতী বলে হ্যাদে নারাণের মা।
নারাণ বেটার বিভা কোথা দিলি বা॥
হয় নাহি হৈমবতী আসে কত ঠাঁই।
উমা বলে এত দিন আমি জানি নাই॥
আইবড় এত বড় বেটা হৈল ঘরে।
কেমন করিয়া দেখে পেটে ভাত জরে॥
ধীর বটে বেটা তাই আছে স্থির হয়ে।
পাপী হৈলে পলাইত পর বধূ লয়ে॥
ছল ছল আঁখি ছকি ছাওয়ালের বাদে।
গৌরী বিনা গতি নাহি গড় করি সাধে॥

পড়িয়া রহিল পার্ব্বতীর পদ তলে।
কাতরে করুণাময়ী কৃপা করি বলে॥
আজি তোর বেটার বিবাহ দিব আমি।
সকল সখিরে শীঘ্র ডেকে আন তুমি॥
ঘটা করি আপনি ঘটক-চূড়ামণি।
নারায়ণে বিভা দিলা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
বর যাত্র কন্যা যাত্র বসাইলা থরে।
আপনি অভয়া অন্ন বিতরণ করে॥
সবাকার সমুখে পাতিয়া কচুপাত।
ধরণীর ধূলা তাতে ঢালি দিলা ভাত॥
শাক দিলা শাকম্ভরী শজিনার পাতা।
সূপ দিলা তপ্ত বালি ত্রিভুবন-মাতা॥
বড়ি ভাজা বিতরণ বদরীর বীজ।
কলা মূলা ভেজে দিল কাটা কাঁটাসিজ॥
পুঠী মৎস্য ভাজা দিল ভাল খোলাকুচি।
সফরীতে সবার সুন্দর হৈল রুচি॥
বৃহৎ ঘুটিঙ্গ্ দিল রোহিতের মুড়া।
তেন্তুলি আম্বল দিল ঢেমনের চূড়া॥
পুখুরের পঙ্ক আনি দধি দিল ঢেলে।
স্পর্শ মাত্র করি মুখে সব দিল ফেলে॥
বড় খেয়ে বাম হস্ত বুলাইলা পেটে।
অগস্তের নাম করি আঁটু ধরি উঠে॥
পার্ব্বতীর পাক প্রশংসিলা সব ছেল্যা।
মিছা মিছা খেয়ে মিছা মিছা আঁচাইলা॥

পিপুলের পত্র আনি পর্ণ দিলা পিছু।
পূর্ণ হল পেট আর বাকি নাই কিছু॥
দিবসে রজনী ভাবে নিন্দাইল সবে।
তখনি প্রভাত কৈল কাক-মত রবে॥
বর কন্যা বিদায়ের বিধি তার পর।
বিশ্ববিভাবিনী খেলে বলে রামেশ্বর॥ ১৯॥

লীলাবিবাহে বরকন্যা বিদায়।

বর কন্যা দুঁহে কৈল দোলা আরোহণ।
কাঁন্দিয়া কন্যার মাতা কৈল সমর্পণ॥
জামাতার হস্ত তুলি দিল নিজ মাথে।
শাশুড়ীর কথা হৈল জামাতার সাথে॥
কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি।
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি॥
আঁঠু ঢাঁকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত।
প্রীতি করো যেমন জানকী রঘুনাথ॥
ধরিয়া কন্যার গলা গদ গদ স্বরে।
বিরহে বলিল বাছা এসো গিয়া ঘরে॥
চাঁদ মুখে চুম্বন করিয়া তার পর।
চক্ষে জল দিয়া কান্দে করি কলস্বর॥
কহে আরে কার বাছা কেবা লয়ে যায়।
পার্ব্বতী প্রবোধ করি কহেন সবায়॥
কার বাছা কেবা মিছা সংসার এমনি।
মিছা মোহে মজ কেন ভজ শূলপাণী॥

বিহানে বিহানে করি প্রেম আলিঙ্গন।
মনে রাখ বলিয়া করিল বিসর্জ্জন॥
এইরূপে রঙ্গিণী রচিয়া কন্যা বরে।
ক্ষিতিধর-সুতা ক্ষেমঙ্করী খেলা করে॥
চাঁদের বিবাহ দিল রোহিণীর সাথে।
দিল রাধা গোবিন্দে জানকী রঘুনাথে॥
ব্রহ্মারে সাবিত্রী দিল দুর্গা দিল হরে।
দময়ন্তী দিল নলে শচী পুরন্দরে॥
রেবতীরে বিবাহ করিল বলরাম।
রুক্মিণী রূপসী পাইল নবঘন-শ্যাম॥
কোথাও সম্বন্ধ কেহ বিভা করে যায়।
কেহ ঘরে কন্যা বরে করেন বিদায়॥
কার ঘরে বধূ আসে কার ঘরে বেটী।
কোথাও মেলানি ভার করে বাঁটাবাঁটি॥
এইরূপে অভয়া অশেষ খেলা খেলে।
রামেশ্বর অতঃপর বিবধিয়া বলে॥ ২০॥

গৌরীর বিবাহ-বিবরণ।

খেলে লুকলুকানি আপনি হয়ে বুড়ী।
এক চোর সবাকারে করে তাড়াতাড়ি॥
লুকাইলে খেদি খুজি ধরে সব ঠাঁই।
বুড়ীকে না ছুঁলে কার পরিত্রাণ নাই॥
যাবৎ বুড়ীর পদ স্পর্শ নাহি করে।
পুনঃ পুনঃ ধেয়ে ধেপে পুনঃ পুনঃ ধরে॥

চক্ষু চেপে ছেড়ে দিলে পড়ে যায় ভঙ্গ।
খল খল হাসে বুড়ী বসে দেখে রঙ্গ ॥
খেলে দশ পঁচিশ ছ কড়া লয়ে কড়ি।
দান ধর্ম্ম বুঝি দান ফেলে রড়ারড়ি ॥
সাতঘরী সুন্দরী সুন্দর খেলা করে।
বুড়ি বুড়ি কড়ি কত কড়া দিয়া হরে ॥
খেলি ফুল ঘুটিং পুখুর দেই গায়।
বেমা গাছে ঝুঁটি বেঁধে গড়াগড়ি যায় ॥
আঁটুল বাঁটুল খেলে পসারিয়া পা।
আর লীলা খেলা যত কত কব তা ॥
প্রকাশ পাইল পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার।
সকল ছাড়িয়া শিব-সেবা কৈল সার ॥
চন্দনে চর্চ্চিত করি শ্রীফলের দল।
প্রাণনাথে পূজা করে চক্ষে ঝরে জল ॥
নানা উপহার দিয়া করে দণ্ডবত।
পূর্ণ কর প্রভু পার্ব্বতীর মনোরথ ॥
রূপগুণ দেখিয়া ভাবেন মাতা পিতা।
কুলে শীলে কন্যা-যোগ্য বর পাব কোথা ॥
ত্রিভুবন ভাবে নগ নির্ব্বাচিতে নারে।
আসিয়া নারদ উপদেশ দিলা তারে ॥
বিষ্ণুর বল্লভা রমা রত্নাকরে ছিলা।
মহোদধি মাধবে অর্পণ করে দিলা ॥
জনকের ঘরে যেন রাঘবের সীতা।
তেমতি তোমার ঘরে হরের বনিতা ॥

সুমতি হইয়া সুতা শিবে দেহ দান।
মুক্ত হবে মনে কিছু নাহি মেনো আন॥
তোমার দুহিতা হবে হর-অর্দ্ধ তনু।
ত্রিভুবনে ভাগ্যবান নাহি তোমা বিনু॥
নগেন্দ্র আনন্দ হৈল নারদের বোলে।
পুলকিত পর্ব্বত প্লাবিত প্রেমজলে॥
গদ গদ স্বরে হরে করে অঙ্গীকার।
কহে রামেশ্বর কথা হৈল সারোদ্ধার॥ ২১॥

বিবাহ সম্বন্ধ।

ঘটা করি ঘটকে পূজিল গিরিরাজ।
এসে যেয়ে আপনি সম্পূর্ণ কর কাজ॥
অচলের কথা কভু চলিবার নয়।
পূর্ব্বের সবিতা যদি পশ্চিমে উদয়॥
ইহা জানি আপনি থাকিবে অনুকূল।
নারদ বলেন শুন ভবিতব্য মূল॥
বিবাহ জনম মৃত্যু বশ কার নয়।
যাহা হৈতে যখন যেখানে যেই হয়॥
তথাপি তাহাতে সুচেষ্টিত আছি আমি।
কন্যার মায়ের সাথে কথা কহ তুমি॥
বর দেখে দেই দোষ ঘটকের ঘাড়ে।
পুরন্ধ্রীর প্রগল্‌ভতা বিবাহেতে বাড়ে॥
নারদের কথা শুনি হিমালয় হাসে।
মুনিকে লইয়া গেল মেনকার পাশে॥

দেবঋষি দেখিয়া মেনকা উল্লসিত।
প্রণামিয়া পদ্মিনী পূজিল যথোচিত॥
বসাইয়া বরাসনে বিধুমুখী কয়।
আজি হতে গিরীন্দ্রের গৃহে শুভোদয়॥
নারদ বলেন শুভ উপক্রম হৈল।
শিবের শাশুড়ি হতে পারিবেতো বল॥
হিমালয় হরে বিভা দিতে চান ঝি।
তুমি বল তবে আমি তাতে মন দি॥
ঋষির বচনে রাণী রাজাপানে চায়।
হিমালয় কহে বিলক্ষণ দেহ সায়॥
শশীমুখী ভাষে সেই শিব নাম কেবা।
হিমালয় কয় নিত্য যাঁর কর সেবা॥
রাণী বলে কি বল সে শিবে দিবে ঝি।
তবে আর এ কথার জিজ্ঞাসিবা কি॥
নারদ বলেন কথা কই অতঃপর।
দুই এক দিবসে দুয়ারে দেখো বর॥
দেবগণ তাহাতে হবেন অনুকূল।
হিমালয় কয় তুমি সকলের মূল॥
ঘটক বিদায় হয়ে কয় শিব স্থানে।
অতঃপর আপনি এখানে আর কেনে॥
জাহ্নবীর তীর পুণ্যভূমি হিমালয়।
সেখানে সমাধি হলে শুভ কর্ম্ম হয়॥
নবেদন করিয়া নারদ গেল চল্যা।
রামেশ্বর রচে হর হিমালয়ে আইলা॥ ২২॥

হিমালয় গৃহে শিবের গমন।

স্নান করি গঙ্গায় গিরীন্দ্র গৃহ যেতে।
পথিমধ্যে হৈলা দেখা মহেশের সাথে॥
প্রণমিলা পর্ব্বত প্রভুর পদদ্বন্দ্ব।
রতন পাইয়া যেন রঙ্কের আনন্দ॥
চরণে ধরিয়া বলে চল চল শূলী।
পুরী হোক্ পবিত্র পড়ুক্ পদধূলি॥
যত্ন করে যোগীরে যোগিয়া ভাবে মনে।
হৈমবতী হরে দেখা হবে শুভক্ষণে॥
চটপট চন্দ্রচূড় চলে তার ঘরে।
গঙ্গাধরে গিরিরাজ গোড়াইতে নারে॥
প্রবেশ করিয়া পুরী চারি পানে চান।
নবদুর্গা কোথা দেখা দিয়া রাখ প্রাণ॥
সতী সতী বলিয়া শিঙ্গায় দিল ফুঁক।
শুনে হৈল পার্ব্বতীর পাঁচ হাত বুক॥
মেনকার মনে যাগে মুনীন্দ্রের ভাষ।
সম্ভ্রমে সম্বাদ শুনি হৈল এক পাশ॥
হিমালয় হরে দিয়া রত্ন-সিংহাসন।
অভয় চরণে করে আত্ম-সমর্পণ॥
প্রাণপণে পূজিয়া প্রভুর পাদপদ্ম।
পুনঃ পুনঃ বলে আজি শুদ্ধ হৈল সদ্ম॥
জন্ম হৈল সার্থক সন্তাপ গেল দূরে।
দয়া করি দিন কত থাক মোর পুরে॥

সেবা করি সংসার-সাগরে হই পার।
পুটাঞ্জলি পর্ব্বত বলিছে বারম্বার॥
পার্ব্বতী তোমার পূজা প্রতি দিন করে।
সিদ্ধ হোক্ সাধ তাঁর সাক্ষাত শঙ্করে॥
দাসী হয়ে দিবেন পূজার উপহার।
হর বলে হোক্ তাঁরে দেখি একবার॥
তপস্বীর তনয়া তপের তত্ত্ব জানে।
তথাপি যে যেমন দেখিলে মন মানে॥
হর্ষ হয়ে হিমালয় গিয়া দড় বড়।
গৌরী আনি গঙ্গাধরে করাইল গড়॥
তৃপ্ত হয়ে ত্রিলোচন কন পঞ্চমুখে।
জন্ম আয়তি হয়ে জীয়া থাক সুখে॥
হর্ষ হয়ে হরগৌরী দেখে পরস্পর।
প্রকাশে আনন্দ সিন্ধু ভাসে রামেশ্বর॥ ২৩॥

মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ ও কামদেব ভস্ম।

তৃপ্ত হয়ে ত্রিলোচন, তপস্যায় দিল মন,
পরিচর্য্যা করেন পার্ব্বতী।
হিমালয় উপবনে, ভাগীরথী সন্নিধানে,
সুরম্যে সুন্দর কৈল স্থিতি॥
হেথা দেবাসুরে মহারণ।
গৃহশূন্য হৈতে হর, গৃহে স্থিতি নাহি কার,
তারকে তাপিত ত্রিভুবন॥

দক্ষ বেনে মর্য্যা জীল, অমরে অশক্য হৈল,
অহর্নিশি পড়ে মহামার।
স্থান-ভ্রষ্ট হয়ে সবে, ব্রহ্মার শরণ লভে,
বলে রক্ষা কর এইবার ॥
মনেতে ভাবিল ধাতা, অদ্যাবধি জগন্মাতা,
জগৎপিতা না হল মিলন।
ভিন্নভাবে দুই জনে, রহিলেন তপোবনে,
দেবতার দুঃখ তে কারণ ॥
তারক অন্যের বধ্য নয়।
শিব বিভা হৈলে তথি, গৌরীপুত্র সেনাপতি,
তিঁহো তারে বধিবে নিশ্চয় ॥
শুনিয়া এ সব কথা, শক্র হৈল হেট মাথা,
বিধাতা বলেন চিন্তা কি।
মুচুকুন্দে রাখি রণে, বিবা দেহ ত্রিলোচনে,
অচল অর্পিয়া দিবে ঝি ॥
শুনি ইন্দ্র মহানন্দে, ভার দিল মুচুকুন্দে,
রণে রাজা রহে যেন রাম।
গড় করি গজকেতু, হর তপোভঙ্গ হেতু,
সত্বরে বিদায় হৈল কাম ॥
মদন মোহিতে হরে, ফুলধনু লয়ে করে,
মারে পঞ্চাননে পঞ্চবাণ।
উগ্রতপ হৈল ভঙ্গ, ভস্ম অনঙ্গের অঙ্গ,
হরকোপানলে গেল প্রাণ ॥

পার্ব্বতী পাইয়া ভর, প্রবেশিলা বাপ ঘর,
স্থানান্তরে স্থাণু কৈল স্থিতি।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে, ভস্মভর্ত্তা লয়ে কোলে,
কামের কামিনী কান্দে রতি॥ ২৪॥

রতির রোদন।

কান্দে রতি কপালে করিয়া করাঘাত।
হরকোপানলে হত্যা হৈলে প্রাণনাথ॥
কান্ত কান্ত করিয়া কান্দিছে কলস্বরে।
ডুকুরে ডাহুকি যেন ডাহুকের তরে॥
ধৈরয না ধরে ধনী ধরণী লোটায়।
ধরিয়া ধবের গলা গড়াগড়ি যায়॥
হা নাথ রমণশ্রেষ্ঠ রাজীবলোচন।
রতিরে রাখিয়া গেলে রসের মদন॥
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ কোনখানে আছ।
আমি মরি তোমার বদলে তুমি বাঁচ॥
হরকোপানলে ভস্ম হৈল বরতনু।
ধরণীতে ধূলায় লোটায় ফুলধনু॥
হাস্য লাস্য সে কটাক্ষ কোথা গেল হায়।
ভাবিতে রতির বুক বিদরিয়া যায়॥
দারুণ দৈবের দণ্ড দুঃখ কব কাকে।
যৌবন জীবন গেল জম্ভারির পাকে।
ইন্দ্র দিল আরতি রতিরে হৈল কাল।
বিরহে বিদরে বুক স্মরি শরজাল॥

অভাগীরে আর কেবা আদরিবে অন্য।
সোহাগ সম্মান সুখ সব হৈল শূন্য॥
কি করি কাটিব কাল কার মুখ চেয়ে।
কি করিব কোথা যাব কান্ত দেহ কয়ে॥
পদ্মহীন সরো যেন শশীহীন নিশি।
স্বামীবিনা সীমন্তিনী সেইরূপ বাসি॥
প্রবেশিব পাবকে প্রভুর পদ লাভে।
কুণ্ড জ্বাল কুণ্ড জ্বাল হরি বল সবে॥
আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া শিয়রে বসে সতী।
ইন্দ্র আদি অমর আমার কর গতি॥
সস্ত্রীক সকল সুর শোকাতুর হয়ে।
চক্ষে ধারা বহে রহে চাঁদমুখ চেয়ে॥
মাল্য মলয়জ দিয়া মুখে দেয় মিঠা।
দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু ক্ষীরখণ্ড পিঠা॥
সিন্দূর কজ্জল দিল বসন ভূষণ।
কত জন করে পাখা চামর ব্যজন॥
কত নারী গলে ধরি মরি মরি বলে।
কর্পূর তাম্বূল তার মুখে দেয় তুলে॥
বাদ্য গীত হুলাহুলি করি জয় জয়।
নত হয়ে সতীর আশীষ সবে লয়॥
স্নান দান তর্পণ করেন গঙ্গাজলে
চিকুরে চিরুণী দিল সিন্দূর কপালে॥
সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া গিয়া চড়ে চতুর্দ্দোলে।
বাসবের বুক বিদরিল সেই কালে॥

সরস্বতী সাজিল সতীরে দিতে জ্ঞান।
রামেশ্বর কয় রতি হয় পরিত্রাণ॥

রতির প্রতি সরস্বতীর আশ্বাস।

হাতে ধরি হাস্য করি হরিপ্রিয়া কন।
রহ রতি পাবে পতি যাবে কেন ধন॥
জ্বালাবার যোগ্য সে যৌবন তোর নয়।
দিবঁ উপদেশ দেহ দেখে দয়া হয়॥
অন্য সতী পুড়ি পতি পায় পতিলোকে।
এই দেহে সেই পতি শিব দিবে তোকে॥
কাম ত কৃষ্ণাংশ কপর্দ্দীর কোপে জ্বল্যা।
যদুকুলে রুক্মিণী-জঠরে জন্ম হৈলা॥
সেই শিশু সর্ব্ব কাল সম্বরের অরি।
কয়ে দিবে নারদ কুমার হবে চুরী॥
অকস্মাৎ সূতি-শালে শিশু হৈলে হারা।
কান্দিবে রুক্মিণী ধনী কুররীর পারা॥
সমুদ্রে সম্বর শিশু ফেলিবেন হটে।
রহিবেন রতি-নাথ রাঘবের পেটে॥
ধীবর সে মৎস্য ধরে ভেটিবে সম্বরে।
মায়াবতী হয়ে রতি রহ তার ঘরে॥
রহিবে অধ্যক্ষ হয়ে রন্ধনের শালে।
পাবে পতি প্রাচীন পাঠীন কাটা গেলে॥
লুকায়ে রাখিবে তারে রন্ধনের শালে।
যদুনাথ যৌবন পাবেন অল্প কালে॥

বাড়াবেন বনিতা-বিভ্রম অতিশয় ।
তথাপি তোমার মনে না হবে প্রত্যয় ॥
দৈত্য গৃহে দেবঋষি দিবে পরিচয় ।
তখন তাহারে তুমি জানিবে নিশ্চয় ॥
স্মর নাম স্মরিলে সন্তাপ হরে যায় ।
কোলে করি কামিনী কেমনে প্রাণ পায় ॥
পুত্রভাবে পতিভাব হলে তার পর ।
ক্রোধ করে তোমারে কবেন কটুত্তর ॥
তখন তাহার তত্ত্ব তারে দিবে কয়ে ।
হরিবেন অরিপ্রাণ ক্রোধবান হয়ে ॥
বলাহকে তখন বিদ্যুৎবৎ হয়ে ।
অম্বরচারিণী যাবে সম্বরারি লয়ে ॥
রুক্মিণীরে বেড়ি যথা সখীবৃন্দ বসে ।
তার পুত্রবধূ তথা উত্তরিবে এসে ॥
বাসুদেব বলিয়া সবার হবে ভ্রম ।
রুক্মিণীর বিচারে ঈষৎ তরতম ।
সে কালে সে শিশু হারা স্মরিবেন মনে ।
দেখিতে দেখিতে ক্ষীর ক্ষরিবেক স্তনে ॥
দ্রুত আসি দেব ঋষি দিবে পরিচয় ।
গোবিন্দ-মন্দিরে হবে আনন্দ উদয় ॥
এমতি শুনিয়া সতী সরস্বতী মুখে ।
মায়াবতী হয়ে রতি স্থিতি কৈল সুখে ॥
ত্রিপুরা তপস্যা করে হরের কারণ ।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাবি ত্রিলোচন ॥ ২৩

ভগবতীর তপস্যা।

সুকুমারী সুশোভনা, শশিমুখী ত্রিলোচনা,
হর লাগি হৈল তপস্বিনী।
ত্যজি মা বাপের কোল, না শুনিয়া কার বোল,
পুণ্যারণ্যে রহে একাকিনী॥
নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, ব্যাঘ্রাজিন পরিধান,
বিভূতি-ভূষণ বর তনু।
ভূষিতা রুদ্রাক্ষ মালে, অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা ভালে,
মৌনব্রত হয়ে ভাবে স্থাণু॥
যোগ শাস্ত্র অনুসারে, সকলি ত্যজিয়া দূরে,
শীর্ণ পর্ণ রহিল আহার।
তাহা ত্যাগ হৈল যবে, অপর্ণাখ্যা হয়ে তবে,
পবন ভক্ষণ কৈলা সার॥
শীতেতে আকণ্ঠ জলে, নিদাঘে পঞ্চাগ্নি জ্বালে,
বৃষ্টিকালে ভিজে অনুক্ষণ।
মুদিত করিয়া আঁখি, ঊর্দ্ধপদে ঊর্দ্ধমুখী,
ভাবে গৌরী ভবের চরণ॥
মহামন্ত্র জপে মনে, পণ করি ত্রিলোচনে,
লোচনে বয়েছে প্রেম ধারা।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর, চঞ্চল হইল হর,
চণ্ডীয়ে দেখিতে হৈল ত্বরা॥ ২৭॥

———

ভগবতীর প্রতি হিতোপদেশ।

ত্রিলোচন ত্রিকালজ্ঞ তপস্বীর বেশে।
কৃপা করি কন কথা কুমারীর পাশে॥
তোমার বালাই লয়ে মরে যাই আমি।
কহ কহ কার তরে কষ্ট পাও তুমি॥
জনক জননী ছাড়ি যোগিনীর বেশে।
আহা মরি এত কষ্ট এমন বয়সে॥
কিশোরীর কষ্ট দেখি কমনীয় কায়।
বুড়া বামনের বুক বিদরিয়া যায়॥
ব্যথিত ব্রাহ্মণ দেখি বিধুমুখী বলে।
বাসনা করেছি বড় ভাগ্যে যদি ফলে॥
বামন হইয়া হাত বাড়ায়েছি চাঁদে।
আপনি আশীষ কর প্রাণ যদি কাঁদে॥
পশুপতি পাব পতি পুষ্ট করি পুণ্য।
কেবল কঠোর তপ করি এই জন্য॥
হি হি করি হাসিল ব্রাহ্মণ ইহা শুনি।
বাসনা করেছ বর বিদগধ জানি॥
সে শিবকে সমর্পিবে সোণা পারা দে।
হাতে তুলি বিষ খেতে বলে দিল কে॥
শিবের সংবাদ কিছু শুন নাই পারা।
বিকট বদন বড় বিপরীত ধারা॥
ভক্ষণ ভাঙ্গের গুঁড়া ভস্ম বিভূষণ।
সদাই শবের প্রায় শশ্মানে শয়ন॥

প্রেত ভূত প্রমথ পিশাচ লয়ে সঙ্গ।
গায়ের যোগিয়া গন্ধে যম দিল ভঙ্গ॥
বেড়ে সাপ গা ময় গলায় হাড় মালা।
জটায় জাহ্নবী যায় কুম্ভীরের মেলা॥
করে ব্রহ্ম-কপাল কপালে দাবানল।
মদন মরিল পুড়ে হইয়া বিকল॥
কোমলাঙ্গী কেমনে তিষ্ঠিবে তার কোলে।
জীবন্ত জ্বলিবে কেন জ্বলন্ত অনলে॥
শুনিতে সুন্দর শিব সেবিতে সুন্দর।
দেখিতে সে দারুণ দরিদ্র দিগম্বর॥
গঙ্গাকে গৌরব করে ধরেছিল শিরে।
গড় করি গেল সেহ রত্নাকর-নীরে॥
লক্ষ্মী-ছাড়া ললাটে লাগিয়া শশধর।
অর্দ্ধভাবে অপূর্ণ আছেন নিরন্তর॥
দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাই আর।
সত্ত্ব গুণ থাকিলে সকল যার যার॥
নির্গুণ নিষ্কাম বাম পথে অবস্থিতি।
কে জানে কি জাতি কার পুত্র কার নাতি॥
বুড়া কত কালের বলিতে নারে কেহ।
চলে যেতে ঢলে পড়ে অতি বৃদ্ধ দেহ॥
বড় বলি বাসনা করেছ বুড়া বরে।
ভিক্ষা মাগি খায় ভুঞ্জি ভাঙ্গ নাহি ঘরে॥
জ্বলিবে জঠরানল জীবে যত কাল।
এক মুখে পঞ্চ মুখ বড়ই জঞ্জাল॥

কি দেখে পড়েছ ভুলে ভূপতির ঝি।
মোরে বল ভাল বরে আমি এন্যা দি॥
কুমারী বলেন কিছু কম্ম্য নাঞী আর।
গড় করি গোসাঞী তোমাকে পরিহার।
বুড়ালে ব্রাহ্মণ কুলে ব্রহ্ম নাহি জান।
কহি কিছু কৃপা করি কাণপাতি শুন॥
বধির ব্রাহ্মণ বলে বড় করি বল।
বলে দ্বিজ রামেশ্বর বলিবেন ভাল॥ ২৮৫

মহাদেবের মহিমা ব্যক্ত।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
শিব নাম স্মরিলে সন্তাপ যায় দূর॥
কুশলার্থ কৃতার্থ করুণাময় নিধি।
ব্রহ্মবীজ বিশ্বনাথ বিধাতার বিধি॥
চন্দ্রচূড় বিনা চিরজীবী নহে কেহ।
কাল পেয়ে মরেন ধরেন যত দেহ॥
শুদ্ধসত্ত্ব শিব মূর্ত্তি সদানন্দময়।
ঈশ্বর অজরামর অক্ষয় অব্যয়॥
শিব ব্রহ্ম শিব ব্রহ্ম শিব ব্রহ্ম সার।
শিব সম সুখসেব্য সুরে নাহি আর॥
শিব হৈতে সকল সকলে সদাশিব।
মায়াতে মোহিত হয়ে মানে নাই জীব॥
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে যত হয় রাজা।
সবাকার সম্পদ শিবের করি পূজা॥

রাজা রাম রাবণে বধিল যার বলে।
হেলায় বান্ধিল সেতু সমুদ্রের জলে॥
রামে বর দিয়া রামেশ্বর অভিধান।
তুষ্ট তূর্ণ অপূর্ণকামের পূর্ণ কাম॥
ভীষ্মক ভূপের বেটী ভক্তি করি ভবে।
ভামিনী ভবনে বসি ভগবান লভে॥
বাণে বর দিয়া বাণেশ্বর অভিধান।
লোক-গুরু কল্পতরু প্রভু ত্রিনয়ন॥
অমঙ্গলশীল কিন্তু মঙ্গলের মূল।
সেজন সুকৃতি শিব যারে অনুকূল॥
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি আছে করতল।
শুভদাতা সদাশিব সেবকবৎসল॥
যোগেন্দ্র পুরুষ জন্ম জরা কৈল জয়।
তেঁই তাঁর দাসী হতে অভিলাষ হয়॥
কুমারীর কথা শুনি কৃপাম্বুধি হাসে।
বর দিল বিস্তর মনের অভিলাষে॥
ত্বরায় তোমার পতি হোন্ ত্রিলোচন।
নাথকে অর্পণ কর নবীন যৌবন॥
গৌরীর গৌরব হোক গায়ে হোক্ বল।
পশুপতি অস্তুতুল্য বাসুন কেবল॥
পঞ্চমুখে চুম্বন করুন চাঁদমুখে।
পতিপুত্রবতী হয়ে জীয়া থাক সুখে॥
গড় করি গিরিসুতা গদগদ ভাষে।
কত কালে যাব আমি কপর্দীর পাশে॥

ব্রাহ্মণ বলেন দেখা হবে দুয়ে একে
তখন ত্রিপুরা তাঁকে ত্রিলোচন দেখে
বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড় শূল সব্য হাতে।
পূর্ব্ব বেশ বিলক্ষণ জটাভার মাথে॥
হর্ষ হয়্যা হৈমবতী হৈল প্রণিপাত।
বরমাল্য দেহ গলে বলে বিশ্বনাথ॥
শীঘ্র আনে সুন্দরী সুন্দর করি মালা।
শঙ্করের গলে দিল শুভক্ষণ বেলা॥
অমর দুন্দুভি বাজে নাচে সুরগণ।
আকাশে করিলা ইন্দ্র পুষ্প বরিষণ॥
হেনকালে হৈমবতী হরে কহে এই।
দশ-বাপী-সমা কন্যা যদি পাত্রে দেই॥
তুমি বর আমি কন্যা সম্প্রদাতা গিরি।
আসিবেন বরযাত্র ইন্দ্র আদি করি॥
আনন্দ হইয়া দেখিবেন লোক সব।
হরগৌরী বিবাহ মঙ্গল মহোৎসব॥
সায় দিলা শঙ্কর শঙ্করী গেলা ঘরে।
দুই জনে দাস্ত দিয়া দ্বিজ রামেশ্বরে॥২৯॥

শিবের বরসজ্জা।

ঠাহরিয়া ঠাকুর নারদে দিলা ভার।
ব্রহ্মপুত্র নারদ করিলা অঙ্গীকার॥
বিবাহে সকল লোক দিবেক যৌতুক।
মোর কিছু নাই মাত্র করিব কৌতুক॥

সায় দিলা শঙ্কর সন্তোষ হৈলা ঋষি।
বড়াই বাড়াল্য বড় হিমালয়ে আসি॥
ভাগ্য ভাল তোমার উদ্যোগ ভাল মোর।
অপর্ণাখ্যা কন্যার পুণ্যের নাহি ওর॥
পূর্ব্ব-সভা পার্ব্বতী লভিবে নিজ নাথে।
সারা গেল সব কথা শঙ্করের সাথে॥
শৈলরাজ শুভ কায শীঘ্র লহ সারি।
বিনোদিয়া বর বসিয়াছে যাত্রা করি॥
আত্মসম অনেক করিবে আয়োজন।
বরযাত্র আসিবে বিস্তর বিচক্ষণ॥
হিমালয় কয় হর বর আন দ্রুত।
তোমার আশীষে হেথা সকল প্রস্তুত॥
নগাধিপ নারদে বিদায় করি দিয়া।
বিন্ধ্য আদি বান্ধবে আনিল আমন্ত্রিয়া॥
বাদ্য গীত বিস্তর করিয়া কোলাহল।
হর্ষযুত হৈয়া তৈল-হরিদ্রা মঙ্গল॥
প্রাণপণে পর্ব্বত প্রস্তুত হয়ে রয়।
মহামুনি গিয়া ওথা মহেশ্বরে কয়॥
নগেন্দ্র সহিত করি লগ্ন নিরূপণ।
উভয় মঙ্গাল সারি আইনু এখন॥
ত্রিভুবনে তোমার দিলাম নিমন্ত্রণ।
সবে আসে সস্ত্রীক সকল সুরগণ॥
ত্বরাপর বরকে সাজালে ভাল হয়।
বিদগধ বিনা সে অন্যের কর্ম্ম নয়॥

বর চোর দেখিতে সবার অভিলাষ।
অতএব অপূর্ব্ব সাজিবে কৃত্তিবাস॥
হর বলে তোমা হতে বিদগধ কে।
আবা থাবা করি বাবা তুঞ্চি সের‍্যা দে॥
ভব্য ঋষি ভাল সাজাইল ভূতনাথে।
মূর্ত্তি দেখি মেনকা মূর্চ্ছিত হবে যাতে॥
বসে গিয়া বিনোদিয়া বৃষের উপর।
হর বরযাত্র চলে বলে রামেশ্বর॥ ৩০॥
ইতি তৃতীয় দিবসীয় দিবাপালা সমাপ্ত।

নিশারম্ভ।

শিবের বরযাত্রা।

ত্রিদশে দুন্দুভি বাদ্য বাজয়ে রসাল।
বেণু বীণা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল॥
ঢাক ঢোল কাঁসড় দগড়া দামা ভেরী।
মঙ্গল মুরলী কত মোহন মোহরী॥
কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ গান করে তারা।
আগে আগে নৃত্য করে ইন্দ্রের অপ্সরা
ব্রহ্মা বরযাত্র দেববৃন্দের সহিত।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী লয়ে হয়ে হরষিত॥
ঐরাবতে ইন্দ্রাণী সহিত দেবরায়॥
ত্রিদশ তেত্রিশ কোটি আগে পিছে ধায়।

অষ্ট বসু নব গ্রহ দশ দিক্‌পাল।
ষোড়শ মাতৃকা চলে শিবের মিশাল॥
মার্কণ্ডেয় সাজিলেন ষষ্ঠীর সঙ্গিতে।
চেদিরাজ চলিলা চাপিয়া চিত্ররথে॥
বৃহস্পতি আদি চলে ব্রাহ্মণের ঘটা।
দিব্য বস্ত্র পরিধান ভালে ঊর্দ্ধ ফোঁটা॥
চলে কোটি যোগিনী ডাখিনীগণ লয়ে।
সর্ব্বভূত শীঘ্র আইল সমাচার পেয়ে॥
দীপ্ত করে দিগন্ত দেউটি ধরে দানা।
ভূতগুলা মারে ডেলা শুনে নাই মানা॥
খোশাল হইয়া পেতি মশাল যোগায়।
কৌতুকে কুষ্মাণ্ডগণ গড়াগড়ি যায়॥
দপ্ দপ্ দীপক জ্বলিছে ধুনা মড়া।
হাজার হাজার চলে হয়ে হাতী ঘোড়া॥
চরখি হইয়া চলে কেহো সাথে সাথে।
হাউই হইয়া অন্য ধায় শূন্যপথে॥
অনেক আতসবাজী করে যত ভূত।
শঙ্কর সাবাসি দেন বটে মোর পুত।
বরযাত্র-শব্দ শুনে স্তব্ধ হিমালয়।
আপনি অমাত্য সাথে আগে হয়ে লয়॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ৩১॥

অধিবাসাদি নান্দীমুখের বিবরণ ।

আনন্দ দুন্দুভি করি লয়ে বন্ধুগণে ।
গৌরী-অধিবাস গিরি করে শুভক্ষণে ॥
ছেয়ে ছায়ামণ্ডপ রেখেছে মণিমালে ।
দপ্ দপ্ দীপক জ্বলিছে তার কোলে ॥
বিচিত্র বিতান রত্ন বেদির উপরে ।
ব্রাহ্মণ সকলে বসি বেদধ্বনি করে ॥
অচল আচান্ত হয়ে বসে বরাসনে ।
কৃতাঞ্জলি করে নতি কৃষ্ণের চরণে ॥
প্রাণায়াম ভূত শুদ্ধি সারিয়া সকল ।
করে স্বস্তিবাচন করিয়া কোলাহল ॥
স্বর্ণঘটে করপুটে করে আবাহন ।
বেদের বিধানে পূজে বিবুধেশ্বগণ ॥
সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরে ।
পার্ব্বতী পুরট পীঠে পদ্মাসন করে ॥
মন্ত্র পড়ে মুনিগণ করি কলস্বর ।
গৌরীর গন্ধাধিবাস করে গিরিবর ॥
মহীগন্ধ শিলা ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প ফল ।
স্বস্তিক সিন্দুর ঘৃত সুশংখ কজ্জল ॥
গোরোচনা সিদ্ধার্থ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র আদি ।
চামর দর্পণ আদি দিল যথা বিধি ॥
বন্দিল প্রশস্ত পাত্র সূত্র বান্ধি করে ।
ষোড়শ-মাতৃকা পূজা কৈল তার পরে ॥

ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় পূজে দিল বসুধারা।
চেদিরাজ পূজি নান্দীমুখ কৈল সারা॥
ওথা ঈশ্বরের অধিবাস যথাবিধি।
ব্রহ্মা দিল মন্ত্র পড়ি মহীগন্ধ আদি॥
গৌরব করিয়া পূজা দিল বসুধারা।
এতদূরে কপর্দ্দীর ক্রিয়া হৈল সারা॥
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কি করিবে শূলপাণি।
পিতৃ পিতামহ আদি সকল আপনি॥
ওথা নৃত্য গীত বাদ্য করি কোলাহল।
শত এয়ো সহিত মেনকা সহে জল॥
এয়ো নাম শুনিলে আনন্দ হয় মনে।
অতএব আও করি রামেশ্বর ভণে॥ ৩২॥

এয়োগণের নাম।

এয়োর প্রধান এয়ো সংসারের সার।
আনন্দদায়িনী এয়ো মহিমা অপার॥
ভদ্রকালী ভবানী ভৈরবী ভগবতী।
ভাগ্যবতী ভানুমতী ভাগীরথী রতি॥
রামেশ্বরী রুক্মিণী রোহিণী রাধারমা।
রম্ভা তারা ত্রিপুরা তুলসী তিলোত্তমা॥
চন্দ্রমুখী চিত্রলেখা চিত্রাণী চর্চ্চিকা।
অরুন্ধতী অন্নপূর্ণা অপর্ণা অম্বিকা॥
জাহ্নবী যমুনা জয়া জানকী যশোদা।
সুলোচনা সুশোভনা সুন্দরী সারদা॥

সুভদ্রা সুমিত্রা সত্যভামা সত্যবতী।
স্বাহা স্বধা শচী সীতা শিবা সরস্বতী॥
পুণ্যবতী পার্ব্বতী পরমেশ্বরী পরা।
পদ্মমুখী পদ্মিনী পরেশী পরতরা॥
হরিপ্রিয়া হৈমবতী অদিতি অভয়া।
দনু দিতি দ্রৌপদী দেবকী দুর্গা দয়া॥
কাত্যায়নী কালী জয়াবতী কল্পলতা।
কামেশ্বরী কৃশোদরী কুন্তী কৌস্তমাতা॥
মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী।
মধুমতী মাতঙ্গী মদনা মন্দোধরী॥
বিদ্যাধরী বিশালাক্ষী বিমলা বিজয়া।
বেণু বৃন্দা গোমতী গান্ধারী গঙ্গা গয়া॥
ঈশ্বরী ইন্দ্রাণী উমা উর্ব্বশী অহল্যা।
কুমারী কল্যাণী কুব্জা কৈকেয়ী কৌশল্যা।
কুঞ্জলতা ললিতা লক্ষীর অবতার।
এয়োর প্রধান শত এয়ো কত আর॥
সুরধুনী মাধুনী ধনী চিন্তামণি চাঁপা।
সোহাগী সম্পদী পদী খুদী শোণারূপা॥
যোড় হয়ে জল সয়ে মঙ্গলিলা হাঁড়ী।
হেনকালে হইল বরের তড় বড়ি॥
বাদ্য রবে ছুটে সবে করি রাওয়া রাই।
পর্ব্বতের পুরীতে পড়িল ধাওয়া ধাই॥
বর যাত্র কন্যা যাত্র বেড়ে বসে বরে।
হেমাসনে হিমালয় বসাইল হরে॥

অচল অর্চ্চনা করে আত্মারামে পেয়ে।
পর্ব্বতের প্রেমধারা পড়ে বুক বেয়ে॥
আনন্দে বিহ্বল হয়ে রহে মহীধর।
স্ত্রী-আচারে নারদ লইয়া চলে বর॥
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বেড়িলেন বরে।
তার মাঝে মেনকা মোহিনী আগু সরে॥
দুদিকে দু দাসী লয়ে ঔষধের ডালা।
বরের নিকট রাখে বরণের থালা॥
চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥

স্ত্রী-আচার।

সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরি।
দাঁড়ালো দেবীর কাছে দিব্য শোভা করি॥
রতন প্রদীপ সব রমণীর হাতে।
বেড়িল পদ্মিনী ঘটা পার্ব্বতীর নাথে॥
বর দেখি বিস্ময় হইল সবাকার।
শাশুড়ি শুথায়ে গেল সুখ নাহি আর॥
মনে মনে বিচার করিছে বিধুমুখী।
শঙ্কর কন্যার বর কেন হেন দেখি॥
সীমন্তিনী সব দেখে স্বপনের পারা।
কাণা কাণি করে কিছু কয়নাক্তি তারা॥
শাশুড়ি বরণ করে সাবধান হয়ে।
নির্ব্বচিতে নারি কিছু কাঁদে নাহি কয়ে॥

দিব্য দধি দিয়া দুটী চরণারবিন্দে।
অঙ্গুলি হেলায় রামা অশেষ প্রবন্ধে॥
পায় হতে মস্তক মস্তক হতে পা।
প্রচুর প্রবন্ধ কৈল পার্ব্বতীর মা॥
তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠে যোথে দুই হস্তে ধরি।
নিছিয়া ফেলিল পান পরিপাটী করি॥
মাথায় মণ্ডল দিয়া জোঁথে সাত বার।
কপালে চন্দন দিয়া গলে দিল হার॥
ছামনি নাড়িয়া অভিচারে দিল মন।
একে একে আরম্ভিল ঔষধ কারণ॥
মন্ত্র পড়ে গুড় চালু বক্ষে দিতে ফেল্যা।
দপ্ দপ্ কপালে দহন উঠে জল্যা॥
চমকিয়া চন্দ্রমুখী চক্ষু বুজি রয়।
নারদ নিষেধ করে ভাল কর্ম্ম নয়॥
বিষধরে বুদ্ধি দিল বিধাতার পো।
শিরে হাত বাড়াইতে সাপে মারে ছোঁ॥
পাছাইল পদ্মমুখী পেয়ে মহাভয়।
সখী মাঝে শব্দ করি সাপ্ সাপ্ কয়॥
নারদ বলেন মামা এত রঙ্গ জান।
জন্মদাতা বেগারে পড়িল নাই কেন॥
নারদের কথা শুনি শিবে হৈল সুখ।
সম্বিদের আনন্দে শিঙ্গায় দিল ফুক॥
আই আই করি এয়ো হেসে পাক খায়।
আগুণ মেটায়ে দিল মেনকার গায়॥

দেব-ঋষি দেয়াইল ইষবের মুল।
পলায় সকল সাপ হইয়া আকুল॥
ছেড়ে ব্যাঘ্র ছাল যদি ছুটিল ভুজঙ্গ।
শাশুড়ি সম্মুখে শিব হইলা উলঙ্গ॥
নন্দা ছিল মশাল যোগায়ে দিল কাছে।
ভ্রুকুটী করিয়া ভূত চতুর্দ্দিগে নাচে॥
মহেশের কাছে থাকি মুনি মারে ঠেলা।
কান্দি ঘরে গেল রাণী আছাড়িয়া থালা॥
আই আই আয়োর উঠিল কলরোল।
জামাই মাইলো ঠেলা বলি হৈল গণ্ড গোল॥
গুর্ব্বিণী সকল গিরিরাজে গালি পেড়ে।
কলস্বরে কান্দেন কন্যার মাকে বেড়ে॥
দিগম্বর দেখি দুঃখ উঠে পুনঃ পুনঃ।
মেনকার মনস্তাপ মন দিয়া শুন॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥৩৪॥

মেনকার বিলাপ।

পা মেলে পার্ব্বতী কোলে করি বলেছি।
এমন্ বরে বিভা দিব গৌরী হেন ঝি॥
ঝি সোহাগী মাগি করে ঝিয়ের বড়াই।
চাঁদের গায় মলিন্ আছে বাছার গায় নাই॥
পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া চাঁদ মুখে।
বিরহের জ্বালায় বাছায় করে বুকে॥

আকুল হয়েছে প্রাণ উঠেছে উদ্বেগ।
চক্ষু দুটী স্রবে যেন শ্রাবণের মেঘ॥
কেবল কন্যার মোহে মোহে গেল ভরি।
মহারাণী মাথা কুড়ে মনস্তাপ করি॥
বলে যেই বাছা লয়ে দিবে এই বরে।
স্ত্রী-হত্যা দিব আজি তাহার উপরে॥
কাঁদে রাণী কেবল কন্যার মুখ চেয়ে।
বেছে বর বাপ্ এনেছে দুটী চক্ষু খেয়ে॥
ভাতারে ভৎর্সিয়া ভূতনাথে গালি পাড়ে।
বর দেখে দেই দোষ ঘটকের ঘাড়ে॥
আই মা গো একি লাজ হায় হায় হায়।
বর্ব্বর বেদ্যের বুড়া বেটী দিব তায়॥
আইবড় বাছা মোর বেঁচে থাকু ঘরে।
মোর বিভার দায় নাই আচাভূয়া বরে॥
বদনে রদন পড়ে মিঞ্জি মিঞ্জি আঁখি।
এমন বিপাক্যা বর বয়সে নাঞি দেখি॥
সর্ব্ব অঙ্গে কিলি কিলি করে কাল সাপ।
তাকে বেটী দিতে চায় নিদারুণ বাপ্॥
নিন্দা করে নগেন্দ্রে নারদে দেয় শাপ।
গৌরীকে বান্ধিয়া গলে জলে দিব ঝাঁপ॥
আজি বেনে কেবল মেনকা মরে জীল।
পরমায়ু থাকিতে পরাণ গিয়াছিল॥
গুড় চাউলি ফেলে দিতে আগুন্ উঠে তায়।
মনীর পুতুলী বাছা দেখে দিব তায়॥

ফণীর ফাঁপান শুনে মরেছিনু ডরে।
ধাক্কা মেরে বার করে দিতে বল বরে॥
নেঙ্‌টা হয়ে শিঙ্গা বাজায় শাশুড়ীর কাছে।
এমন পাগল নাকি ত্রিভুবনে আছে॥
আই মা একি লাজ জামাই মারে ঠেলা।
গলে দড়ি দিয়া বেটা মর এই বেলা॥
মেনকার মুখ ছুটে যত উঠে মনে।
সে সকল শেল বাজে শৈল জার কাণে।
নিদ্রা ছলে নাথের চরণে হয়ে লয়।
হয়ে শ্বেত মাছি হরে হৈমবতী কয়॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ৩৫ ॥

—:০:—

মহাদেবের মদনমোহন মূর্ত্তি ধারণ।

দয়া কর দয়াময় দণ্ডবৎ হই।
ত্রিপুরা তোমার বিনা আর কার নই॥
তবে কেন ত্রিলোচন তুমি মোরে ছাড়।
দয়া করি দুটী পায় দাসী করে এড়॥
দেহান্তরে দোষ দিয়া দক্ষ হেন বাপে।
তনু ত্যাগ করেছি তোমার এই তাপে॥
সদানন্দ সর্ব্বকাল সর্ব্বময় তুমি।
তোমার চরণে আর কি বলিব আমি॥
চর্ম্ম চক্ষে তোমারে চিনিতে নারে কেহ।
দয়া করে দয়াময় ধর দিব্য দেহ॥

শঙ্করীর একথা শুনিয়া সেই বপু।
কোটী কাম কমনীয় হৈলা কামরিপু॥
সর্প সব সাজিল সোণার অলঙ্কার।
গলে ছিল ফণী হৈল মণিময় হার॥
বিভূতি চন্দন হৈল জটাভার কেশে।
ত্রিভুবন মগ্ন হৈল মহেশের বেশে॥
শিবে দেখি শশীমুখী সুখী হয় প্রাণে।
যোগ্য বর জানাইল জননীর স্থানে॥
যশোমন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥ ৩৬॥

—:•:—

শিবরূপের প্রশংসা।

মহামায়া মায়ের চরণে ধরি কয়।
মহেশ্বর মন্দবল মনে নাহি ভয়॥
চর্ম্মচক্ষে চিনিতে নারিলে চন্দ্রচূড়।
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ পরম নিগূঢ়॥
তোমার তনয়া তপ কৈল তাঁর তরে।
মোর মা হইয়া মন্দ বল মহেশ্বরে॥
ভোলানাথ রয়েছে ভুবন আলো করে।
দেখ গিয়া দেব-দেব দুটি চক্ষু ভরে॥
দান দেহ দুহিতা দেবাদিদেব দেবে।
চতুর্দ্দশ ভুবন চরণ যাঁর সেবে॥
দেবমায়া দেখে মিছা দগ্ধ হৈলে শোকে।
আপনার অখ্যাতি আপনি থুলে লোকে॥

হায় হায় হায় হেদে হাভাতীর ঝি।
নিরঞ্জনে নিন্দ ভাল নির্ব্বাচলে কি ॥
গৌরীর সংবাদ শুনে স্তব্ধ যত মেয়ে।
মা রৈল চণ্ডিকার চাঁদমুখ চেয়ে ॥
হেন কালে হরিদাস হৈলা উপনীত।
বসিলা এয়োর মাঝে এয়োর সহিত ॥
রাণীরে রহস্য করে ঋষি হয়ে নাতি।
রুষ্ট দেখে রসান্তে এসেছি এত রাতি ॥
জামাই-ভাতারি পেলি এমন জামাই।
কড়্যা অঙ্গুলের রূপ কামদেবে নাই ॥
এই পাকে সেইকালে কয়েছিলাম আমি।
দেবমায়া দেখে মোকে দোষ দিবে তুমি ॥
এয়োর সহিত আই এসো মোর সাথে।
ভুলে যাবে এখনি দেখিলে ভোলানাথে ॥
হরাস্তিকে হাতে ধরি হরিদাস রয়।
বর দেখি বিধুমুখী মানিল বিস্ময় ॥
মহেশে দেখিয়া মোহ গেল যত মেয়ে।
চিত্রের পুতুলি যেন রহিলেন চেয়ে ॥
কত কোটি কল্প বসি কত কোটি বিধি।
রচনা করিল হেন রসময় নিধি ॥
গদ গদ হয়ে বলে গৌরী-যোগ্য বর।
যে যার জামাই নিন্দা করে অতঃপর ॥
চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৩৭ ॥

শাশুড়ীদের জামাই-নিন্দা।

ছকি বলে আরে মোর ছার কপাল ছি।
অন্ধবরে বিভা দিনু খুদি হেন ঝি॥
শুয়ে থাকে শয্যায় সুন্দরী করি কোলে।
হাবা তাকে হারাইয়া হাতাড়িয়া বুলে॥
ষোড়শী সুন্দরী নারী সে কি তাকে সাজে।
পাদ কুড়া পোক যেন পদ্মফুল মাঝে॥
চন্দ্রমুখী চাঁপা কান্দে মল্লিকার মোহে।
কুজা বার বেটি দিয়া ভিজে গেল লোহে॥
কোদণ্ডের মত সে কুণ্ডলাকৃতি কুঁজে।
পুড়া পুটনির প্রায় পড়্যা থাকে সেজে॥
ভগী বলে অভাগী নাহিক আমা বই।
কথায় উঠিল কথা অতএব কই॥
কুরণ্ড্যে জামাঞী আমি কেমনে জানিনু।
জামাঞী ভাতের দিনে ভাত দিতে ছিনু॥
হারি বেটি হিজ মেথে পীড়া দিতে যা।
কোঁকাল্য কুরণ্ড যেন কুকুরের ছা॥
ভাত ছেড়ে ভঙ্গ দিল ভোজনের কালে।
কোণে বসে কাঁদি আমি রন্ধনের শালে॥
কেমনে কুশল হয় কামিনীর কাজে।
কন্যাকে জিজ্ঞাসি কিছু কয় নাহি লাজে॥
চক্ষু চাপে চাড় করে চাড়ু বলে কি।
বন্ধ বরে বিভা দিনু বুঝি হেন ঝি

শয্যায় শিশুর প্রায় শুয়ে থাকে কোলে।
কদাচ কান্তের প্রায় কেহ নাঞি বলে ॥
মাধুনা ধনীর তরে করে মনস্তাপ।
গোদা বরে সেধে এনে বেটী দিল বাপ ॥
বারো মাস দারুণ গোদের গন্ধ ছুটে।
নাক ধরে নিকটে বসিতে আঁত উঠে ॥
তায় তৈল দিতে তনুত্যাগ হয় ঘ্রাণে।
বিষম জঞ্জালে বাছা বাঁচিবে কেমনে ॥
সোহাগী সন্তাপ করে সম্পদীর তরে।
বুড়া বরে বেটী দিয়া বুক ফেটে মরে ॥
তরুণী তাহারে বিষ বাসে নাহি ভাল।
দুহিতার দুঃখে-দেহ দগ্ধ হয়ে গেল ॥
সরস ব্যঞ্জন বিনা খায় নাই অন্ন।
একটুকি মন্দ হলে মারে মতিচ্ছন্ন ॥
মেনকার মন ভাল মনোহর বর।
আহা মরি জামাইর রূপে আলো কৈল ঘর ॥
নিরন্তর থাকি দেখি নহি সতন্তরা।
হাঁড়ির মুখের মত হয়ে গেল শরা ॥
ভাগ্যবানের বেটী ভাগ্যবানের পো।
সোণায় সোহাগা যেন মিলায়ন গো ॥
মনে মোহ পেয়ে যত মেয়ে চেয়ে রয়।
রামেশ্বর রচে হরগৌরী সমন্বয় ॥

কন্যা সম্প্রদান।

হেমাসনে হিমালয় বসাইয়া হরে।
হরষিত হয়ে হৈমবতী দান করে॥
সাধুবাদ করিয়া করিল সমর্চ্চন।
দিয়া মাল্য মলয়জ বস্ত্র আভরণ॥
পায়ে পাদ্য শিরে অর্ঘ মুখে আচমন।
মন্ত্র পড়ে দিল মহীধর বিচক্ষণ॥
কন্যা সম্প্রদান কালে কহে গিরিরায়।
পিতৃপিতামহ-পূর্ব্ব বাক্যহতে চায়॥
ভূধর ভাবিল ভূতনাথে হৈল ভার।
জন্মের অস্থিতি নাম করিবেন কার॥
বৈদিক কালের কর্ম্ম না হৈলে সে নয়।
চন্দ্রচূড়ে চিন্তা দেখি চতুর্ম্মুখ কয়॥
এককালে চতুর্ম্মুখে কয়ে দিল বিধি।
বেদকণ্ঠ উগ্রকণ্ঠ নীলকণ্ঠ আদি॥
বেদকণ্ঠ ঠাকুর প্রপিতামহ নাম।
উগ্রকণ্ঠ পিতামহ সর্ব্বগুণধাম॥
শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর পিতা পরমের পর।
নীলকণ্ঠ সংপ্রতি সাক্ষাতে বসে বর॥
ব্রহ্মার বচন শুনি বিশ্বনাথ হাসে।
রামেশ্বর রচে হর দয়া কর দাসে॥

বরকন্যার যৌতুক।

এই মত যত বিধি ব্যবহার ছিল।
আনন্দ দুন্দুভি করি শুভ কর্ম্ম হৈল॥
বামে বামদেবের বিরাজে বিধুমুখী।
তৃপ্ত হৈল ত্রিভুবন হরগৌরী দেখি॥
শিব শিবা দুঁহে শোভা পাইল পরস্পর।
লক্ষ্মী নারায়ণ যেন শচী পুরন্দর॥
পদ্মা জয়া বিজয়া দিলেন তিন দাসী।
সর্ব্ব গুণসমন্বিতা সবে রূপ রাশি॥
বৃন্দারক বৃন্দ দেখি দিলেন যৌতুক।
পর্ব্বত পূজিল সবা করিয়া কৌতুক॥
হেসে হেসে হরিদাস হিমালয়ে ভাসে।
মামাকে রাখিয়া যাব মেনকার পাশে॥
তার কাছে গিরিরাজে সাজ নাহি আর।
আমার মামাকে হৈল পর্ব্বতের ভার॥
হিমালয় কয় হয় হরিদাস ভায়া।
কৃতার্থ করুণ আমা কতকাল রয়া॥
হিমালয় কথা শুনি হরিদাস হাসে।
হরিভক্তি পুরস্কার পাইল হরপাশে॥
পার্ব্বতী সহিত প্রভু পর্ব্বতের ভাবে।
হিমালয়ে রহিলা বিদায় হৈলা সবে॥
মধুকর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজারাম সিংহ প্রতিষ্ঠিত॥৪০॥

তৃতীয় দিবসীয় নিশাপালা সমাপ্ত।

চতুর্থ দিবসীয় দিবা পালারম্ভ।

শিবের শ্বশুরালয়ে বাস ।

রসিক রসিকা সঙ্গে, রহিলেন রসরঙ্গে,
রাস রসে হইয়া বিহ্বল।
শ্বশুর পর্ব্বত রায়, স্বর্গ কত বড় দায়,
সুখময় সুধ্বনি কন্দল ॥
শ্যালক মৈনাক শৈল, মণি হেম পুরি হৈল,
জয়া পদ্মা প্রিয়া সহচরী।
পর্ব্বত রাজের কন্যা, প্রেয়সী প্রেমের ধন্যা,
পদ সেবে পরম সুন্দরী ॥
আত্মারাম সুখময়, প্রকাশিলা সুতদ্বয়,
গৌরী হতে গুহ গজানন।
জ্যেষ্ঠ হৈল মহামতি, আর পুত্র সেনাপতি,
তেঁহ কৈলা তারক নিধন ॥
সকলি আনন্দময়, সবে মাত্র এক ভয়,
শ্বশুরাল্লে সদাই ভোজন।
ঘর জামাতার ভাত, ঘোর দুঃখে বিশ্বনাথ,
ঘুচাইলা লজ্জার বসন ॥
করিয়া শ্যালক সেবা, শ্বশুরাল্লে রহে যেবা,
তাহার জীবনে শতধিক।
এই হেতু মহেশ্বর, কৈলাসে করিয়া ঘর,
নগরে মাগিয়া খায় ভিক্ ॥

পুরীতে ভৃত্যের বাস,　নৃত্য করে কৃত্তিবাস,
কামরিপু কোঁচিনীর মাঝে।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর,　কৃপা কর গৌরীহর
যশমন্ত সিংহ মহারাজে ॥৪১॥

শিবের কোঁচনী পাড়ায় প্রবেশ।

কোঁচের নগরে হর করিয়া প্রবেশ।
ধরিলা মন্মথ-অরি মন্মথের বেশ।
বৃষাসনে ঈশান বিষাণে দিলা ফুঁক।
আনন্দে গোবিন্দ গুন গান পঞ্চমুখে॥
ডিণ্ডিম ডম্বুরু বাজে কাড়ি লয় প্রাণ।
মোহে মহী মদন-মর্দ্দন মহেশান॥
সুরসাল বাজে গাল নাচে ভাল বিধু।
সিঙ্গা ডাকে দ্রুত আয় আয় কোঁচ বধু॥
আকর্ষণ হেতু মন করি করি ধ্যান।
জপে মন্ত্র যুবতী-জীবনে পড়ে টান॥
বিকল হইয়া ছুটে সকল কোঁচিনী।
শিব এল শিব এল হৈল মহা ধ্বনি॥
ধাইল কোঁচনী শুনি বিয়ান ঘোষণা।
মুকুন্দ-মুরলি-রবে যেন গোপাঙ্গনা॥
কেহ কারে নহে টুটা সবে রূপ রাশি।
ইন্দুমুখে বিন্দু ঘর্ম্ম মন্দ মন্দ হাসি॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন রঞ্জিত।
কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটী মূরছিত॥

বল্লকী-বিশেষ ভাষা নাসা তিল ফুল।
কুচকুম্ভ কদম্ব-কোরক সমতুল॥
দন্তাবলি কুন্দকলি ওষ্ঠ পক্ক বিম্ব।
ডমরু নিন্দিয়া মাঝা ডাগর নিতম্ব॥
উন্নত যৌবন যুব-জীবনের চোর।
অঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গ ঘন ঘোর॥
যার দেহ দীপ্তি দেখি উত্তাপ রবির।
অদ্যাবধি তরাসে বিদ্যুত নহে স্থির॥
মুখ বিধু দেখি বিধি বিধু করি ক্ষয়।
পুনঃ পুনঃ গঠে তবু তুল্য নাহি হয়॥
এ মতি যুবতিগণ পেয়ে চন্দ্রচূড়।
বেড়িয়া বিহার করে পরম নিগূঢ়॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র।
কেহ করতাল দেয় সবে এক তন্ত্র॥
কোঁচনী সকল হৈল কুসুম-উদ্যান।
শঙ্কর ভ্রমর তায় করে মধু পান॥
নিত্য নিত্য এই কীর্ত্তি করে কৃত্তিবাস।
দিন শেষে বৃদ্ধ বেশে ভিক্ষা অভিলাষ॥
বন্ধু সিন্ধু-সুতাপতি ভৃত্য সুরনাথ।
অষ্ট-সিদ্ধি করে আছে ঘরে নাই ভাত॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর শুনে সাধু জীব।
হিরণ্য-গর্ভের ভাই ভিক্ মাগে শিব॥

শিবের ভিক্ষায় গমন ।

ভ্রূকুটি করিয়া ভাল ভাল ভূমীতলে ।
ভবনে ভবনে ভব ভিক্ষা মেগে বুলে ॥
ভুজঙ্গ ভূষণ কক্ষে কুরঙ্গের ছাল ।
শিশু শশধর ভালে গলে হাড়মাল ॥
জ্বলজ্জ্যোতি জরা যোগী জটাজুটধারী ।
বসনবর্জ্জিত বপু বৃষভ-বিহারী ॥
ফলে ফুলে কর্ণমূলে ধুস্তূরের ডাল ।
বিজয়া বিনোদ-ভঙ্গী বাড়ায়েছে ভাল ॥
ঢুলু ঢুলু ত্রিভাগ মুদিত তিন আঁখি ।
মূর্ত্তিটী মনের মত অবিরত দেখি ॥
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ পরমের পর ।
ভারতে ভিক্ষুক হৈল নিস্তারিতে নর ॥
বদনে বাদন ঘন বিষাণ বিশাল ।
গায়েন গোবিন্দ গুণ ডম্বুরুতে তাল ॥
কমলজ কপাল করিয়া করতলে ।
ভ্রমতি ভবনে ভিক্ষা-দেহি দেহি বলে ॥
শুনিয়া শিবের শব্দ সীমন্তিনীগণ ।
দেখে গিয়া দিগম্বর দিয়া নানা ধন ॥
কেহ দেয় কড়ি বড়ি কেহ চালু ডালি ।
কেহ আমন্ত্রণ করে আইস আইস কালি ॥
চন্দ্রচূড় বলে অঙ্গীকার করি তাকে ।
রহ রহ করি কেহ কিরা দিয়া ডাকে ॥

বৃষে চড়ি যায় বুড়া নাহি মানে ফিরা।
গোড়াইল হরে কেহ ঘরে আইল ফিরা॥
বেষ্টিত বালক বৃদ্ধ তরুণ তরুণী।
নেচে গেয়ে ঘরে ঘরে ফিরে শূলপাণি॥
হরে হেরি হুলাহুলি হৈল সর্ব্বলোকে।
হরষিতে হরিধ্বনি সবাকার মুখে॥
করতালি করি কেহ কৈল শিবে নাই।
এক ভিক্ষা আনে তাকে তিনবার দেই॥
বাটি বাটি টাঠি টাঠি মুঠি মুঠি করে।
গুলি গুলি দিতে দিতে ঝুলি এল পূরে॥
তখন গোবিন্দ গেয়ে গোয়ালার ঘরে।
গব্য নিল গৌরী গুহ গণেশের তরে॥
চাসা দিল সসা ফুটি আক্ শাক কলা।
কচু কচি কাঁচকলা কুমুড়া করলা॥
মোদকের মন্দিরে মহেশ তুলে তোলা।
লাডু মুড়ি মুড়কি মোলাম তিলা ছোলা॥
থালি পূরি তেলি ঘরে তৈল লয়ে শেষে।
বণিকের বাড়ি গেলা বিজয়ার আসে॥
বিরহিণী বেণেনী বসিয়াছিল একা।
বৃদ্ধের বনিতা তার বুদ্ধির নাই লেখা॥
হরে বলে হেঁট হৈলে হয় নাই কেন।
বুড়ার বিক্রম কিসে বাড়ে যোগী জান॥
শূলপাণি বলে জানি বলে দিব তোকে।
ভোর হবি ভাল করে ভাঙ্গ দেতো মোকে॥

ত্রিপুরার তরে দে সিন্দূর তিন তোলা।
হরিদ্রা আবাটা সস্তলন এক ডালা॥
দারুচিনি চন্দনি চন্দন চাঞ্চী চুয়া।
মরিচ আফিঙ্গ হিঙ্গ হরীতকী গুয়া॥
ব্যস্ত হয়ে বেণেনী সমস্ত দিল বেঁধে।
নিল জিনি পড়িল প্রভুর পায় কেঁদে॥
শূলপাণি বলে ধনী শুন বিবরণ।
বলি তেজ-স্তম্ভন ঔষধ বিলক্ষণ॥
প্রচুর ধুস্তূর বীজ বিজয়ার সাথে।
ঘুটিয়া ছাঁকিবে দুগ্ধ গুড় দিবে তাতে॥
দগ্ধ করে দুটা তায় দিবে স্বর গিরা।
খাওয়ালে খঞ্জন হব আপনার কিরা॥
বেণেনী বলিল আজি বলে যাও বাড়ী।
কাজ নাই হৈলে কালি ধরে লব কড়ি॥
বৃষভে চাপিলা ভব ভাল ভাল বলি।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে ঘরে চলে শূলী॥

কার্ত্তিকগণেশের কোন্দল।

বাজাল বিষাণ বুড়া বাড়ীর নিকটে।
শুনে গৌরীগৃহে গুহ গজানন ছুটে॥
বালকে বারণ করে বিশাললোচনী।
করো নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি॥
অদ্য বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে।
বাপ এলে বেঁটে দিব বসে থাক কাছে॥

ক্ষুধিত তনয় সে বিনয় নাহি মানে।
ধায়ে গিয়ে পথে তাতে আগুলিল গণে।
হর-মুখ হেরি হাসে নাচে এক পায়।
শূলী দিল ঝুলি দোঁহে লুঠ করে খায়॥
আঁঠু পাড়ি কাড়াকাড়ি করে দুই ভাই।
হুড়াহুড়ি হৈতে হৈতে হৈল তাওয়া তাই॥
দুটি হাতে মুঠি ধরে ছটি হাতে খায়।
শুণ্ডে তার তুণ্ড আচ্ছাদিল গণরায়॥
চারি হাতে মুঠা ধরে গিলে গজমুখে।
কার্ত্তিক কান্দেন করাঘাত করি বুকে॥
ভগবতী দেখি ডাকি বলে বাছাধন।
কুমার কার্ত্তিকে কিছু দেহ গজানন॥
মায়ের বিনয় শুনি বিনায়ক শূর।
কিছু দিলা বিশাখে বিরোধ হৈল দূর॥
আলু থালু থলি চালু চন্দ্রচূড় হাসে।
শৈল সুতা এসে সব সম্বরিলা শেষে॥
আশ্রমে চলিলা চণ্ডী পতিপুত্র লয়ে॥
রামেশ্বর রচে হরপদার্পিত হয়ে॥ ৪৪॥

ভগবতীর রন্ধন।

প্রেমময়ী পার্ব্বতী পাইয়া প্রাণনাথে।
পাখালিয়া পদ পদোদক নিলা মাথে॥
বসাইয়া বৃষধ্বজে বিচিত্র আসনে।
বাসুলি বাতাস করে বিনোদ ব্যজনে॥

শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কি।
ফাক্কা উড়ে ভাঙ্গ বিনে ভেক্কা হয়েছি॥
ঘরে ছিল ঘোটনা ঘর্ষণে গেল ফেটে।
দিন দুই দানব- দলনী দেও বেটে॥
পার্ব্বতী বলেন প্রভু পারি নাহি যাও।
পুড়া ভেঙ্গে গুঁড়া সিদ্ধি ফাঁকি করে খাও॥
গিরিশ বলেন গৌরী গুঁড়া সিদ্ধি আছে।
গুঁড়া খেলে বুড়া লোক পড়ে থাকি পাছে।
এই পাকে বলি দুর্গা বেটে দিলে ভাল।
ভগবতী ভায়ের ভাবুক করে পাল॥
ভার্য্যার বিস্তর ভাগ্য ভাঙ্গী যার ভর্ত্তা।
মুখসাট মারে মাগ মাগী তার কর্ত্তা॥
আঁট করে পাঁচ কথা কটু যদি কয়।
ভাঙ্গ খেলে ভেক্কা হলে ভাল মন্দ সয়॥
হরবাক্যে হৈমবতী হাসে খল খল।
গৌরী সে গর্গরী হৈতে গড়াইল জল॥
গাঁজা ঝাড়া তাজা ভাঙ্গ ভিজাইয়া তাকে।
মহিষ-মর্দ্দিনী মধ্যে দিল মূর্ত্তিটাকে॥
হিণ্ডীর সমীপে চণ্ডী দিল হাণ্ডী ভরি।
ছাঁকে তাকে শিব বাপে পোয়ে বস্ত্র ধরি॥
বিজয়া কল্পোক্ত সংস্কার করে তাকে।
অগ্রভাগ দিল আগে দিতে হয় যাকে॥
পিতা পুত্রে পশ্চাৎ পাইল পূর্ণ করি।
নকুল তণ্ডুল ভাজা শেষে নিল সারি॥

মুণ্ডিটাক বইবাক বলে ডাক দিয়া।
চাক কৈল ভাঙ্গ্ চণ্ডী পাক কর গিয়া॥
শৈলসুতা সতী শুনি শঙ্করের ডাক।
চটপট চামুণ্ডা চড়ায়ে দিল পাক॥
শঙ্করীর হুঙ্কারে কিঙ্করী করে ত্রস্ত।
পায়স পর্য্যন্ত পুর প্রস্তুত সমস্ত॥
পায়স করিয়া আদি সূপ করি অন্ত।
রাজরাজেশ্বরী রামা রান্ধেন যাবন্ত॥
চব্য চূষ্য লেহ্য পেয় তিক্ত কষায়ণ।
অম্ল মধু চতুর্ব্বিধ ব্যঞ্জনের গণ॥
অন্নপূর্ণা পূর্ণিত করিলা মুণ্ডিটাকে।
রন্ধন প্রস্তুত হৈল পদ্মাবতী ডাকে॥
পা ধুয়ে পাদুকারূঢ় পুত্র পুরঃসর।
ভোজনে চলিলা ভব ভণে রামেশ্বর॥

পিতাপুত্রের ভোজন।

যোগ করি পুত্র দুটী লয়ে দুই পাশে।
পতিত পুরট পীঠে পুরহর বসে।
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চ মুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥

দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে ॥
সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্র মূর্ত্তি ডাকে ॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা ॥
মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেই শিখিধ্বজ কয় ॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে ॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ইষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে ॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি।
দড়-বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ ॥
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥
উল্বণ চর্ব্বণে ফের ফুরাল ব্যঞ্জন।
এককালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন ॥
চট পট পিশিত মিশ্রিত করি যূষে।
বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে ॥
চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর।
রণ রণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝণৎকার ॥

দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দু মুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্ম বিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পাঁক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥
খরবাদ্যে সুপদ্যে নর্ত্তকী যেন ফিরে।
সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে॥
হরবধূ অম্লমধু দিতে আর বার।
খসিল কাঁচলি হৈল পয়োধর ভার॥
নাটা পাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ।
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হৈল শেষ॥
ভোক্তার শরীরে মূর্ত্তি ফিরে ভগবতী।
ক্ষুধারূপ অস্ত কৈল শান্তি রূপে স্থিতি॥
উদর হইল পূর্ণ উঠিল উদ্গার।
অবশেষে গণ্ডুষ করিতে নারে আর॥
হুট করে হৈমবতী দিতে আনে ভাত।
শার্দ্দূল ঝম্পনে সবে আগুলিল পাত॥
যশস্বিনী যোত্র জানি যাচে বারম্বার।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী ক্ষোভ নাহি আর॥
ফিরে অন্ন রাখে উমা দেখে গিরিবাসী।
ভিখে এত খাইনু তবু আছে অন্ন রাশি॥
প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া বলে ভূতনাথ।
সত্য সতী পুণ্যবতী ধন্য দুটী হাত॥
অল্প রান্ধি এত অন্ন কোথা হৈতে আন।
কেমন হস্তের গুণ কিবা মন্ত্র জান॥

ধন্য ধন্য উমা আগো ধন্য ধন্য উমা।
মিছা মরি ভিক্ষা মেগে না বুঝিয়া তোমো॥
ভবানী ভোজন কর ডাক দাস দাসী।
উঠ গুহ গজানন আঁচাইয়া আসি॥
আচমন মুখ শুদ্ধি সারি সুত সনে।
সন্তোষে বসিলা শিব শার্দ্দূল অজিনে॥
ওথা অন্ন দেন দেবী দাসদাসীগণে।
নিয়মিত পত্র যার যোত্র যেই খানে॥
নন্দী আসি বসে গেল শঙ্করের থানে।
সমগ্র সামগ্রী দেবী দিলা এককালে॥
সব যড় করি এক গ্রাস করি হাতে।
হরষে নির্ভয় চিত্তে ভাবে ভূতনাথে॥
ডাক দিয়া কয় জয় জয় বিশ্বনাথ।
মুখে ফেলে প্রসাদ মস্তকে পুঁছে হাত॥
সহচরী সঙ্গে করি পসারিয়া পা।
গ্রাস গঠে গিরিসুতা গণেশের মা॥
মধ্যখানে মহামায়া সখী চারি পাশে।
অন্নমুখে উপকথা আরম্ভিয়া হাসে॥
এইরূপে খেতে খেতে মধ্য নিশি শেষ।
পূর্ণ হৈল ভোজন ভাজনে নাহি লেশ॥
আঁচাইয়া মুখশুদ্ধি সারি সখি সাথে।
দ্বিজ রামে নিজ করি পাইলা প্রাণনাথে॥ ৪৬॥

কৈলাসের শোভা।

শিবান্বিতা হয়ে শিবা সঙ্গে লয়ে সখি।
আলো করি কৈলাসে বসিলা বিধুমুখী॥
না·া রত্নে বিভূষিত পুরী পরিসর।
কলস্বরে স্তব করে সকল নির্জর॥
ব্রহ্মঋষি বদনেতে বেদধ্বনি হয়।
পারিজাত গন্ধ মন্দ মন্দ বায়ু বয়॥
ষড় ঋতু মূর্ত্তিমান শঙ্করেব কাছে।
বারমাস ফল ফুল সমাকুল আছে॥
স্থিরচ্ছায়া বৃক্ষে নানা পক্ষী করি লক্ষ্য।
বারে বারে শব্দ করে হরি হরে ঐক্য॥
কে্হ ডাকে শিব শিব কেহ ডাকে শিবা।
হরগৌরী করি কেহ ডাকে রাত্রিন্দিবা॥
অবিরাম রাম রাম রাম রাম বলি।
মধুপানে মত্ত হয়ে তত্ত্ব গান অলি॥
আকাশে গঙ্গার ঢেউ ঠেকা ঠেকি হয়ে।
জয় জয় শঙ্কর শঙ্কর উঠে কয়ে॥
সুপদ্য বিবিধ বাদ্য বাজয়ে রসাল।
বেণু বীণা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল॥
নৃত্য করে বিদ্যাধরে অপ্সরা অপ্সরী।
গায়েন গন্ধর্ব্বগণ কিন্নর কিন্নরী॥
চারি বেদ চারি বর্ণ হয়ে মূর্ত্তিমান।
যোড় হাতে সম্মুখে শিবের গুণ গান॥

নৃত গীত রঙ্গ রস চতুর্দ্দিকময়।
হৈমবতী হরে তথা হরিকথা কয়॥
এইরূপে কৈলাসে নিবসে বিশ্বনাথ।
সুরপতি ভৃত্য নিত্য ঘরে নাই ভাত॥
প্রভাতে পার্ব্বতী সাথে বয়ে যায় জঙ্গ।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে শুন তার রঙ্গ॥ ৪৭॥

হরপার্ব্বতীর কন্দল।

আত্মারাম আদি রাম রসে হয়ে ভোর।
ভুলে গেলা ভিক্ষা দুঃখ ভাবে নাহি ওর॥
ভাত নাই ভবনে ভবানী-বাণী বাণ।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডী পানে চান॥
কিঞ্চিৎ করিয়া ক্রোধ কহিলেন ভব।
কালিকার কিছু নাহি উড়াইলে সব॥
বাড়া ব্যয় কর বুড়া বসে পাছে রয়।
বৃদ্ধকালে বুলাইয়া বঁধিবে নিশ্চয়॥
দুঃখীর দুহিতা নহ দোষ দিব কি।
ভিখারীর ভার্য্যা হৈলে ভূপতির ঝি॥
দেবী বলে দেব-দেব দোষ কেন দেও।
দিয়াছিলে যত দ্রব্য লেখা করে লও॥
বিশ্বনাথ বলে এই বয়সে আমার।
বসুমতী পাতাল গিয়াছে কত বার॥
লেখা জোখা জানি নাহি রাম রস পেয়ে।
হয়েছি অজরামর হরি গুণ গেয়ে॥

মোকে একা মিছা লেখা মনে মনে কয়।
ঠেকেছি তোমার ঠাঁই ঠেঙ্গাইয়া মার॥
ভূরু ভঙ্গে ভবাণী ভুবন ভুলে যায়।
ভোলানাথে ভুলাইতে কত বড় দায়॥
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাহি ভাত।
যাব নাই ভিক্ষায় যা করে জগন্নাথ॥
পার্ব্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন খাবে।
চাক্ করিলে ভাঙ্গ্ এখন্ পাক করিতে কবে
এখন বাপের কাছে বসে আছে পো।
ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করী খেতে দেনা গো॥
বাপের বিভব নাহি কি করিবে মায়।
স্বামীর সম্পদ বিনা শিশু পোষা যায়?
বুভুক্ষিত বালক বচনে বোধ হয়?
দুগ্ধপোষ্য ক্ষুদ্ধ নাকি চুম্ব দিলে রয়?
অতিথি অবনীপতি অবলা অবোধ।
বিশেষতঃ বালক না পেলে করে ক্রোধ॥
দরিদ্রের দেহজে দমন নাহি মানে।
গলগ্রহ গৌরীকে গোবিন্দ দিল কেনে॥
পুত্র হৈতে পিতার প্রতাপ অতিশয়।
উদর পূরিয়া অন্ন নাহি হৈলে নয়॥
নিত্য রান্ধি অদ্যাবধি অন্ত নাহি পাই।
বাপে পুতে খেতে দিতে কাকে কত চাই॥
দাস দাসী দুটী কেহ টুটি নহে খেতে।
ঠাকুরের উপায়ে সে ঠাঁই নাহি থুতে॥

ডাকিনী ডিম্ভের ঘরে ডুবাইলাম দেশ।
ধার দিতে আর কেহ নাহি অবশেষ॥
বাঁধা দিতে বাকি নাই দিতে নাহি দাতা।
জঠর অনলে জ্বলে জগতের মাতা॥
স্বামীর সম্পদ সব সেবকের ঠাঁই।
বিষয়ে বিস্মৃত হয়ে তত্ত্ব করে নাই॥
বড় বুলি বিশ্বনাথে বেটি দিল বাপ।
খুঁটে খেতে দুটা নাহি টুটা মনস্তাপ॥
রুক্মিণী রাজার বেটি রুক্ষ করি স্নান।
তৈল বিনা তনু ক্ষীণা খড়ি উড়ে যান॥
বাঘ ছাল বসনে বেষ্টিত কটিদেশ।
হাতে মেঠে মাথে জটা যোগিনীর বেশ॥
স্বামীর সহিত সঙ্গ করি নিরন্তর।
চিতা-ভস্ম চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর॥
ভাগ্য বলে সন্ধ্যাকালে পেতি জ্বালে বাতি।
শিশু শশধর ঘর আলো করে রাতি॥
আকাশ গঙ্গার অম্বু কুম্ভ ভরি আনি।
দুঃখে সুখে পঞ্চমুখে কৃষ্ণ কথা শুনি॥
রূপার পর্ব্বতে ঘর গিরিবর পিতা।
বিধাতা ভাসুর যার লক্ষ্মীকান্ত মিতা॥
ইন্দ্র আদি অমর সকল যার দাস।
পরে দিতে পারে ধন ঘরে উপবাস॥
ভূতনাথ ভিখারীর ভৃত্য রামেশ্বর।
ভণে ভবানীর সনে ভবের উত্তর॥ ৪৮॥

ঝুলি হইতে রত্ন প্রাপ্তি।

বিশ্বনাথ বলে ভাল বল বটে বড়ি।
দিগম্বর দেখি দূর করিলা শাশুড়ী॥
বিধি ভাগ্যা বিস্তর বৈভব লিখে ছিলা।
অগ্নি লেগে ললাটে লিখন গেল জল্যা॥
লক্ষ্মীকান্ত মিত্র তার পুত্রে মারিলাম কাম।
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী সে রোষে হৈল বাম॥
গুণ আছে ভিক্ষা ঘটে সত্য বটে সেহ।
দিগম্বর দেখে ভিক্ষা দেয় নাহি কেহ॥
পীতাম্বরে পয়োনিধি সমর্পিলা ঝি।
দিগম্বরে দিল বিষ গুণে করে কি॥
হর বাক্যে হর্ষ হয়ে বলে হৈমবতী।
বিশ্বনাথে বন্দিয়া বিস্তর কৈল স্তুতি॥
তবে তুষ্ট হয়ে তাঁরে ত্রিলোচন কয়।
দিগম্বর দাতা দিবসেক বিনা নয়॥
ছত্রবতী ছায়া সতী ছল ছিদ্র ছাড়।
ঋদ্ধি পাবে শুদ্ধভাবে সিদ্ধি ঝুলি ঝাড়॥
ঝাড় মোর কাছে ঝুলি ঝাড় মোর কাছে।
সেবকের সম্পদ সকল লও পাছে॥
কাত্যায়নী কৌতুকে কান্তের কথা শুনি।
ঝম্পিয়া ঝটিতি ঝুলি ঝাড়ি দিল আনি॥
অধোমুখে আধার ধুননে ধায় ধন।
প্রবাল মুকুতা হীরা রজত কাঞ্চন॥

যোগীর যোগের ঝুলি যোগিনীর ঠাঁই।
যত ঝাড়ে তত পড়ে পরিশেষ নাই॥
বৃষ্টি কৈল বসু যেন বলাহকে বায়।
কামধেনু কুবেরে করিলা তিরস্কার॥
স্থাণু স্থানে স্থূল বস্তু থাকিতে এমন।
মহোদধি মাধব মথিলা অকারণ॥
রাশীকৃত নানা মত রত্ন গেল পড়ে।
তবু যদি ঝাড়ে ঝুলি শূলী নিল কেড়ে॥
রত্ন দেখি রঙ্গিণী রহস্য ভেবে রয়।
ধূর্জ্জটির ধন ধরি দাস দাসী বয়॥
পশুপতি পাশে সতী হাসে মন্দ মন্দ।
বলে দ্বিজ রামেশ্বর বাড়িল আনন্দ॥ ৪৯॥

হরপার্ব্বতীর রহস্য।

সুন্দরী সুধান শিবে সত্য কহ শূলী।
কারে মেরে ধন হরে পূরেছিলে ঝুলি॥
গলা ভরা মালা তোমার কপাল জুড়ি ফোঁটা।
দিনে হও ব্রহ্মচারী রাত্রে গলা-কাটা॥
ভাল জান ভারভুর ভুলাইতে লোক।
ভাব নাহি ভজনে ফটিকে রাঙ্গা থোপ॥
জ্ঞানদাতা গঙ্গাধর গায় ত্রিভুবনে।
গরিষ্ঠ গৌরব গেল গৌরীর কারণে॥
পর ধনে পর দ্রোহে প্রবৃত্ত যে জন।
তার পরিত্রাণ নাহি তোমার বচন॥

বৈষ্ণব বলাহ বিপরীত কর কাজ।
ধর্ম্ম নাশ আর হাস নাহি বাস লাজ॥
হর বলে হৈমবতী হারি মানি তোকে।
দয়া করে দিতে ফিরে দস্যু বল মোকে॥
ডরে দিলে ডাকাতী না দিলে রক্ষা নাই।
পরিত্রাণ পাব কিসে প্রচণ্ডার ঠাঁই॥
সতী বলে যদি তুমি ধনী এত ধনে।
ভাল তবে ভোলানাথ ভিখ মাগ কেনে॥
বনিতাকে বস্ত্র নাই বেদে বলে বিভু।
ক্লেশ বিনা কুশলে কুলান নাহি কভু॥
আপনার এত অর্থ আছে যদি জান।
লক্ষ্মী ছাড়া লোকের লক্ষণগুলি কেন॥
চন্দন ছাড়িয়া চিতা-ভস্ম মাথ গায়।
ফণী বিভূষণ কেন মণি নাহি ভায়॥
হীন হেন হয়ে কেন হাড়মালা পর।
হাটক হীরার হার হৈলে কারে ডর॥
দারুণ দরিদ্র যেন দেবতার মাঝে।
বুড়া হয়ে বিবসনে বুল কোন লাজে॥
ধন দিয়া পরাভব পেয়ে ত্রিলোচন।
তুষ্ট হয়ে ত্রিপুরারে তত্ত্ব কথা কন॥
পালা পূর্ণ হৈল আশীর্ব্বাদ অতঃপর।
দ্বিজ রামেশ্বরে দয়া করহ শঙ্কর॥ ৫০॥

ইতি চতুর্থ দিবসীয় দিবা পালা সমাপ্ত।

নিশারম্ভ।

শিব কর্ত্তৃক তত্ত্ববার্ত্তা কথন।

শিব বলে শুন সতী সত্য সুভাষণ।
আত্মারাম নাম মোর আত্ম তত্ত্ব ধন॥
শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বভাব সর্ব্বদা সদাশিব।
যোগমায়া জন্য যাহা জানে নাহি জীব॥
বিষয়ে বিকল হয়ে বুলে মরে ধেয়ে।
মৃগতৃষ্ণা-মোহিত মৃগের মত হয়ে॥
শুভার্থে সম্পদ রাখে বিপত্তির তরে।
পুত্রকে পিতায় ভয় পাছে লয় হরে॥
অনর্থের মূল অর্থ মত্ততার ঘর।
দেবতা দুর্জ্জন হন ধন পেলে পর।
নলকুবরের কথা কর অবধান।
ব্যাস-বাক্য জমল-অর্জ্জুন উপাখ্যান॥
কৈলাসের উপবনে কুবেরের বেটা।
বিহরে বারুণী-মত্ত বারবধূ ঘটা॥
শান্ত মন্দাকিনী ক্রীড়া কামিনীর সাথে।
অকস্মাৎ নারদ আইল সেই পথে॥
শাপ ভয়ে সীমন্তিনী শীঘ্র পরে বাস।
গুমানে গুহ্যক গুহ্য করিল উদাস॥
মহামুনি মনে মনে মানিল বিস্ময়।
জানিলা অনর্থ মাত্র অর্থ হতে হয়॥
ধর্ম্মের হইলে ধন ধনে ধর্ম্ম বাড়ে।
অধর্ম্মের ধন হলে ধর্ম্মপথ ছাড়ে॥

অনায়ত্ত-ইন্দ্রিয় উদ্ধত গত শ্রম।
পরপ্রাণ-পীড়ায় প্রস্তুত যেন যম॥
দেখে নাহি দুঃখ কভু দেহে নাহি দয়া।
পরদারে পরদ্রোহে পরিপূর্ণ কায়া॥
ভয় নাহি ভাবি লোক ভাবে নাহি মনে।
যায় যাকু জীবন পাতক প্রাণপণে॥
কৌতুকেতে কাটে কেহ প্রাণ যায় তার।
সর্ব্বনাশ করি উপহাস করে সার॥
অকণ্টবিদ্ধ কি জানে কাঁটাফুটা বল্যে।
দুঃখী জানে যার দুঃখ দেহে গেছে ফল্যে॥
মোহমদ-মদান্ধ মলেহ নাহি বুঝে।
দারিদ্র্য-অঞ্জন পায় তবে তায় সুজে॥
সুখাইলে ইন্দ্রিয় অধর্ম্ম নাহি ভায়।
কি করিবে কৃষ্ণ কহি কান্দে উভরায়॥
পারে নাহি পোষিতে পোষ্যের নাই ভঙ্গ।
তবে লভে সমদর্শী সাধবের সঙ্গ॥
সাধুসঙ্গ শরীরে সঞ্চারে শুদ্ধভাব।
অনায়াসে পশ্চাৎ পরম পদ লাভ॥
কপট কবাট যত দিন নাহি খসে।
অধ ঊর্দ্ধ ভ্রমে নিত্য পাপ পূর্ণ বসে॥
যে নশ্বর শরীরে ঈশ্বর বুদ্ধি ভায়।
পিতা মাতা কৃতা অগ্নি কুক্কুরের দায়॥
কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম শেষে মাটিমাত্র সার।
এমত অনিত্য দেহে এত অহঙ্কার॥

ক্রম হয়ে দেখে এস দামোদর প্রভু।
এমত অজ্ঞান যেন হয় নাহি কভু॥
বলি ঋষি চলি গেলা হরিগুণ গেয়ে।
দুটী ভাই দীপ্তি পাইল বৃক্ষযোনি হয়ে॥
গোকুল নগরে নন্দ মন্দিরের কাছে।
জমল অর্জ্জুন হয়ে কত কাল আছে॥
এক দিন খাইল হরি ননি চুরি করি।
পলাইতে যশোদা বন্ধন দিল ধরি॥
বদ্ধ দামোদর নারদের দয়া জানি।
মুক্ত কৈল মধ্যখানে উতুখল টানি॥
প্রচণ্ড করিয়া শব্দ পড়ে দুই ক্রম।
ত্রাসমান গুহ্যক ভাঙ্গিল কালঘুম॥
দুটী ভাই দামোদরে দণ্ডবৎ করি।
দীপ্তি পায় দেবলোকে দিব্য দেহ ধরি॥
গীর্ব্বাণে গুমান গুণে গিয়াছিল জ্ঞান।
পরমর্ষি প্রসাদে পাইল পরিত্রাণ॥
অতএব আত্মারাম অর্থ নাহি রাখে।
লক্ষ্মী ছাড়া লোকের লক্ষণ এই থাকে॥
ত্রিপুরাসুন্দরী শুন ত্রিপুরাসুন্দরী।
সুন্দর সম্পদ মোর ননি-চোর হরি॥
বিষয়ে বিস্মৃতি হয়ে বিষ্ণুর চরণ।
অমৃত ভক্ষণ করি মরে দেবগণ॥
বিষ খেয়ে বৃষধ্বজ বেঁচে আছে কেনে।
বিষয়ে বাসনা নাহি বাসুদেব বিনে॥

কৃষ্ণে কয়েছিলা কুন্তী শুন চক্রপাণি।
দুর্য্যোধন দিল দুঃখ ভাগ্য করে মানি ॥
বিপদে বিকল হয়ে বালিশের প্রায় ।
ডাকিয়ে ডাহুকী যেন রক্ষ যদুরায় ॥
সেবক-বৎসল যদি ছ মাসের গৌণে ।
অনাথিনী ডাকিলে সাক্ষাত সেই ক্ষণে ॥
দরশনে দহে দুঃখ দেহে সুখ পাই।
তেমন বিপদ আমি জন্ম জন্ম চাই ॥
বিশেষেই বিষয়ী বিস্মরি যায় বিভু।
সে সুখ সম্পদে মোর সাধ নাই কভু ॥
ভগবত ভক্তের ভাবনা এত দূরে।
দিলে মুক্তি লয় নাহি দাস্য হেতু ঝুরে ॥
হেন হরি-ভক্তি ছেড়ে কেন হৈমবতী।
বিফল বিষয়ে বৃথা বাড়াইলে মতি ॥
চিত্তে চিন্তামণি মূর্ত্তি চিন্ত অনুক্ষণ।
কর বিষ বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন ॥
বৈষ্ণবী বলেন শুন বৈষ্ণবের সার।
হরি-ভক্তি তত্ত্ব কিছু কহ সারোদ্ধার।
হার্দ্দ করি কহে হর হয়ে হরষিত।
রামেশ্বর বলে বড় কথা উপস্থিত ॥ ৫১ ॥

শিব কর্ত্তৃক সতীর গুণ কথন।

হর বলে হৈমবতী হরি-ভক্তি তুমি।
তোমাকে তোমার তত্ত্ব কি কহিব আমি ॥
ত্রিগুণ-ধারিণী তুমি তুষ্ট হও যায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায় ॥
বৃথা বিষ্ণু সেবা করে তুমি যারে বাম।
নিকট না লাগে তার নব ঘনশ্যাম ॥
বৈষ্ণবের ব্যবসায় ব্যক্ত তব কলা।
তিলক মৃত্তিকা তুমি তুলসীর মালা ॥
বসিতে বসুধা তুমি বন্দিবার বাণি।
বুদ্ধিরূপে ধেয়ানে দেখাও চিন্তামণি ॥
তুমি ক্রিয়া ক্রিয়ার কারণ যোগসার।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে কেবা আছে আর ॥
অগতির গতি তুমি নির্ধনের নিধি।
বিরাটের বীজ আর বিধাতার বিধি ॥
কোন খানে সূক্ষ্ম তুমি কোন খানে স্থূল।
মেরে মধুকৈটভ মহীর কৈলে মূল ॥
মাধবের মৎস্য আদি অবতার যত।
গুণিনী মায়ার গুণে হয় অনুগত ॥
ভুক্তি মুক্তি বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবীর ঠাঁই।
সঙ্কটে শঙ্করী বিনা সম্বরিতে নাই ॥
অকালে অম্বিকা পূজি অম্বুধির কূলে।
রাজা রাম রাবণে বধিলা অবহেলে ॥

জগন্মাতা জন্মিলা জঠরে যশোদার।
জনার্দ্দনে জম্বুকী যমুনা কৈলে পার॥
কাত্যায়নী ব্রত করি কালিন্দীর কূলে।
ব্রজবধূ বাসুদেবে পাইল অবহেলে॥
অনিরুদ্ধে নাগ পাশে বন্ধ কৈল বাণ।
আদ্যারে করিয়া স্তুতি পাইল পরিত্রাণ॥
রাধা কৃষ্ণ না বলি যে সুধু কৃষ্ণ বলে।
কৃষ্ণের করুণা নাহি হয় চিরকালে॥
তুমি রাধা তুমি সীতা তুমি গঙ্গা কাশী।
তেঁই পাকে তোমাকে বিস্তর ভালবাসি॥
তোমাকে যে জানে তাকে যম নাহি লয়।
জননী জঠরে ফিরে জন্ম নাহি হয়।
যাবৎ তোমার কৃপা যারে নাহি হয়।
ত্রিদেবের ঠাঁই·তার নাই পরিচয়॥
অম্বিকা বলেন আমি আপনাকে জানি।
কহ হরি নামের মহিমা কিছু শুনি॥
হার্দ্দি করি কহে হর হয়ে হরষিত।
রচে রামেশ্বর রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত॥ ৫২॥

হরিনাম মাহাত্ম্য ও দিলীপ উপাখ্যান।

পরিতোষ পেয়ে প্রভু পার্ব্বতীকে কন।
শুন হরিনামের মহিমা পুরাতন।
ব্রহ্মার বিশিষ্ট পুত্র বশিষ্ঠ গোঁসাই।
দীক্ষা হেতু দিলীপ গেলেন তার ঠাঁই॥

বন্দিয়া বলিছে রাজা বুকে দিয়া হাত।
উপাসনা বিনা জন্ম বৃথা যায় নাথ॥
ষোড়শ বৎসরোপরি দীক্ষা নাহি হৈলে।
জীবন যবন তুল্য অধঃপাত মৈলে॥
দীক্ষাহীন দুঃখে মরি দহ্যমান হয়ে।
কৃপা কর কৃপানিধি কাল যায় বয়ে॥
বশিষ্ঠ বিচার করি বলিলেন কি।
উপাসনা বিনা-পরীক্ষায় নাহি দি॥
ক্ষত্রিয়কে দু বৎসর পরীক্ষিতে হয়।
রহিলেন ঋষির আশ্রমে মহাশয়॥
ভিক্ষুকের ভৃত্য হয়ে ভূপতির বাছা।
ভীত হয়ে ভজেন কেমনে হই সাঁচা॥
অনাসৃষ্টি বশিষ্ঠ বলিল পুনঃ পুনঃ।
এক দিন বলে আজি অপস্কর আন॥
যোড় হাতে যে আজ্ঞা ত বলিয়া ত্বরিত।
নরনাথ নরক নিকটে উপস্থিত॥
নিরখি ন্যক্কার হৈল নাকে দিল হাত।
চঞ্চল হইল চিত্ত চিন্তে জগন্নাথ॥
নরনাথ নাথ-বাক্য নির্ব্বচিতে নারে।
কৃষ্ণে ডাকি কাতর কান্দিছে কলস্বরে॥
অকস্মাৎ আকাশে প্রকাশ হৈল ধ্বনি।
বুদ্ধি বুঝিবার তরে বলেছেন মুনি॥
যাও যাও জিজ্ঞাসিলে জানাইবে তাঁরে।
বিষ্ঠা-ভার কোথা আর সাক্ষাৎ শরীরে॥

ধাইল ধরণীনাথ পেয়ে উপদেশে।
বলিলেন বিবরণ বশিষ্ঠের পাশে॥
বুঝিলেন বিচক্ষণ বিলক্ষণ বোল।
দয়া করি দয়ালু দিলীপে দিলা কোল॥
নৃপতিরে এমতি আরতি পুনঃ পুনঃ।
আর দিন বলে আজি ভিক্ষা করি আন॥
ভূপতি বলেন ভিক্ষা মাগি নাই কভু।
কি বলে মাগিব মোরে বলে দেও প্রভু॥
শাসন করিয়া শেষে শিখাইলা মুনি।
সাধু সঙ্ঘ দেখিয়া করিবে হরিধ্বনি॥
গো দোহন কালমাত্র করিয়া বিশ্রাম।
এক গৃহে সংগ্রহি সন্তোষে এসো ধাম॥
শাস্ত্রের সন্ধান সব শিখাইয়া তারে।
বৈষ্ণবের সজ্জা কিছু বিতরণ করে॥
করে দিল করঙ্গ কৌপীন কটি দেশে।
তিলক তুলসী দাম হরিনাম শেষে॥
আশ্বাসিল আজি ভাল মাগি আন ভিক্ষা।
যোগ্যতা বুঝিব যবে তবে পাবে দীক্ষা॥
গড় করি গুরুকে গমন কৈল রাজা।
নির্ব্বাচিলা নগরে নির্দ্দোষী এক প্রজা॥
সাধু সঙ্গ সেবা করি শুখায়েছে দেহ।
চীর বাসে চাঁদ মুখ চিনে নাহি কেহ॥
সাধুসঙ্ঘ দেখিয়া করিল হরিধ্বনি।
ধাইল ধার্ম্মিক শুনি সুমঙ্গল ধ্বনি॥

বৈষ্ণব দেখিয়া বিষ্ণুবুদ্ধি করি তাঁরে।
প্রণমিয়া পূজে লয়্যা প্রধান মন্দিরে॥
তাঁরে বলে তারি নিলে করি হরিধ্বনি।
কহ হরিনামের মহিমা কিছু শুনি॥
ক্ষিতিপতি বলে আজি দেহ ক্ষমা কর মোরে।
গুরুকে জিজ্ঞাসি আসি কব দিনান্তরে॥
গৃহস্থ গৌরব করি গড় কৈল তায়।
ভারী করি ভূরি ভোজ্য ভবনে পাঠায়॥
বলিল বিশিষ্ট বাক্য বশিষ্ঠের ঠাঁই।
বশিষ্ঠ বলেন বাছা আমি জানি নাই॥
বশিষ্ঠ বুঝিতে গেলা ব্রহ্মার গোচর।
শুনি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে চিন্তিল বিস্তর॥
শুন শিবা বিধি ভেবে আইল মোর ঠাঁই।
আমিহ সে নামের মহিমা জানি নাই॥
জিনিলাম জন্ম জরা জপ করে যাঁকে।
জগন্মাঝে যোগ্য হয়ে জিজ্ঞাসিব কাকে॥
বিস্তর বিচারি বেদ বিধাতার সাথে।
নির্ণয় করিতে নারি নিবেদিনু নাথে॥
জগন্নাথ যুক্তি দিলা দুই ব্যক্তি যেয়ে।
জান হরি নাম পুরী-প্রদক্ষিণ হয়ে॥
ব্রহ্মার সহিত বুল্যা বিষ্ণুর আলয়।
চেয়ে দেখে চতুর্দ্দিকে চতুর্ভুজময়॥
তার মধ্যে এক চতুর্ভুজ মহাশয়।
সুধাইয়া শুনাইল আপন পরিচয়॥

বলে বন বরাহ ছিলাম ইহা জানি ।
কাটিল কিরাত মোরে করি হরিধ্বনি ॥
কর্ণগত হরিধ্বনি কাটা গেনু তথা ।
বৈকুণ্ঠেতে বিষ্ণু হয়ে বসিলাম হেথা ।
প্রভুর প্রতাপ পরস্পর ইহা শুনি ।
প্রণমিনু পদ্মনাভে পরিহার মানি ॥
এমন অদ্ভূত হরি নামের মহিমা ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিতে নারে সীমা ॥
মহিমাতে হরি হৈতে হরিনাম বড় ।
দেব ঋষি দ্বারকায় দেখেছেন দৃঢ় ॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত ।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ৫৩ ॥

নাম মাহাত্ম্য ও রুক্মিণীর ব্রত বিবরণ

রুক্মিণী যখন ব্রত উদযাপন কৈল ।
তাতে আসি দেব ঋষি পুরোহিত হৈল ॥
জানি যদুনাথ যাঁকে মানা করেছিল ।
যত্ন করি তাঁরে আনি যজ্ঞ আরম্ভিল ॥
ক্রিয়া সাঙ্গ করি কন কি দিবে তা বল ।
দক্ষিণা-রহিত কর্ম্ম হৈল বা না হৈল ॥
কায়ক্লেশ করি কর্ম্ম করিয়াছি বড় ।
কৃষ্ণের প্রেয়সী হবে কহিলাম দড় ॥
দ্বিজকে দক্ষিণা দিয়া দুঃখ কর দূর ।
নিষ্কপটে নিবেদিল নারদ ঠাকুর ॥

সন্তোষ করিব সত্য করিল সুন্দরী।
নারদ বলেন তবে নিবেদন করি॥
কৃষ্ণ বিনে মোর মনে কিছুই না রুচে।
কৃষ্ণকে দক্ষিণা পাই তবে দুঃখ ঘুচে॥
রুক্মিণী এমনি শুনি মুনির বচন।
কান্দিয়া কৃষ্ণের কছে কৈল নিবেদন॥
শুনিয়া সুন্দর কথা সুন্দরীর মুখে।
শ্যামসুন্দরের আর সীমা নাই সুখে॥
যদুকুলে জনম সফল হৈল বল্যা।
বিপ্র-দক্ষিণার্থে বিষ্ণু বিতরণ হৈলা॥
ব্রাহ্মণের বোঝা বয়ে বাসুদেব যায়।
সত্যভামা সখীমুখে শুনিয়া ফিরায়॥
সত্যভামা সুন্দরী সাক্ষাত সরস্বতী।
ব্রহ্ম পুত্র নারদ সাক্ষাত বৃহস্পতি॥
সত্যভামা সত্য ভাষে যাতে যার কাজ।
অনেক অবলা-গতি এক ব্রহ্ম রাজ॥
তুমি যদি তাঁরে লয়ে করিবে গমন।
মোদের কি হবে মোরা কি করি কেমন॥
বিহারের বপু দিয়া বিরহিণী প্রতি।
নাম নিতে নারদে করিলা অনুমতি॥
মহেশ মধ্যস্থ তবু মানে নাই মুনি।
তুলে করে ত্বরায় তৌলিলা শূলপাণি॥
লক্ষ্মীকান্ত লঘু হৈল নাম হৈল ভারি।
নাম লয়ে নাচিতে লাগিল ব্রহ্মচারী॥

কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় কয়ে।
প্রভুকে প্রণতি করে প্রদক্ষিণ হয়ে॥
কি করিবে যজ্ঞ দানে কি করিবে তপে।
সার্থক জীবন যেই হরিনাম জপে॥
হেলায় শ্রদ্ধায় নাম একবার বল্যা।
অজামিল হেন পাপী পরিত্রাণ পাইলা॥
ব্রাহ্মণ বৃষলী ভজে বুড়া হৈলা তবু।
স্বপনে কৃষ্ণের নাম করে নাহি কভু॥
বৃষলীর পেটে বেটা বেটি ঢের হৈল।
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ থুইল॥
অন্তকালে মরে যবে করে হাঁই ফাঁই।
সবাকারে দেখি মাত্র নারায়ণ নাই॥
স্নেহপাত্র পুত্রে ডাকে মনে ভাবে দুঃখ।
নারায়ণ কোথা আইস দেখি চাঁদমুখ॥
এ বোল বলিবা মাত্র চরিতার্থ হৈল।
পুত্র নাম করিয়া পরম ধাম পাইল॥
শুদ্ধভাবে হরিনাম সদা যেই স্মরে।
বন্দো তার পদদ্বন্দ্ব মস্তক উপরে॥
হরি নাম শৈব শাক্ত সকলের পর।
বিচারিয়া বৈষ্ণবে বলিলা রামেশ্বর॥ ৫৪॥

হরিনাম-মাহাত্ম্য।

আর কিছু কৃষ্ণ-কথা কহ কৃপাময়।
অমৃতের আস্বাদনে অরুচি না হয়॥
জৈমিনিরে সাধুবাদ করি কন ব্যাস।
আরম্ভে অপূর্ব্ব কথা যাতে পাপ নাশ॥
বিষ্ণু নাম মাহাত্ম্য বিচিত্র হে বৈষ্ণব।
শুনিলে সকল পাপে পবিত্র মানব।
বিষ্ণ্বংশ সকল বিশ্ব ব্যাপ্ত চরাচর।
বিষ্ণুময় বিশ্ব দেখে বৈষ্ণব যে নর॥
বিষ্ণ্বংশ সকল করি বিবুধ সকল।
অতএব সর্ব্বদেব কেশব কেবল॥
যেই কোন প্রকারে বিষ্ণুর নাম লয়।
তাহার শরীরে কভু অশুভ না হয়॥
যত কর্ম্ম কর ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম।
সকলের ব্যঙ্গ সাঙ্গ হয় হরি নাম॥
অন্য অন্য যত পুণ্য ব্রত দানাহুতি।
সে পায় সকলায়ন পায় হরিস্মৃতি॥
সত্য সত্য পুনঃ সত্য ঊর্দ্ধ হস্তে কই।
হয় নাই পরিত্রাণ হরি নাম বই॥
গলায় কাপড় দিয়া গড় করে সাধি।
মুমুক্ষু বৈষ্ণব বিষ্ণু স্মর নিরবধি॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সর্ব্ব কার্য্যে কাল নিরূপণ।
বিষ্ণু নাম লৈতে সর্ব্ব কাল বিলক্ষণ॥

কোন কার্য্যে কোন কথা কহিবার বেলা।
কৃষ্ণ নাম লৈতে কেহ না করিহ হেলা॥
নিরন্তর হরি নাম নিতে বলি কেন।
পদ্মপুরাণোক্ত পূর্ব্ব উপাখ্যান শুন॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত॥ ৫৫॥

নাম মাহাত্ম্যে জয়ন্তী উপাখ্যান।

সত্যবসু নামে বৈশ্য সত্যযুগে ছিল।
প্রথম বয়সে তার কাল প্রাপ্তি হৈল॥
জীবন্তী তাহার জায়া যেয়ে বাপ ঘরে।
মাতিয়া মদন মদে মন হৈল জারে॥
সুমধ্যমা সুন্দরী শোভন কুচদ্বন্দ্ব।
কুলবধূ ছিল কিন্তু কামে হৈল অন্ধ॥
পাইলে পুরুষ মাত্র প্রেম করি ভজে।
করা'লে বান্ধব রোষে বিপরীত বুঝে॥
ব্রতধর্ম্ম গৃহকর্ম্ম করে নাহি কিছু।
নগরে নগরে ফিরে নাগরের পিছু॥
অনঙ্গ তরঙ্গ নব যৌবন গর্ব্বিতা।
পরিহার মানি পরিত্যাগ দিল পিতা॥
পুণ্যশীল ছিল পাছে অপকীর্ত্তি হয়।
দুহিতারে দূর করি সে হৈল নির্ভয়॥
বেশ্যা বৃত্তি করি নিত্য স্বতন্তরা বুলে।
বুকে বস্ত্র রাখে নাহি থাকে এলো চুলে॥

নিবারিতে নাহি কেহ নহে পরাধীন।
জার গত তার চিত্ত হৈল রাত্রি দিন॥
আচণ্ডাল আইলে আলিঙ্গন দেয় তাকে।
দুই লোকে ভয় নাহি এই রূপে থাকে॥
শুক শিশু বিক্রয়ার্থ বাসে আইল ব্যাধ।
কিনে নিল বারাঙ্গনা করি বড় সাধ॥
তার যোগ্য তাহার আহার দিয়া মুখে।
রাম রাম বলায় বসায়ে রাখে সুখে॥
সর্ব্ব বেদাধিক পরব্রহ্ম রাম নাম।
সমস্ত পাতক ধ্বংসি স্মরে অবিরাম॥
শুক বেশ্যা-চরিতার্থে রাম মাত্র বল্যা।
সুদারুণ সর্ব্ব পাপে বিনিমুক্ত হৈলা॥
পুত্রহীনা পক্ষীকে পালিল পুত্রবত।
পরস্পর প্রীতি পুত্র জননী যেমত॥
তরুণ হইয়া পক্ষী থাকে তার ঘরে।
বেশ্যার বাৎসল্য বুঝি ব্যবহার করে॥
রাত্রিদিন রাম রাম করিয়া রটনা।
এইরূপে চিরদিন ছিল দুই জনা॥
কতকাল বই বেশ্যা মাগী মৈল রোগে।
প্রিয়পক্ষী ছিল সেহ মৈল তার শোকে॥
সে দুজনে নিতে আইল শমন কিঙ্কর।
সমস্ত সুন্দর-হস্ত মহা ভয়ঙ্কর॥
দারুণ যমের দূত যমের আদেশে।
শুক বেশ্যা দুজনে বান্ধিল চর্ম্ম পাশে॥

দণ্ডীর নিকটে লয়ে যায় দণ্ড দিতে ।
হেন কালে হরিদূত হানা দিল পথে ॥
বিষ্ণু দূত বিষ্ণুর সমান বল ধরে ।
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ সবাকার করে ॥
যম দূতে জিজ্ঞাসিল যাদবের দূত ।
কে তোরা বিকৃতাকার অপার অদ্ভুত ॥
দীর্ঘলোমা দীর্ঘ দন্ত দহন লোচন ।
বান্ধিলি সুমহাত্মাকে কিসের কারণ ॥
রাম নামে অশেষ অধর্ম্ম যার নাই ।
তারে লয়ে কার দূত যাবি কার ঠাঁই ॥
কেন কর হেন কর্ম্ম নাহি ধর্ম্ম ভয় ।
বিষ্ণুদূত বাক্য শুনি যমদূত কয় ॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত ।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ৫৬ ॥

বিষ্ণু দূত ও যম দূতের সহিত যুদ্ধ ।

যমদূত আমরা যমের আজ্ঞাকারী ।
দুষ্টকর্ম্মা দুজনে দেখাব যমপুরী ॥
যমদূত বাক্য শুনি বিষ্ণুদূত হাসে ।
শিশু সূর্য্য সম আঁখি রোষে রুষ্ট ভাষে ॥
আরে কি আশ্চর্য্য কথা কহে যমদুত ।
দীনবন্ধু দাসকে দণ্ডিবে সূর্য্যসুত ॥
দারুণ দুষ্টের দেখ বিপরীত কর্ম্ম ।
সতত সতের হিংসা অসতের ধর্ম্ম ॥

শুনি পুণ্যাত্মার পুণ্য সুখী পুণ্যবান।
পাপ চর্চ্চা শুনিতে পাতকী পায় প্রাণ॥
শত তার স্বর্গ পেলে প্রীত নয় যত।
পাপ চর্চ্চা পাইলে পাতকী পুলকিত॥
বলবতী বিষ্ণুমায়া বুঝা নাহি যায়।
পাপ রূপ মহাকূপ করি পড়ে তায়॥
জগবন্ধু করি বন্ধু ভবসিন্ধু তরে।
আহা মরি দুষ্টলোক কষ্ট দেয় তারে॥
পূর্ব্বে পাপ করে ছিলি যমের কিঙ্কর।
বৈষ্ণবে বন্ধন দিলি মৈলি অতঃপর॥
এই মত আর কত ভর্ৎসিয়া বিস্তর।
বন্ধন মোক্ষণ কৈল বিষ্ণুর কিঙ্কর॥
যমদূত জ্বলন্ত অনল হৈল দেখি।
অস্ত্র বৃষ্টি করি আইল মার মার ডাকি॥
সিংহনাদ করি ধরি নানা অস্ত্র জালে।
যমদূত-প্রধান প্রচণ্ড আগু দলে॥
সুপ্রকাশ ঠাকুর প্রধান ভাগবত।
সুললিত শঙ্খ শব্দে পূরিল জগত॥
গণ্ডগোলে দুই দলে নানা অস্ত্র ছোটে।
সবাকারে অস্ত্রধারে বিষ্ণুদূত কাটে॥
কার কাটে হস্ত পদ কার কাটে শির।
বুক ভেঙ্গে গেল কেহ হইল দুই চির॥
সকল শরীরে কার শোণিতের ধারা।
ধেয়ে বুলে ধর্ম্মদূত অরুণের পারা॥

খাঁদা বোঁচা হৈল কার গেল নাক কাণ।
ঠুটা খোঁড়া হৈল কেহ কার গেল প্রাণ॥
বিষ্ণুদূত সকল বিষ্ণুর পরাক্রম।
অন্যে কি করিবে তারে যারে ডরে যম॥
অঙ্গ ভঙ্গ হয়ে যাম্য ভঙ্গ দিল রণে।
প্রধান প্রচণ্ড মাত্র যুঝে প্রাণপণে॥
সুপ্রকাশ সহিত সমর হৈল ঘোর।
মারিল মুদ্গর ফেলে যত ছিল জোর॥
সুপ্রকাশ বৈষ্ণব বিষ্ণুর সম বল।
মুদ্গরে মারিল গদা উঠিল অনল॥
অসাধু দুর্গন্ধ ছুটে আগুনের কণা।
হেরি হরিদূত বড় হইল উন্মনা॥
মহাযোধা মাইল গদা ফেটে গেল মুণ্ড।
রক্তে পরিপ্লুত হয়ে পড়িল প্রচণ্ড॥
শিশু সূর্য্য সমান মুর্চ্ছিত মৃত প্রায়।
তুলে নিল যমদূত বলে হায় হায়॥
দূতনাথ লয়ে যমদূত গেল হেরে।
হর্ষে নাচে হরিদূত জয়শঙ্খ পূরে॥
রাজহংস যুক্ত রথে মুক্ত দুই জন।
হরিপুরে লয়ে গেল হরিদূতগণ॥
শুক বেশ্যা দেখি সুখী হৈল ভগবান।
আদরে করিল তারে আপন সমান॥
সারূপ্য পাইয়া সুখে শুক বেশ্যা রয়।
যমের নিকটে কান্দি যমদূত কয়॥

ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ৫৭ ॥

যমের সহিত দূতদিগের কথা।

রক্তধারা যুক্ত তারা মুক্ত কেশ পাশ।
কলস্বরে কেন্দে আইল করি ঊর্দ্ধশ্বাস ॥
বুকে ব্যথা কার কথা সরে নাই মুখে।
দুরবস্থা দেহের দেখাল একে একে ॥
কার পদ গেছে কার ভেঙ্গেছে দশন।
কৃতান্তের কাছে কান্দ করে নিবেদন ॥
সূর্য্য-সুত মহাবাহু তুমি দণ্ডধারী।
অলঙ্ঘ্য তোমার আজ্ঞা এড়াইতে নারি ॥
অপরাধী আনিতে গেলাম আজ্ঞে লয়ে।
এলাম তেমন তার প্রতিফল পেয়ে ॥
মহাপাতকীর সে প্রধান দুই জন।
রাম বলে রথ গেল বিষ্ণুর সদন ॥
দণ্ডনীয় দুরাত্মা বৈকুণ্ঠ যদি পাইল।
তোমার প্রভুত্ব তবে নিরর্থক হৈল ॥
দেখ যত দুরবস্থা আমাদের নয়।
প্রেষিত জনের হৈলে প্রধানের হয় ॥
যম বলে যদি রাম বলেছিল তারা।
তার কাছে তবে কেন গিয়াছিলি তোরা ॥
যে লয় রামের নাম রাম তার প্রভু।
তাহাতে আমার অধিকার নাহি কভু ॥

রাম নামে রহে পাপ সে নয় সর্ব্বথা।
বাচাইয়া বাল শুন যাবে নাহি তথা॥
যে মনুষ্য অবশ্য বিষ্ণুর নাম লয়।
তাহার শরীরে কভু অশুভ না রয়॥
গোবিন্দ কেশব হরি জগদীশ বিষ্ণু।
নারায়ণ প্রণতবৎসল কৃষ্ণ জিষ্ণু॥
সম্বোধন করি যে সদত ইহা কয়।
অতি পাপী হলে হ আমার দণ্ড্য নয়॥
লক্ষ্মীকান্ত সকল কলুষ প্রণাশন।
কংস কেশি মথনে অচ্যুত সনাতন॥
দামোদর দেহ দাস্ত ইহা যেহোঁ কন।
দৃঢ় পাপী হলে হ আমার দণ্ড্য নন॥
বাসুদেব নারায়ণ নরোত্তম বলে।
তার চর্চ্চা মোর ঠাঁই নাই কোন কালে॥
চক্রপাণি চর্চ্চা যার চিত্তে রাত্রি দিন।
সর্ব্বথা শমন তার সদত অধীন॥
হরিপূজা-রত হরি-ভক্তি-পরায়ণ।
একাদশী-ব্রত-রত সরল সুজন॥
বিষ্ণুপাদোদক যে মস্তকে করে বয়।
জগত অধীন তারে যম করে ভয়॥
যার শিরে কর্ণে দেখ তুলসীর দল।
আপনি অবনী-দেব তার পদতল॥
পিতা মাতা গুরু বিপ্র করে সমর্চ্চন।
শিব-তুল্য যে দেখে অমূল্য পরধন॥

দয়া করি দুঃখিজনে দেয় মহাসুখ।
সে জন সর্ব্বদা হন শমন-বিমুখ॥
যে সদত অন্নদান ভূমিদানে রত।
তিহোঁ ধন্য তার পুণ্য আমি কব কত॥
বৃত্তিহীন জনকে যে বৃত্তি দিয়া পালে।
যমদ্বারে তার দণ্ড নাহি কোন কালে॥
যে জ্ঞাতি পোষণ কতে প্রিয় কথা কয়।
দম্ভাদি করিয়া দূর জিতেন্দ্রিয় হয়॥
পাপ দৃষ্টে চায় নাহি পর স্ত্রীর পানে।
তার চর্চ্চা কেহ না করিহ মোর স্থানে॥
শমন এমন সব শিখাইল দূতে।
তারা সাবধানে কার্য্য করে সেই হৈতে॥
ব্যাস-বাক্য শৌনকাদ্যে শুনাইল সূত।
বিষ্ণু-নাম-প্রভাব জানিল যমদূত॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ৫৮॥

রাম নামের মাহাত্ম্য।

তার মধ্যে রাম নাম সকলের সার।
রাম নাম পরে পর ব্রহ্ম নাহি আর॥
সর্ব্ব শাস্ত্রাধিক রাম নামাক্ষর দ্বয়।
উচ্চারণ মাত্র পাপী বিনির্ম্মুক্ত হয়॥
রাম নাম প্রভাব সকল দেব পূজে।
মহেশ জানেন মাত্র অন্য নাহি বুঝে॥

বিষ্ণুর সহস্র নাম বলে যত ফল।
এক রাম নামে হয় ফল সে সকল ॥
কি কব অধিকাধিক ধিক্ সেই নরে।
সুখদ মোক্ষদ রাম নাম নাহি স্মরে ॥
শ্রম নাহি বলিতে শ্রবণে মহাসুখ।
তথাপি রামের নামে দুরাত্মা বিমুখ ॥
ব্যবসায় লভ্য মূল অনায়াসে পাই।
হেন রাম নাম কেন বল নাই ভাই ॥
ভাবত সকল পাপ সবাকার দেহে।
অবিধ্বংসি রাম নাম যাবত না কহে ॥
শ্রাদ্ধে বা তর্পণে বলিদানে মহোৎসবে।
যজ্ঞ দানে ব্রতে বা সেবিতে সর্ব্ব দেবে ॥
সকল বৈদিক কর্ম্ম করিবার কালে।
রাম নাম স্মরণে অনন্ত ফল ফলে ॥
ব্যাহৃত্যাদি প্রণব পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত।
স্মরণে সারূপ্য দেন ষড়ক্ষর মন্ত্র ॥
সেই ষড়ক্ষরে যদি সনাতন সেবে।
প্রভু রাম প্রসাদে সকল কাম লভে ॥
ভাগ্য ফলে মৃত্যু কালে যদি বলে রাম।
মহা পাপে মুক্ত হয়ে পায় মোক্ষ ধাম ॥
রাম নাম লয়ে যদি যাত্রা করে যায়।
যাত্রার সকল ফল অনায়াসে পায় ॥
মহারণ্যে প্রান্তরে শ্মশানে ভয়ানকে।
রাম নাম স্মরণে অশুভ নাহি থাকে ॥

রাজদ্বারে রণে দস্যু-সম্মুখে বিদ্যুতে।
গ্রহ পীড়াগণে বা দুঃস্বপ্ন দেখি তাতে ॥
বহ্নি রোগ শোক উৎপাতিক নানা ভয়ে।
শুভ রাম স্মরণে অশুভ নাহি রয়ে ॥
রাম নাম সকল অশুভ নিবারণ।
কামদ মোক্ষদ রাম স্মর অনুক্ষণ ॥
রাম নামে যেই ক্ষণে রহে নাহি চিত।
ব্যর্থ সেই ক্ষণ বেদে বলে সত্য সত্য ॥
যেই জিহ্বা রাম নামামৃত স্বাদ জানে।
তত্ত্বদর্শী তাহাকে রসনা করে মনে ॥
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন সর্ব্ব জনা।
নিলে হরি নাম নাহি নরের যন্ত্রণা ॥
কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ করে প্রণাশন।
অতুল ঐশ্বর্য্যকে যদ্যপি আছে মন ॥
যত ধর্ম্ম কর্ম্মকে করিয়া দণ্ডবত।
হরি নাম স্মর হে সকল ভাগবত ॥
জৈমিনিরে ঐমনি বলিলা বেদব্যাস।
চতুর্দ্দশাধ্যায় পদ্মপুরাণে প্রকাশ ॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ৫৯ ॥

শবর উপাখ্যান।

বেদব্যাস কন পুনঃ শুনহে জৈমিনি।
সর্ব্বপাপ প্রণাশন হয় যাহা শুনি॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অন্যানুজ।
হরি ভক্ত যে তার বন্দিবে পদরজ॥
অভক্ত ব্রাহ্মণ সে চণ্ডাল হতে হীন।
হরি ভক্ত চণ্ডালের সে দ্বিজ অধীন॥
বিষ্ণু ভক্তি বিবর্জ্জিত সে কেন ব্রাহ্মণ।
সে কেন চণ্ডাল যার চিত্তে নারায়ণ॥
অব্যাজে বিষ্ণুর পূজা চণ্ডাল যে করে।
চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণাতিরিক্ত দেখি তারে॥
অভক্ত দ্বিজাতিরিক্ত চণ্ডাল কেমন।
অকৈতবে কৃষ্ণ সেবে করি প্রাণপণ॥
শবর দ্বাপর যুগে ছিল এক জন।
নাম তার চক্রিক চরিত্র বিলক্ষণ॥
প্রিয়বাদী জিতক্রোধ পর হিংসা হীন।
জাতি বৃত্তি ছাড়ি নৃত্য গীত রাত্রি দিন॥
দম্ভহীন দয়াশীল পিতৃ সেবা রত।
সর্ব্বজীবে আত্মভাব সত্বগুণান্বিত॥
ভক্ত সনে ভক্তি শাস্ত্র শুনে নাই কভু।
অচঞ্চলা হরিভক্তি হৈল তার তবু॥
হরে কৃষ্ণ কেশব গোবিন্দ জনার্দ্দন।
ইত্যাদি বিষ্ণুর নাম বলে অনুক্ষণ॥

সে জন যখন যে যে বন-ফল পায়।
মুখে ফেলে স্বাদ বুঝে মন্দ হলে খায়॥
মিষ্ট হৈলে মুখ হতে বারি করি আনে।
প্রীতি করে প্রতি দিন দেয় নারায়ণে॥
সে উচ্ছিষ্ট অনুচ্ছিষ্ট ভেদ নাহি মানে।
স্বজাতি স্বভাব শিরে সে যায় কেমনে॥
এক দিন সে বিপিন বুলিয়া সকল।
পিয়াশাল বৃক্ষের পাইল পক্ক ফল॥
তাহা মুখে ফেলে স্বাদ বুঝিবার বেলা।
পক্ক ফল পিছলে প্রবেশ কৈল গলা॥
মনস্তাপ করি কণ্ঠ ধরি বাম করে।
বিস্তর যতন কৈল উগারিতে নারে॥
বমন করিল তবু না বারাইল ফল।
হরিকে না দিতে পেয়ে হইল বিকল॥
ইষ্টে মিষ্ট নাহি দিয়া আমি পেটে ভরি।
বিফল আমার জন্ম বৃথা দেহ ধরি॥
কর্ম্ম ভূমে জন্ম মোর হৈল কি লাগিয়া।
বাসুদেবে বিমুখ বড়ই অভাগিয়া॥
সংসারে আমার পরে পাপী নাই আর।
কি গুণে গোবিন্দ মোরে করিবে উদ্ধার॥
ভাবনা করিয়া মনে ভকত-বৎসল।
টাঙ্গী দিয়া গলা কাটে বারি কৈল ফল॥
হরির একান্ত ভক্ত হরি ভাবি মনে।
লও নারায়ণ বলে দিল নারায়ণে॥

গোবিন্দের ভাবে গলা কাটিয়া ব্যথায়।
গোবিন্দ ভাবিয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
ভাবগ্রাহী ভগবান ভাবে গেলা ভুলে।
বুকে কৈলা বাসুদেব শবরকে তুলে॥
রক্তাক্ত শরীর সব মুছে কৈল কোলে।
দেখি দয়া জন্মিল দয়াল দামোদরে॥
দেহ প্রিয় সবার দেহেতে স্নেহ নিত্য।
সে দেহেতে স্নেহ নাহি আমার নিমিত্ত॥
কার শক্তি এত ভক্তি কে করিতে পারে।
আপনার গলা কাটি ফল দেয় মোরে॥
যেমন সাত্ত্বিক ভক্তি করিলেন ইনি।
ইঁহাকে কি দিয়া আমি হইব অঋণী॥
ব্রহ্মত্ব বিষ্ণুত্ব বা শিবত্ব যদি দি।
তবু যোগ্য নাহি হয় তবে দিব কি॥
ইহা কয়ে তুষ্ট হয়ে ভকত-বৎসল।
শিরে তার ফিরাইল স্বহস্ত-কমল॥
গোবিন্দের স্পর্শে তার গেল গলা-ব্যথা॥
কৃষ্ণ যার সখা তার কিবা মনঃকথা॥
উঠিলেন মহাশয় তত্ত্বপরায়ণ।
শুনহে জৈমিনি মুনি বেদব্যাস কন॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ৬০॥

শবরকে বর দান।

তার পরে ভক্তবরে নিজ বস্ত্রে হরি।
পিতা যেন পুত্রের গাত্রের পুছে ধুলি॥
মহাভক্ত মূর্ত্তিমান দেখিয়া মাধব।
[illegible] হয়ে করপুটে করে স্তব॥
[illegible] কেশব গোবিন্দ দামোদর।
[illegible]নাথ বেদ-অগোচর॥
স্তুতি-যোগ্য বাক্য কিছু জানি নাই তবু।
রসনা বাসনা করে ক্ষম দোষ প্রভু॥
অন্য দেবে সেবে যে তোমারে করে ত্যাগ।
মহা মূঢ় সেই তার মিছা যোগ যাগ॥
অধমের অগ্রগণ্য অভাগিয়া আমি।
কোন গুণে অভাজনে দেখা দিলে তুমি॥
আবার শবর জাতি জানি নাই ভক্তি।
সৎলোকের সাক্ষাতে বসিতে নাই শক্তি॥
লক্ষ্মীর নিবাস বক্ষে মোকে আলিঙ্গন।
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু কে আছে এমন॥
সুধাকর করস্পর্শ ব্রহ্মা নাহি পায়।
সে কর বুলালে তুমি আমার মাথায়॥
সদয় হইয়া কর সেবকের সেবা;
তোমা বিনা এমন ঠাকুর আছে কেবা॥
যে তুমি মারিয়া কংস রাখিলে জগত।
সে তোমার চরণে আমার দণ্ডবত॥

যমল অর্জ্জুন ভঙ্গ করিলে হে তুমি।
সে তোমার চরণে প্রণাম করি আমি॥
দুষ্ট কালযবনাদি দৈত্য নষ্ট করি।
গোকুল রক্ষণ কৈলে গোবর্দ্ধন ধরি॥
যে পদ জপিয়া যুধিষ্ঠির পাইল জয়।
সদত সেবন করি সেই পদদ্বয়॥
পাণ্ডবের তরে কৈলে খাণ্ডব দাহন।
সত্যার নিমিত্ত পারিজাতের হরণ॥
যেই চক্রপাণি তুমি রুক্মিণীর নাথ।
সে তোমার চরণে আমার প্রণিপাত॥
বাণ-বাহু-বলাবল লীলায় যে হরে।
দণ্ডবত পুনঃ পুনঃ হেন দামোদরে॥
বৃকোদর বীরকে নিমিত্ত মাত্র করি।
যুধিষ্ঠিরে যজাইলে জরাসন্ধ মারি॥
মায়ায় মারিলে শিশুপালাদি সকল।
হরিলে মহীর ভার করিলে মঙ্গল॥
ভক্তিযুত এই মত আর কত বল্যা।
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ প্রণিপাত হৈলা॥
তার এই স্তবে তুষ্ট হৈল বরেশ্বর।
ভকত-বৎসল ভগবান যাচে বর॥
ওরে বাচা তোরে মহা তুষ্ট হইলাম আমি
বিলক্ষণ বর মাগ মোর প্রিয় তুমি॥
চক্রিক বলেন গড় করি গদাধর।
কোন্ কর্ম্মে তুষ্ট হয়ে দিতে চাহ বর॥

তব পাদ পদ্ম আমি পূজি নাই প্রভু।
জপ যজ্ঞ ব্রত দান করি নাই কভু ॥
ভক্তি করে তুয়া নাম কখন না লই।
তৎপাদ সলিল কভু শিরে নাহি বই ॥
তোমার প্রসাদ কভু খাই নাই আমি।
কোন গুণে অভাজনে বর দিবে তুমি ॥
[illegible] নিত্য ধ্যান করে যায়।
[illegible] অঙ্গ দেখিতে না পায় ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত শবর অজ্ঞান।
জ্ঞান-গম্য গোবিন্দ দেখিনু বিদ্যমান ॥
জগবন্ধু দেখে ভব সিন্ধু হনু পার।
অবগর কি বর অপর কাছে আর ॥
তবে যদি বর দিবে এই বর দেহ।
মোর মতি তব প্রতি মোকে তব স্নেহ ॥
চক্রপাণি চরিতার্থ চক্রিকের বোলে।
চারি ভুজে চাপিয়া চণ্ডালে কৈল কোলে ॥
বাসুদেব বলে বাছা বড় ভক্ত তুমি।
ভক্তিযুক্ত বাক্যামৃতে সিক্ত হইলাম আমি ॥
ফল দিলে উত্তম উত্তম করে ভক্তি।
ভোগ পাবে উত্তম উত্তম পাবে মুক্তি ॥
পুনঃ পুনঃ প্রেম আলিঙ্গন দিয়া তাকে।
দয়া করি দামোদর দ্বারকায় রাখে ॥
ইহ কালে কুতূহলে পেয়ে পূর্ণ কাম।
পর কালে পাইল পরমানন্দ-ধাম ॥

হরি ভক্ত এমন চণ্ডাল যদি হয় ।
সবাকার বন্দনীয় তার পদদ্বয় ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শুদ্ধজাতি ।
হরি ভক্ত যদি হন বিলক্ষণ অতি ॥
গিরিসুতা হরি-কথা শুনি হর-মুখে ।
পুনর্ব্বার প্রশ্ন কৈলা পরম কৌতুকে ।
পালা পূর্ণ হৈল আশীর্ব্বাদ [illegible]
হরি ধ্বনি করিয়া সবাই যাই[illegible]

ইতি চতুর্থ দিবসীয় নিশা পালা সমাপ্ত ।

পঞ্চম দিবসীয় দিবারম্ভ ।

রুক্মিণী-হরণ বৃত্তান্ত ।

প্রভুকে প্রণতি করে পর্ব্বত নন্দিনী ।
রুক্মিণী-কৃষ্ণের কথা কহ কিছু শুনি ॥
হরি-কথা হয় তথা হর-কথা থাকে ।
সে সব শুনিতে সদা সুখ হয় মোকে ॥
ভীষ্মক ভূপের সুতা ভক্তি করি ভবে ।
ভামিনী ভবনে বসে ভগবান লভে ॥
তার কথা ত্রিপুরারি ত্রিপুরারে কন ।
প্রণমিয়া প্রধান পুরুষ পুরাতন ॥
ভীষ্মক ভূপতি ছিলা বিদর্ভ নগরে ।
পঞ্চ পুত্র এক পুত্রী হৈল তার ঘরে ॥

বড় হৈল রুক্মি রুক্মরথ তারপর।
তবে হৈল রুক্মবাহু মহা ধনুর্দ্ধর ॥
রুক্ম[illegible] কনীয়ানে গণি।
পঞ্চ [illegible] রুক্মিণী ভগিনী ॥
[illegible]লেক লোকে।
[illegible] সমর্পিব কাকে ॥
[illegible] নারায়ণ জেনে।
[illegible] দিতে চান এনে ॥
বাধা [illegible] বলে কটূত্তর।
সে বুঝেছে [illegible]-যোগ্য শিশুপাল বর ॥
সে কথা সুন্দরী শুনি সুখ নাহি মনে।
গুণবতী গদ গদ গোবিন্দের গুণে ॥
বসুদেব বিস্তর বৃদ্ধের মুখে শুনে।
রূপে গুণে তুল্য তাঁকে রেখেছেন জেনে।
তাঁর তরে তিহোঁ যে যজেন ত্রিলোচন।
যে কিছু অন্তরযামী জানে জনার্দ্দন ॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত।
যশোমন্তসিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ৬২ ॥

রুক্মিণীর বিবাহ উদ্যোগ।

সহস্র সহস্র রাজা শিশুপাল লয়ে।
আড়ম্বর করি বড় আইল বর হয়ে ॥
শাল্বাদি সমৃদ্ধি সঙ্গে সেজেছেন কেনে।
কৃষ্ণ পাছে হরে লয় ভয় আছে মনে ॥

তেমন হইলে তাকে মেরে দিতে চায়।
অতেব এনেছে সাথে ধরে হাতে পায়॥
রাজকন্যা-বিবাহ আনন্দ যত জনে।
কিন্তু যার বিভা তার সুখ নাহি [illegible]
বাপের বাসনা ছিল কৃষ্ণে দি[illegible]।
পিতা হৈল পুত্রবশ করাবায় [illegible]॥
আপ্ত এক ব্রাহ্মণ আছিল তাঁ[illegible]
বিরলে বিশেষ বাক্য বলিলেন [illegible]
যদি কৃষ্ণ স্বামী পাই তোমা হৈতে [illegible]
বিক্রীত তোমায় বুঝে কার্য্য কর তুমি।
ধাইল ব্রাহ্মণ শুনি পড়িতে পড়িতে॥
উপনীত হৈল গিয়া কৃষ্ণের বাটীতে।
দ্বারকায় দ্বারপাল দ্বিজবরে দেখে।
স্বামীকে সংবাদ দিয়া শীঘ্র নিল ডেকে॥
প্রধান পুরুষ বসে পুরট আসনে।
প্রিয়াতিথি পেয়ে পরিতোষ পাইল মনে
বন্দনা করিয়া বসাইল বরাসনে।
পদ্মনাভ পদ-সেবা করেন আপনে॥
ব্রহ্মণ্য দেবের ঘরে ব্রাহ্মণের পূজা।
যেন তাঁরে সেবা করে ত্রিদশের রাজা॥
কুশল জিজ্ঞাসা তারে করেন কৌতুকে।
কোন্ দেশে নিবাস কেমন আছ সুখে॥
সে দেশের রাজা প্রজা পালেন কেমন।
ধরণী-নাথের কত ধর্ম্ম পথে মন॥

পুত্র সম প্রজার পালন যদি করে।
পৃথিবীর [illegible] পরকালে তরে॥
ব্রাহ্মণকে [illegible] রাখে।
ভাগ্যবান [illegible] বাসি তাকে॥
ব্রাহ্মণ [illegible] বিলক্ষণ।
ধর্ম্মসেতু [illegible] অলক্ষণ॥
অসন্তু [illegible] মুনি।
অসিদ্ধ [illegible] সম বাণী॥
বিস্তর বলেন [illegible] ক্রম।
অলাভে সন্তুষ্ট সর্ব্বভূত-সুহৃত্তম॥
অধর্ম্মে অরুচি সদা স্বধর্ম্মে সুমতি।
এমন অবনী-দেবে আমার প্রণতি॥
দুর্গ মার্গ তরি আইলে মনে করি কি।
নগর চত্বর আর যে মাগ তা দি॥
ব্রাহ্মণ বলেন মোর মনোভীষ্ট পূর।
রুক্মিণীর নিবেদন অবধান কর॥
এ বোল শুনিয়া বুড়া বামুনের মুখে।
স্মিতমুখ সনাতন সীমা নাই সুখে॥
অত্যন্ত অন্তিকে আসি ধরি দুটী পায়।
যত্ন করি জিজ্ঞাসা করেন যদুরায়॥
সুন্দরীর সম্বাদ সুন্দর করি বল।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে বলিবেন ভাল॥ ৬৩।

রুক্মিণীর লিপি বৃত্তান্ত।

রুক্মিণী বলেন প্রভু ভু[illegible]।
তব গুণ শুনে হৈল শী[illegible]॥
ভুবন মোহন মূর্ত্তি লো[illegible]।
অভয় চরণে চিত্ত নিবে[illegible]॥
বিদ্যায় বয়সে কুলে শী[illegible]।
তুল্য যে তোমার তো[illegible]॥
সকল জনের মন মো[illegible]।
জেনে কে না বরে কা[illegible] যুবতী॥
একান্ত তোমারে কান্ত বরিয়াছি আমি।
আসিয়া আমারে অনুগ্রহ কর তুমি॥
পিতা হৈল পুত্রবশ আমি হলেম মেয়ে।
শৃগাল সে সিংহ-বলি নিতে আইল ধেয়ে
গুরু বিপ্র গঙ্গাধর করে থাকি সেবা।
বাসুদেব বিনা পতি হতে পারে কেবা॥
শাল্ব শিশুপাল আদি পরাভব করে।
নিজ রথে নাথ মোকে শীঘ্র লবে হরে।
যদি অন্তঃপুরে থাকি রাজকন্যা আমি।
যুক্তি বলি যথা মোর দেখা পাবে তুমি॥
বিবাহের পূর্ব্ব দিনে দেব-যাত্রা হয়।
কুলাচার কাত্যায়নী না পূজিলে নয়॥
বারাইলে নববধূ গিরিজা নিকটে।
রাজকন্যা আনে লেই বেড়ি রাজভাটে॥

মোর মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হবে সবে।
সেই কালে নাথ মোকে শীঘ্র হরে লবে॥
অল্পভাগ্যা বলি যদি হেলা কর তুমি।
শত জন্ম [illegible] প্রাণ দিব আমি॥
পুণ্য করি প্রভু পশ্চাৎ পাব তোমা।
রুক্মিণীর [illegible] এত দূরে সীমা॥
এই [illegible] গোবিন্দ তুয়া পায়।
কাল [illegible] কার্য্য কর যদুরায়॥
ভণে দ্বিজ [illegible] ভেবে ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত॥ ৬৪॥

রুক্মিণীর নিমিত্ত কৃষ্ণের গমন।

বৈদর্ভির বচন শুনিয়া যদুমণি।
হার্দ্দ করি হাতে ধরি হেসে কন বাণি।
আমি জানি রুক্মিণী আমার অর্দ্ধ অঙ্গ।
আনিব তাহারে হরে করি রণ রঙ্গ॥
রাজার বাসনা ছিল কন্যা দিতে মোরে।
রুক্মি মোর রিপু সেই নিবারণ করে॥
আমা পতি হেতু সতী যজে মৃত্যুঞ্জয়।
তার তরে রাত্রে মোর নিদ্রা নাহি হয়॥
হরিণী-নয়নী আমি হরিব এমন।
সুধা হরে নিল যেন বিনতা নন্দন॥
কবে তাঁর বিবাহ ব্রাহ্মণ বল বল।
দ্বিজ বলে দিন নাই এই ক্ষণে চল॥

এক দিন মধ্যে আছে অদ্য নাহি গেলে।
শিশুপাল ঘটে পাছে রুক্মিণী-কপালে ॥
বাসুদেব ব্যগ্র হৈলা শুনিয়া [illegible]
সারথিবে আজ্ঞা দিলা শীঘ্র [illegible]
সুসৈব্য সুগ্রীব মেঘপুষ্প ব[illegible]
দিব্য চারি ঘোড়া যুড়ে দি[illegible]
প্রিয় ভাই বলাই তাঁরে হ নাহি [illegible]
গোবিন্দ উঠিলা রথে ব্রাহ্মণ[illegible]
দ্রুত বেগে দারুক সারথি [illegible]
রামেশ্বর রচে রামসিংহ-সভা[illegible]

রুক্মিণীর বিবাহের নান্দীমুখ ক্রিয়া

এথা সে কুণ্ডিন অধিপতি।
পুত্র-স্নেহে মুখে বলে মন নাই শিশুপালে
গোবিন্দে একান্ত তার মতি ॥
কংসারি করিয়া মন করাইল আয়োজন
নানারূপ নগরের শোভা।
সুমৃষ্ট সুসিক্ত যত পুরমার্গ চতুষ্পথ
কত ধ্বজ পতাকাদি প্রভা ॥
নানা অলঙ্কার পরি বিরাজেন নর নারী
বিবিধ বসন সবাকার।
সকলের কর্ণমূলে কনক কুণ্ডল দুলে
প্র ত কণ্ঠে কাঞ্চনের হার ॥

আছে লোক মহানন্দে অগোর ধূপের গন্ধে
আমোদিত সবাকার ঘর।
পিতৃ দেবার্চ্চন করি ব্রাহ্মণ ভোজন সারি
অধিবাসে বসে নৃপবর॥
ব্রাহ্মণ সকল বেড়ি যত বেদ মন্ত্র পড়ি
সমাধিলা স্বস্তিকাদি বিধি।
ভূষিয়া ভূষণগণে রুক্মিণীরে যথাক্রমে
সমর্পিলা দধি গন্ধ আদি॥
সাম যজু ঋক মতে রক্ষা-সূত্র বান্ধে হাতে
রুক্মিণীরে সাথে লয়ে ঘরে।
নৃপতির পুরোহিত উত্তম অথর্ব্ববিৎ
গ্রহ শান্তি জন্য যজ্ঞ করে॥
রাজা বড় জ্ঞানবান ব্রাহ্মণে করেন দান
স্বর্ণ রৌপ্য গুড় তিল বাস।
সালঙ্কারা করি কত ধেনুবৃন্দ শত শত
দিল যত যার অভিলাষ॥
এই মত চেদি-পতি দামঘোষ মহামতি
পুত্রের করিয়া অধিবাস।
চতুরঙ্গ দলে ভাল পৃথিবী যুড়িয়া আইল
রুক্মিণী শুনিয়া পাইল ত্রাস॥
পৌণ্ড্রকাদি মহাতেজা হাজার হাজার রাজা
সকলে রহিল বাণ-হস্ত।
যদি কৃষ্ণ এসে হরে সবে জড় হয়ে তারে
মারি লব করিয়া পরাস্ত॥

করি আইল ঘোর শব্দ সংসার হইল স্তব্ধ
ভীষ্মক বাহির হৈল শুনি।
বড় বিদগধ রাজা বিধিমত করি পূজা
যথাযোগ্য বাসা দিল আনি ॥
দন্তবক্র বিদূরথ জরাসন্ধ আদি যত
যাদবের বিপক্ষ সকল।
তাতে একা গেল ভায়া বলাই গোড়াইল ধেয়্যা
সঙ্গে লয়ে চতুরঙ্গ দল ॥
কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি রুক্মিণী সজল আঁখি
উঠে বসে করে মনস্তাপ।
ব্রাহ্মণ না আইল কেনে পরিতাপ পেয়ে মনে
বিধুমুখী করেন বিলাপ ॥
রাজা রামসিংহ সুত যশোমন্ত নরনাথ
তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর।
ভাবিয়া শ্রীভাগবত ভাবিল ব্যাসের মত
লক্ষ্মণজ শম্ভুসহোদর ॥ ৬৬ ॥

রুক্মিণীর বিলাপ।

অভাগীর বিবাহের অল্প কাল বাকি।
কমললোচন কোথা কেন নাহি দেখি ॥
তুমি প্রভু নির্দ্দোষ আমার দোষ দেখে।
দয়া করে এলে নাই দ্বারকায় থেকে ॥
ব্রাহ্মণ যে গেল সে অদ্যাপি এলো নাই।
প্রভু বা কি আমার সংবাদ পেলো নাই ॥

দুর্ভাগাকে অনুকূল হৈল নাহি ধাতা।
এমন সময়ে মোর মহেশ্বর কোথা॥
রুদ্রাণী গিরিজা সতী ভগবতী মা।
শুদ্ধ ভাবে সেবেছি তোমার দুটী পা॥
গৌরী হৈলে বিমুখ গোবিন্দ দিবে কেবা।
তাঁর তরে তোমার করেছি পদ সেবা॥
মলয়জ মাখি মাখি মালুরের পাতে।
প্রাণপণে পূজেছি তোমার প্রাণনাথে॥
কৃষ্ণ কান্ত নিমিত্ত করেছি এত কষ্ট।
সিংহিনী সমীপে হৈল শৃগালের গোষ্ঠ॥
এত বলি রুক্মিণী কান্দিয়া মোহ যায়।
অকস্মাৎ মঙ্গলসূচক চিহ্ন পায়॥
বামাঙ্গ স্পন্দন করে উরু ভুজ অক্ষ।
জানিল যাদব আইল শিব হৈল পক্ষ॥
হেন কালে সেই দ্বিজে পাঠাইল মুরারি।
হাস্য মুখ দেখি দূত জানিল সুন্দরী॥
লক্ষণে লক্ষিল ভাল জিজ্ঞাসিলা হেসে।
বিপ্র বলে ভাগ্য ফলে কৃষ্ণ পেলে বসে॥
সত্যবাদী ব্রাহ্মণ সকল সত্য বলে।
চক্রপাণি সাজি আইল চতুরঙ্গ দলে॥
তোমার নিমিত্তে তাঁর চিত্ত স্থির নয়।
কয়েছেন কৃষ্ণ হরে লবেন নিশ্চয়॥
এ বোল শুনিয়া ভাবে ভূপতির ঝি।
যিহোঁ কৃষ্ণ স্বামী দিলা তাঁরে দিব কি॥

যোগ্য কিছু নাহি হয় যত মনে করে ।
ভক্তি ভাবে রুক্মিণী প্রণাম করে তাঁরে ॥
ঘোর শব্দ হৈল আইল রাম দামোদর ।
ভীষ্মক ভূপতি শুনে ভণে রামেশ্বর ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণের বৈদর্ভ নগরে আগমন ।

ভীষ্মক ভূপতি অতি ভাগবতোত্তম ।
রামকৃষ্ণ আইল শুনি হৈলা সসম্ভ্রম ॥
বিবাহ কৌতুক দেখিবার অভিলাষে ।
বাসুদেব আইল বলি সর্ব্বলোক ভাষে ॥
ইহা শুনি ভাগ্য মানি মহা কুতূহলে ।
চলিলেন চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গ দলে ॥
পুরোহিত পুরঃসর পূজা-সজ্জা লয়ে ।
উর্দ্ধশ্বাসে কৃষ্ণ পাশে রাজা আইল ধেয়ে ॥
চরিতার্থ হৈল চিত্ত চাঁদমুখ চেয়ে ।
পড়িলেন পদতলে প্রণিপাত হয়ে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দিল দিব্য বাস ।
আর দিল যে ছিল মনের অভিলাষ ॥
মাল্য মলয়জ দিলা মনের কৌতুকে ।
নরনাথ নয়ন ভরিয়া রূপ দেখে ॥
গদ গদ স্বরে কহে অভয় চরণে ।
নিবেদিলা যদুনাথ যে জান আপনে ॥
সুন্দর মন্দিরে শ্যামসুন্দরকে লয়ে ।
আতিথ্য করেন রাজা সাবধান হয়ে ॥

সসৈন্য সুন্দর রাম দামোদরে পূজি।
পৃথ্বীপতি পশ্চাতে পূজেন পাত্র বুঝি॥
কৃষ্ণ বলরামে দেখি নগরের লোক।
যুড়াইল প্রাণ পাসরিল যত শোক॥
চিরকাল কর্ণে শুনি চক্ষে দেখি পিছু।
মনুষ্যের আনন্দের সীমা নাহি কিছু॥
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রয়।
মদনমোহন মূর্ত্তি সব সুধাময়॥
কত কোটি কল্প বসে কত কোটি বিধি।
রচনা করিল হেন রসময় নিধি॥
মুগ্ধ হয়ে উঠে কয়ে মেয়ে সব তায়।
রুক্মিণী যুবতী যোগ্য যুবা যদুরায়॥
পৃথিবীতে পরম সুন্দরী যত আছে।
সেই বিনা সাজে নাই গোবিন্দের কাছে॥
রুক্মিণী কৃষ্ণের পরস্পর ভাগ্য থাকে।
তবে ইহাঁ তিনি পাউন ইহোঁ পাউন তাঁকে॥
আমাদের যত পুণ্য ছজনার হকু।
প্রভু করে পদ্মিনীকে পদ্মনাভ লভু॥
কোলাহল করি লোকে কহে এই কথা।
অন্তঃপুর হৈতে কন্যা বারি হৈল তথা॥
দেখিতে অম্বিকা পদ অম্বিকার স্থানে।
মৌনব্রতে চলিলা মাধব করি মনে॥
রঙ্গিমা সকল সঙ্গে আর যত সখি।
বসন বেষ্টিতে বিরাজিলা বিধুমুখী॥

বরযাত্র কন্যাযাত্র যথা ছিল যারা।
সবল বাহনগণ সাজি আইল তারা॥
রাজভাটে অম্বিকা নিকট নিল বেড়ি।
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথে চড়ি॥
উর্জ্জিতাস্ত্র সমস্ত প্রস্তুত হয়ে আছে।
যাঁর ভয়ে তিনি হ আছেন কাছে কাছে॥
আনন্দে দুন্দুভি বাজে নাচে বারাঙ্গণা।
দোহারা বেড়িয়া ঘোর হইল ঘোষণা॥
সালঙ্কারা দ্বিজ-পত্নী সকলে বেড়িয়া।
মঙ্গল করেন গান মঙ্গল করিয়া॥
ধৌত-পদ-করাম্বুজ রাজার নন্দিনী।
দোহারা প্রবেশ করি পূজে নারায়ণী॥
গুর্ব্বিণী ব্রাহ্মণী তিনি বিধি দেন বল্যা।
ভবান্বিতা ভবানীরে দণ্ডবত হৈলা॥
করপুটে রাজার নন্দিনী মাগে বর।
পুলকে তরল আঁখি সরল অন্তর॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত॥ ৬৮॥

রুক্মিণীর বর প্রার্থনা।

অম্বিকারে সম্বোধিয়া পুনঃ পুনঃ নতি।
বর মাগে বিধুমুখী কৃষ্ণ হউন পতি॥
তুমি অনুবেদন করিলে পাই হরি।
তাঁর তরে তুয়া পায় নিবেদন করি॥

তব পুত্র বিনায়ক বিঘ্ন-বিনাশন।
তাঁরে বল তিনি যেন অনুকূল হন॥
তব পতি মহেশ্বর মনোভীষ্ট দাতা।
তিনি অনুকূল হৈলে কত বড় কথা॥
গোপী পাইল গোবিন্দ গৌরীর পদ পূজে।
জড়ায়ে ধরেছি তোমা তাই মনে বুঝে॥
তবে যদি তুমি মোর তত্ত্ব নাহি লবে।
পতি পুত্র সহিত বধের ভাগী হবে॥
ইহা বলি প্রণতি করেন পুনঃ পুনঃ।
শিশুপাল মোর কাছে আসে নাহি যেন॥
পণ্ডিতা রাজার বেটি পূজা ভেটি করে।
পঞ্চশুদ্ধি করি পূজে ষোড়শোপচারে॥
দিব্য উপহার বলি দীপাবলি দিয়া।
ব্রাহ্মণীর বাক্যে হৈল বিধিমত ক্রিয়া॥
বিদায় দেবীর স্থানে মনোভীষ্ট কয়ে।
স্তুতি নতি প্রণিপাত প্রদক্ষিণ হয়ে॥
হৃদয়ের মাঝে সদা জাগে যদুরায়।
বন্দনা করিল যত ব্রাহ্মণীর পায়॥
ব্রাহ্মণী সকল বড় বিদগধ এয়ো।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কৃষ্ণস্বামী পেয়ো॥
পতি পুত্রবতী হয়ে ঘর কর সুখে।
এমনি বারাইল যত ব্রাহ্মণীর মুখে॥
ক্রিয়া সম্বরিয়া সে অম্বিকা-গৃহ হতে।
বারাইলা বিধুমুখী বধূবৃন্দ সাথে॥

এসেছিলা অন্তপটে দেখ অতঃপর।
কিরূপ রুক্মিণী চলে বলে রামেশ্বর ॥ ৬৭ ॥

রুক্মিণীর রূপ।

সুমধ্যমা ধনী রূপিণী রুক্মিণী
অদ্ভুত যেন সুরমেয়্যা ॥
ধীরাধীরগণ করে বিমোহন
শোভন সুন্দর কায়া ॥
রবি শশী খণ্ডিত কুণ্ডল মণ্ডিত
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা ।
শ্যামা গজ-গতি কুন্দবিন্দু দ্যুতি
যদুপতি মনোলোভা ॥
সুরতন মঞ্জীর নিতম্ব বিম্বোপর
রঞ্জিত-কুচ-রুচি রাজে ।
রসাল কিঙ্কিণী রুনু রুনু সুধ্বনি
রুনু ঝুনু নূপুর বাজে ॥
সুস্রক্ চন্দন সকল বিভূষণ
ভূষিত সুন্দর দেহা ।
ভামিনী কামিনী রঙ্গিণী রুক্মিণী
সকল ভুবন মোহা ॥
দরশন মাত্র কৃতার্থ মহাজন
দুর্জ্জন পড়ি গেল ভুলে ।
অশ্ব গজ রথ গত যত উদ্ধত
মূর্চ্ছিত ধরণী তলে ॥

স্মর শর জর্জ্জর খড়্গ ধনুঃশর
কার না রহিল হাতে।
কহে রামেশ্বর নিরখত সুন্দর
গোবিন্দ বসিয়া রথে॥ ৭০॥

রুক্মিণী হরণ।

মোহিনীকে দেখি কার মুখে নাহি রব।
মহীতলে মূর্চ্ছাগত মহীপাল সব॥
সব্য বুঝে সুন্দরী সখির ধরে হাতে।
যাত্রা ছলে দেহ শোভা সমর্পিলা নাথে॥
লোকনাথ লবেন লালসা করি মনে।
মরালগামিনী চলে মন্থর-গমনে।
বাঁ হাতে অলকা টানে চারিদিকে চায়।
দেখে যত মূর্চ্ছাগত রথে যদুরায়॥
শুভ ক্ষণে দু জনে দুহার দেখি মুখ।
পরস্পর প্রিয়-লাভ পাইল মহাসুখ॥
কৃষ্ণ রথে রুক্মিণী চাপিতে করে মন।
কামিনীর কটাক্ষে বুঝিলা বিচক্ষণ॥
ছুটিলা পুরুষ-সিংহ সিংহনাদ করি।
সুন্দরীকে শীঘ্র তুলে বাহু মূলে ধরি॥
বুকে করি বিধুমুখী বাসুদেব ছুটে।
সুপর্ণ-লক্ষণ রথে লম্ফ দিয়া উঠে॥
সবার সাক্ষাতে তুচ্ছ করিয়া সবায়।
হরিয়া হরির ধন হরি লয়ে যায়॥

দারুক সারথি রথ হাঁকে কুতূহলে।
মত্ত বলরাম পিছু চতুরঙ্গ দলে॥
রুক্মিণীকে কৃষ্ণ নিল হৈল মহা রব।
মার মার করিয়া ধাইল রাজা সব॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাবি ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত॥ ৭১॥

রাজগণের সহিত যুদ্ধ।

সকল ভূপাল কোপে কাঁপে থর থর।
জরাসন্ধ বলে যশ গেল অতঃপর॥
সিংহসমূহের মধ্যে শিয়ালের ছা।
মোহিনী হরিল কারো মুখে নাই রা॥
ধিক্ আমা সবাকে ধনুক ধরি কি।
গোপাল হরিয়া নিল ভূপালের ঝি॥
সবে জড় হয়ে যদি ছাড়াতে না পার।
গলায় গগরি বাঁধি জলে ডুবে মর॥
শাল্ব জরাসন্ধ দন্তবক্র বিদূরথ।
পৌণ্ড্রকাদি ভূপাল সকল এক মত॥
স্বসৈন্যের সহিত সকল রাজা ধায়।
জরাসন্ধ বলে যেন যেতে নাহি পায়॥
দশনে অধর চাপে খেঁচিয়া কামান।
চড়িয়া চলিল যেন চিত্রের নির্ম্মাণ॥
ধর ধর বলিয়া পশ্চাৎ ডাক ছাড়ে।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন উল্কাপাত পড়ে॥

রুক্মিণী কান্তের রথে রহিল তখন।
বলরাম সহিত বাজিল বড় রণ ॥
যদু ঘটা প্রস্তুত আছিল গেল লেগে।
তার মাঝে অল্প কাযে রাম উঠে রেগে ॥
হান হান শব্দ বাণবৃষ্টি দুই দলে।
দর দর দিগন্তর ব্যাপ্ত হৈল শরে ॥
হুড় হুড় দুর দুর বাণ বৃষ্টি সারা।
পর্ব্বত উপরে যেন পয়োদের ধারা ॥
দেখিয়া রুক্মিণী বড় ডরাইল মনে।
স্বামীর সকল সৈন্য সমাচ্ছন্ন বাণে ॥
সব্রীড় কটাক্ষ করি কৃষ্ণ পানে চান।
হাসিয়া আশ্বাস তাঁরে করে ভগবান ॥
ভয় নাহি ভামিনী বসিয়া দেখ রঙ্গ।
স্বপক্ষের জয় হবে বিপক্ষের ভঙ্গ ॥
বিপক্ষ-বিক্রম দেখে রোষে যদুবংশ।
নারাচ মারিয়া মহারথী করে ধ্বংস ॥
যদুবংশ গজেন্দ্র পঙ্কজ-বন রিপু।
চতুরঙ্গ দলের চুর্ণিত করে বপু ॥
শেলশূল শিলি সাঙ্গী ডাবুষ পট্টিশ।
কোপ ভরে ফেলে মারে আতর ছত্রিশ ॥
গজী গজী রথী রথী পত্তি পত্তি যুঝে।
এক জোট মেরে কেহ আর জোট খুজে ॥
জরাজরা হয়ে কেহ হইল দুইখান।
হস্ত পদ গেল কার গেল নাক কাণ ॥

মাংস হৈল কর্দ্দম রক্তের বহে নদী।
অস্থি হৈল বালুকা মজ্জার ভাসে দধি॥
ধনুক তরঙ্গ তাতে কূর্ম্ম ছত্র ঢাল।
হস্তী-হস্ত হেতে জোঁক কুন্তল শৈবাল॥
মকর কুম্ভীর বীর উরু অঙ্ঘ্রি কর।
হাজার হাজার হাতী ঘোড়া ভাসে ঘর॥
কাটা মাথা হৈল তথা কমলের বন।
কাটাকাটি ছুটাছুটি করে বীরগণ॥
জয়াকাঙ্ক্ষী যদুগণ যুঝে বুক পেতে।
জরাজরা করে সারা শত মারে গেঁথে॥
জরাসন্ধ পুরঃসর সকলে পালায়।
সমাচার দিল শিশুপাল অভাগায়॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত॥ ৭২॥

রুক্মের যুদ্ধ।

মৃতপ্রায় রাজপুত্র হাতে বান্ধা শুভ সূত্র
রয়েছে রুক্মিণী-রথ চেয়ে।
যখন শুনিল কাণে লয়ে গেল ভগবানে
মনে করে মরি বিষ খেয়ে॥
লাজে মাথা তুলে নাই কারে কিছু বলে নাই
মনস্তাপে আছে মহাসুর।
কি আর জীবার সুখ শুখাইয়া গেছে মুখ
হৃত-দার যেমন আতুর॥

জরাসন্ধ আদি সারা রাজা হয়ে জরাজরা
তারা তারে করে পরিবোধ।
পুরুষ-শার্দ্দূল শুন মনস্তাপ কর কেন
কপালকে কে করিবে ক্রোধ॥
প্রিয়াপ্রিয় সত্য করে দেখি নাই দেহ ধরে
দারুময়ী যেমন যোষিত।
তার নৃত্য কুহকেচ্ছা তেমন ঈশ্বর ইচ্ছা
বিচারিতে মিছা হিতাহিত॥
জরাসন্ধ বলে তায় এ দুঃখ কি সহা যায়
যাদব করিল পরাভব।
হয়ে কেন না মরিনু শৃগালের তুল্য হৈনু
বড় বড় যত সিংহ সব॥
ঐ কৃষ্ণ আমা সনে সপ্তদশবার রণে
হারিল জিনিল একবার।
শোক হর্ষ দুই তাতে আমি না করিনু চিতে
শুভাশুভ কর্ম্ম আপনার॥
যত রাজা সবে জ্ঞানী কহিয়া জ্ঞানের বাণি
শিশুপালে তুলে নিল ঘরে।
সবার সুন্দর বোধ যাদবে করিয়া ক্রোধ
যে যার চলিল নিজ পুরে॥
রুক্মি রুক্মিণীর ভ্রাতা শুনিয়া এ সব কথা
দুঃখের অবধি নাহি তার।
মহা কোপে লোকে অসি ছাড়াইব রবি শশী
মারিব গোপাল দুরাচার॥

ইহা না করিতে পারি সর্ব্বথা কুণ্ডিন পুরী
প্রবেশ করিব নাহি আর।
সারথিরে বলে দ্রুত কৃষ্ণের নিকটে নেত
দর্প চূর্ণ করিব তাহার॥
অক্ষৌহিণী পরিবৃত প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্রুত
লম্ফ দিয়া রথে আরোহণ।
ঈশ্বরে মানুষ মেনে ধাইল ধনুক টেনে
মার মার করিয়া গর্জ্জন॥

ডাকি বলে ওরে কুলাঙ্গার।

যাবত আমার বাণে শয়ন না কর রণে
রুক্মিণীরে ছাড় দুরাচার॥
হাসি কৃষ্ণ কাটে ধনু ছ বাণে ভেদিল তনু
চারি ঘোড়া পাড়ে আট শরে।
সারথিরে দুই শর মারিলেন দামোদর
তিন বাণ ধ্বজের উপরে॥
সেহ আইল ধনু ধরি মার মার শব্দ করি
কৃষ্ণেরে মারিল পাঁচ শর।
অচ্যুতে কি করে তায় শর কাটে সমুদায়
ধনুক কাটিল গদাধর॥
অন্য ধনু ধরি চলে চক্রপাণি কেটে ফেলে
একে একে যত অস্ত্র জাল।
লম্ফ দিয়া রথে হৈতে মারিতে রুক্মিণী-নাথে
ধাইল ধরিয়া খড়্গ চাল॥

জলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল হেন
কৃষ্ণ-রথে পড়ে মহাবীর।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে গোবিন্দ ধরিয়া চুলে
হানিতে উদ্যম কৈল শির ॥ ৭৩ ॥

রুক্মিণী সহ কৃষ্ণের দ্বারকায় যাত্রা।

ভ্রাতৃ বধোদ্যম দেখি রুক্মিণীর ভয়।
পড়িয়া প্রভুর পায় সকরুণে কয় ॥
দেব দেব জগন্নাথ যোগেশ্বরানন্ত।
আমার ভ্রাতার দোষ ক্ষমহ যাবন্ত ॥
মহাভুজ অবুঝে বধিবা অনুচিত।
সম্বোধিয়া সূত বলে শুনে পরীক্ষিত ॥
বিষণ্ণ ভাষিতা মহাত্রাসিতা রুক্মিণী।
খসে গেল কেশপাশ হেমমালা মণি ॥
থর থর কাঁপে তনু স্থির নহে ডরে।
দারা-দৈন্য দেখি দয়া হৈল দামোদরে ॥
রুক্মিণীর উপরোধে রক্ষা পাইল প্রাণ।
কুকর্ম্ম করেছে বলি কৈল অপমান ॥
তাহার বসনে তারে করিয়া বন্ধন।
সশস্ত্রে তাহার শির করিলা মুণ্ডন ॥
বিরূপ করিয়া রথে রাখিলেন ফেল্যা।
যদুবৃন্দ সঙ্গে রাম]রণ জিনে আইলা ॥
তথাভূত হতপ্রায় হেরি হলধর।
বন্ধন মোক্ষণ করি বলিল বিস্তর ॥

মাথা না কাটিয়া কেন করিলে মুণ্ডন।
তুমি কি করিবে কর্ম্ম না যায় খণ্ডন॥
রুক্মি প্রতি বলরাম বলেন রহস্য।
শুভাশুভ কর্ম্মভোগ দেহের অবশ্য॥
সুহৃদের শুভ চিন্তা সবাকার বটে।
অনিবার্য্য কর্ম্মভোগ অকস্মাৎ ঘটে॥
আমা সবা প্রতি অভিমান করো নাই।
আপনার শুভাশুভ আপনার ঠাঁই॥
শ্যালকে সাধিলা সঙ্গে দ্বারকায় যেতে।
রুক্মি অভিমান করি গেলা নাহি সাথে॥
ভঙ্গ হৈল প্রতিজ্ঞা মুণ্ডন হৈল শির।
কুণ্ডিন নগরে ফিরে গেল নাহি বীর॥
ভোজকোট নামে পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
রমানাথে রুষ্ট হয়ে রহিল অজ্ঞান॥
আনন্দ দুন্দুভি করি গিয়া নিজ পুরে।
বিধি মতে বিবাহ করিলা রুক্মিণীরে॥
কুন্ত কুরু কৈকয় সৃঞ্জয় যত রাজা।
কৌতুকে যৌতুক দিয়া কৈল কৃষ্ণপূজা॥
দীপ্তি পাইল দ্বারকা রুক্মিণী-কৃষ্ণ-রূপে।
বিক্রমে বিস্ময় বিশ্ব ভয় সর্ব্ব ভূপে॥
এই রুক্মিণীর গর্ভে জন্মিবেন কাম।
সম্বর মারিয়া সম্বরারি হবে নাম॥
তাঁহার তনয় হবে নাম অনিরুদ্ধ।
যাহার কারণে হবে হরিহরে যুদ্ধ॥

সেই কথা শুকদেব পরীক্ষিতে কন।
সূত বলে শৌনকাদি শুন সর্ব্বজন॥
চন্দ্র-চূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥
পালা পূর্ণ হৈল আশীর্ব্বাদ অতঃপর।
অজিত সিংহেরে রক্ষ রক্ষ রামেশ্বর॥ ৭৪ ॥
ইতি পঞ্চম দিবসীয় দিবা পালা সমাপ্ত।

নিশাপালারম্ভ।

বাণ রাজার উপাখ্যান।

শুন সদাশিবের কৌতুক।
বাণাসুরে বর দিলা　প্রভুর অপূর্ব্ব লীলা
শৌনকাদ্যে শুনাইলা সূত॥
ছিল বলী বলি নামে রাজা।
যত পুত্র হৈল তার　কত নাম লব আর
জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণ মহাতেজা॥
সে রাজা করিলা শিবার্চ্চন।
স্তুতি ভক্তি সুনৈবিদ্যে　সহস্র বাহুর বাদ্যে
তাণ্ডবে তুষিল ত্রিলোচন॥
কৈলাস ছাড়িয়া মহেশ্বর।
তুষ্ট হয়ে তার ঘরে　রহিলা সপরিবারে
লয়ে গৌরী গুহ লম্বোদর॥

ভক্তবৎসল ভগবান।
শরণ্য সকলেশ্বর অসুরে দিলেন বর
করিলেন অশেষ কল্যাণ ॥
শিবের চরণ বলে অদ্বিতীয় মহীতলে
অবহেলে অতুল সম্পদ।
এক দিন তার কাছে গিরিশ বসিয়া আছে
যুদ্ধ যাচে সে রণ-দুর্ম্মদ ॥
মুকুট সূর্য্যের প্রভা মস্তকে পেয়েছে শোভা
তাহে স্পর্শ করে পদাম্বুজ।
ধরিয়া সহস্র করে প্রণমিয়া মহেশ্বরে
নিবেদন করে মহাভুজ ॥
রাজা রামসিংহ সুত যশোমন্ত নর নাথ
তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর।
ভাবিয়া শ্রীভাগবত ভাবিল ব্যাসের মত
লক্ষ্মণজ শম্ভুসহোদর ॥ ৭৫ ॥

বাণ রাজার যুদ্ধ প্রার্থনা।

অপূর্ণকামের পূর্ণ কাম দুটী পায়।
দণ্ডবত করি দয়া কর দেবরায় ॥
তুমি দিলে সহস্র বাহু মোরে হৈল ভার।
লোক-গুরু কল্পতরু কর প্রতীকার ॥
তোমা তুমি ত্রিভুবন জিনিলাম বটে।
মনের মাফিক যুদ্ধ মোরে নাহি ঘটে ॥

বসুধায় যুঝিলাম বড় বড় বীর।
দিগ্‌গজ পলায়ে যায় নাহি হয় স্থির॥
আছাড়িয়া পর্ব্বত পিঠেতে বাহুগুলা।
হয় নাহি কিছু তায় হয়ে যায় ধূলা॥
কে আছে ঠাকুর বিনা যাব কার ঠাঁই।
তোমা বিনা তুল্য রণে ত্রিভুবনে নাই॥
কায ভাল নয় কিন্তু লাজ খেয়ে কই।
যুদ্ধ দেহ জগন্নাথ প্রণিপাত হই॥
এ বোল শুনিয়া শিব সেবকের মুখে।
রুষ্ট হয়ে কহিল দুর্ব্বুদ্ধি চ্ছন্ন তোকে॥
ওরে মূঢ় অচিরাৎ হতদর্প হবে।
আমার যে তুল্য তার সঙ্গে যুদ্ধ পাবে॥
অমনি শুনিয়া সে কুমতি তুষ্ট হৈল।
কবে যুদ্ধ পাব প্রভু সত্য করি বল॥
কেতু ভঙ্গ হবেক তোমার যেই দিনে।
ইহা শুনি চাহিয়া রহিল কেতু পানে॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত।
যশোমন্তসিংহ নরেন্দ্রের সভাসত॥ ৭৬॥

ঊষার স্বপ্ন বিবরণ ও অনিরুদ্ধ আনয়ন।

অনূঢ়া রাজার কন্যা ঊষা নামে সতী।
স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সনে ভুঞ্জিলেন রতি॥
প্রাগদৃষ্ট অচ্যুত পুরুষ পেয়ে সঙ্গ।
হয় নাহি কভু বড় হয়ে গেল রঙ্গ॥

মনের আনন্দে বাড়ে মদন তরঙ্গ।
নিবিড় রসের কালে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ॥
জাগিয়া জানিল যেন যথার্থের প্রায়।
কোথা গেল কান্ত কয়ে কান্দে উভরায় ॥
উঠিয়া বসিল সব সখীবৃন্দ মাঝে।
ফুকরিয়া কান্দে কিছু কহে নাহি লাজে ॥
রাজপাত্র-পুত্রী চিত্রলেখা প্রিয় সখী।
কৌশল করিয়া কন হয়ে হাস্যমুখী ॥
কহ সুভ্রু কেন কান্দ কি উঠিল মনে।
অভিপ্রায় জানা যায় কান্তের কারণে ॥
জনকে জানাবে কয়ে জননীর ঠাঁই।
হবেক বিবাহ তুমি ছাদ্যাইয় নাই ॥
সুধন্যা রাজার কন্যা সবাকার ভাল।
তবে কেন শোকমুখী সত্য করি বল ॥
ঊষা বলে প্রিয় সখি শুন বিবরণ।
স্বপনে দেখিনু এক পুরুষ রতন ॥
পীতাম্বর শ্যামল সুন্দর বিলক্ষণ।
আজানুলম্বিত ভুজ অম্বুজ লোচন ॥
দৃষ্টি মাত্র কৃতার্থ যোষিত গাত্র যে।
পরাণ থাকিতে পাসরিতে পারে কে ॥
সে মোরে বঞ্চিয়া গেল বাঁচি নাহি আর।
কহ সখি কোথা গেলে দেখা পাব তার ॥
মোরে দুঃখ সাগরে ফেলিল মন হরি।
স্পৃহা নাহি পূর্ণ হৈল আলিঙ্গন করি ॥

কান্ত হয়ে যদি সে অধর মধু পিয়ে।
সত্য বলি তোরে সখি তবে উষা জীয়ে॥
নহে প্রাণ দহে প্রাণকান্ত নাহি দেখি।
শুনি তার এ রব নীরব সব সখি॥
চিত্রলেখা চিত্রিণী চরিত্র শুনি তার।
করে ধরে কহে আমি করিব সুসার॥
স্বপন যদ্যপি হৈল স্বরূপের প্রায়।
ত্রিভুবন ভরিয়া লিখিব সমুদায়॥
যে জন হরিল মন মোকে বল তুমি।
যথা থাকে জেনে তাকে এনে দিব আমি॥
ইহা বলি তখনি যোগিনী যোগ বলে।
ত্রিভুবন ভরিয়া লিখিল অবহেলে॥
পদ্মমুখী দেখে পাণিপুটে পট ধরি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণাদি করি॥
প্রথমে দেখিল দেবী দেবতার ঠাঁই।
ত্রিদশ ত্রেতিশ কোটি তার মাঝে নাই॥
তখন গন্ধর্ব্বগণ নিরীক্ষণ করে।
যে হরিল মন তাহে না দেখিল তারে॥
চাহে সিদ্ধ চারণ পন্নগ দৈত্য সব।
বিদ্যাধর যক্ষ রক্ষ যতেক মানব॥
মনুজে দেখিল বৃষ্ণিবংশ বিলক্ষণ।
শূরসেন বসুদেব রাম নারায়ণ॥
পশ্চাৎ প্রদ্যুম্ন দেখি পাইল বড় লাজ।
তবে অনিরুদ্ধ দেখে যারে লয়ে কাজ॥

প্রিয় দেখি পদ্মমুখী পরিতোষ পাইল।
যেন মৃত শরীরে জীবন ফিরে আইল॥
লাজে মুখ বাঁকা করে হাত ঠারে হেসে।
এই জন মোর মন হরিলেন এসে॥
জানিল যোগিনী যদু নন্দনের নাতি।
তপস্যা তোমার ধন্য তুমি পুণ্যবতী॥
প্রদ্যুম্নের পুত্র ইহোঁ অনিরুদ্ধ নাম।
দ্বারকা নগর বাসী নবঘনশ্যাম॥
হৈল প্রিয় লাভ বলি মনে হৈল প্রায়।
ইহা বলি অমনি আকাশ পথে ধায়॥
কৃষ্ণ প্রতিপালিতা দ্বারকা দিব্যপুরী।
অনিরুদ্ধ নিদ্রাগত দেখিল সুন্দরী॥
সুপর্য্যঙ্কে সুন্দর শয়ন করেছিলা।
যোগ-বলে যোগিনী অমনি নিল তুল্যা॥
জগন্মাঝে জানিতে নারিল কোন জন।
প্রিয় সখী প্রতি কৈল প্রিয় বিতরণ॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত॥ ৭৭॥

ঊষা ও অনিরুদ্ধের মিলন।

স্বমন্দিরে সুন্দরী সুন্দর বর দেখি।
আনন্দ সাগরে ভাসে হাসে চন্দ্রমুখী॥
উত্তম সম্ভ্রম করি আপন নিকটে।
হার্দ্দ করি বসাইল হিরণ্যের খাটে॥

বসন ভূষণ মাল্য মলয়জ দিয়া।
সম্পাদিল সম্প্রদান সখিবৃন্দ লয়্যা॥
শুশ্রূষায় সুশয্যায় সুন্দর মন্দিরে।
স্মরাগ্নি সন্তাপ সকল গেল দূরে॥
পুরস্থ পুরুষ যারে দেখিতে না পায়।
সে রমণী রমণে রহিলা যদুরায়॥
প্রেম আলিঙ্গনে প্রীতি প্রতি দিন বাড়ে।
এক তিল দোঁহে পরস্পর নাহি ছাড়ে॥
বহুমূল্য বসন ভূষণে করে ভূষা।
নিত্য মাল্য চন্দনে চর্চ্চিত করে ঊষা॥
ধূপ গন্ধে আমোদিত করিয়া মন্দির।
দিবারাত্রি জ্বলে দীপ কোলে যদুবীর॥
আসন অশন পান শুশ্রূষাতে করে।
শশিমুখী সকল ইন্দ্রিয় নিল হরে॥
চতুরাক্ষে চির দিন চাঁদ মুখ চেয়ে।
জানিতে নারিল কত দিন গেল বয়ে॥
গুপ্ত বেশে সখী মাঝে রমে অবিচ্ছেদ।
বাহিরে রক্ষক জাগে জানে নাহি ভেদ॥
শরীর বুঝালা যদুবীর-ভুজ্যমানা।
গর্ভহেতু হতত্রপা হৈতে গেল জানা॥
রক্ষক তক্ষক তুল্য লখিল নিশ্চয়।
ভয় পেয়ে দূত গিয়ে ভূপতিরে কয়॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত॥ ৭৮॥

দ্বারপাল কর্ত্তৃক রাজাকে সংবাদ প্রদান।

প্রণমিয়া পদতলে রাজাকে রক্ষক বলে
নরনাথ কর অবধান।
দুহিতা তোমার দুষ্টা বিরুদ্ধ তাহার চেষ্টা
বুঝি নাহি কেমন সন্ধান॥
লয়ে নানা অস্ত্রজাল রাজ্যে জাগি যেন কাল
কাল কবলিতে করি মন।
কখন কেমন মতে কে আইল আকাশ পথে
কামরূপী কন্যার সদন॥
রাজ অন্তঃপুরে থাকে কি করিতে পারি তাকে
রাখে কন্যা সঙ্গে সঙ্গোপনে॥
পরিহরি কুলব্রীড়া অহর্নিশি করে ক্রীড়া
দেখসিয়া আপন নয়নে।
বাজিল দূতের কথা বাণ পাইল বড় ব্যথা
দুহিতার শুনিয়া দূষণ॥
কোপে কম্পবান তনু পাঁচ শত ধরি ধনু
ধায় বীর কন্যার সদন।
আগুলিয়া দ্বারদেশে দেখিল বিনোদ বেশে
পুরুষ-রতন খেলে পাশা॥
পাশায় মজেছে মন দেখে নাহি দুই জন
পশ্চাৎ দেখিতে পাইল উষা।
উষার উড়িল প্রাণ প্রাণনাথে সাবধান
করে তারে পালাইতে কয়॥

কামাত্মজাম্বুজ আঁখি ভুবন-সুন্দর দেখি
মহীপতি মানিল বিস্ময়।
তবে দেখি অনিরুদ্ধ আততায়ী অতিক্রুদ্ধ
বেষ্টিত বিস্তর বীর ভাটে॥
সশস্ত্র দেখিয়া তারে শরীর মুকত করে
যম যেন যদুবীর উঠে।
সব হৈল হনুমান যাদব দলিত বাণ
নৃপতির বড়ই তরাঙ্গ॥
মারিয়া করিল গুঁড়া সব হৈল ঠুটা খোঁড়া
ভবন ছাড়িয়া দিল ভঙ্গ।
নিজ সৈন্য হনুমান দেখিয়া রুষিল বাণ
বন্ধন করিল নাগপাশে॥
বলির নন্দন বলী যাহারে সাক্ষাত শূলী—
সিংহনাদ করি গেল বাসে।
নাগপাশে হয়ে বদ্ধ পড়িলেন অনিরুদ্ধ
দেখি উষা হইল বিকল।
বিহ্বলা হইয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
সখী পুছে লোচনের জল॥
রাজা রামসিংহ সুত যশোমন্ত নরনাথ
তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর।
ভাবিয়া শ্রীভাগবত ভাষিলা ব্যাসের মত
লক্ষ্মণজ শম্ভুসহোদর॥ ৭৯॥

।

দ্বারকায় গোলযোগ।

শুকদেব কহে রাজা শুন পরীক্ষিত।
গোবিন্দের ঘরে ঘোর শোক উপস্থিত॥
প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ শুয়ে ছিল।
অর্দ্ধ রাত্রে অকস্মাৎ অন্তরিত হৈল॥
তাহার বান্ধব সব না দেখিয়া তারে।
অনিরুদ্ধ করিয়া কান্দিছে কলস্বরে॥
ত্রিভুবন খুঁজে তার তত্ত্ব নাহি পাইল।
চাহিতে চিন্তিতে চারি মাস বয়ে গেল॥
চক্রপাণি রুক্মিণী সহিত সচিন্তিত।
হেন কালে হরিদাস হৈল উপস্থিত॥
নম্র হয়ে নারদেরে নুয়াইয়া মাথা।
জিজ্ঞাসিলা যাদবেন্দ্র যদুচন্দ্র কোথা॥
প্রদ্যুম্ন প্রধান পুত্র তার পুত্র অনি।
কোথা গেল কৃপা করি কয়ে দেহ মুনি॥
পুত্র হতে পৌত্রকে প্রচুর স্নেহ হয়।
আপনি সে অন্তর্যামী জান মহাশয়॥
নিরন্তর পুড়ে প্রাণ নাতিটীর তরে।
দেবঋষি বলে এই দেখে আসি তারে॥
গোবিন্দের রোগে গেল গোবিন্দের নাতি।
নাগপাশে বদ্ধ কৈল বাণ মহামতি॥
ঊষা তার তনয়া তুলনা নাহি যায়।
চুরি করি চারি মাস গর্ভ কৈল তায়॥

।

দূতমুখে দৈত্য শুনি দুহিতার বাসে ।
যুদ্ধে অনিরুদ্ধে বদ্ধ কৈল নাগপাশে ॥
তোমার গোষ্ঠীকে বাপু মোর পরিহার ।
ভাল মেয়ে ভুবনে রহিল নাহি আর ॥
মহাবিষ জ্বালায় মরিয়া যেতে পারে ।
অবিলম্বে আপনি উদ্ধার কর তারে ॥
বিবরণ বলিয়া বিদায় মুনিবর ।
রাম দামোদর শুনি সাজিল সত্বর ॥
হান হান করিয়া হাঁকিল হলধর ।
সাজিল সত্বর বাদ্য বাজিল বিস্তর ॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ ধায় রথে ।
উড়াপাক দিয়া ধায় যারা যায় পথে ॥
মহারথী মদন মকরধ্বজ রথে ।
বেগবান্ হয়ে যান যুযুধান সাথে ॥
সাজিলেন গদ শাম্ব সারণ সহিত ।
নন্দ উপনন্দ ভদ্র ভুবন-বিদিত ॥
সাজিল ছাপ্পান্নকোটি যদুবংশ ঘটা ।
মহাযোদ্ধাপতি সব মহামেঘ ছটা ॥
জম্বুদ্বীপে হৈল যদি যাদবের দম্ফ ।
সর্পরাজ সহিত সবার হৈল কম্প ॥
উথলিল অম্বুধি আচ্ছন্ন হৈল রবি ।
যম ডরাইল দেখি যাদবের ছবি ॥
নানা অস্ত্রজাল ধরি খেঁচিয়া কামান ।
চড়িয়া চলিল যেন চিত্রের নির্ম্মাণ ॥

অক্ষৌহীণি দ্বাদশ দুর্ব্বার লয়ে সাথে।
বিরাজিল গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ রথে॥
বৃষ্ণি কৃষ্ণ দেবতা সহিত দামোদর।
বেড়িল বাণের বাটী শোণিত নগর॥
ভোজ্যবান পুরোদ্যান প্রকার গোপুর।
ভণে রামেশ্বর শব্দ শুনে বাণাসুর॥ ৮০॥

বাণরাজার সহিত যুদ্ধ।

চতুর্দ্দিকে শুনে হুড় হুড় হুর হুর।
মেঘ যেন গর্জ্জিয়া উঠিল বাণাসুর॥
ভেকের ভাবুক নাহি ভুজঙ্গের ঘরে।
কানা বলা কেন আইল মরিবার তরে॥
হাসিতে আমার পাশে বাসে নাহি ভয়।
জানে নাই যাদব যাবেক যমালয়॥
বলির নন্দন বলী কংস কেশি নই।
নিপাতিব নাথের নফর যদি হই॥
তার বার অক্ষৌহিণী মোর বার দল।
জানিব দ্বৈরথে আজি যাদবের বল॥
তৎক্ষণে তাপিত হয়ে তুল্য বল সাথে।
চট্ পট্ চাপিয়া চলিলা চিত্র রথে॥
চতুরঙ্গ দলে ভাল করিয়া কৌতুক।
গিয়া গোবিন্দের কাছে হৈল অভিমুখ॥
আচ্ছাদিত হয়ে,তনু ছত্রিশ আতরে।
পঞ্চ শত ধনু তার পঞ্চ শত করে॥

সশস্ত্র-সহস্র-হস্ত-অগুনিত তনু।
দুটা চক্ষু দেখি যেন প্রভাতের ভানু॥
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা অর্দ্ধচন্দ্র ভালে।
দেখি সুখী বাসুদেব সাধু সাধু বলে॥
বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড় সঙ্গে নন্দিভৃত্য।
সম্মুত সাজিল শিব সেবক নিমিত্ত॥
সীমা নাহি শিবের সহিত কত সেনা।
প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ দক্ষ দানা॥
ভকত-বৎসল ভব ভুবন-বিদিত।
বাণ হেতু রণ রামকৃষ্ণের সহিত॥
অভেদে অদ্ভুত যুদ্ধ হৈল হরিহরে।
ব্রহ্মাদি বিমানে আইল দেখিবার তরে॥
অতুল সংগ্রাম নানা অস্ত্রজাল ছুটে।
স্মরিতে সর্ব্বাঙ্গে রোম সিহরিয়া উঠে॥
জনে জনে যোগ্য যোগ্য যুগ্ম যুগ্ম যুঝে।
অসমানে নাহি মানে স্বসমানে খুঁজে॥
হরি বিনা হরের সমান অন্য নহে।
হরিহরে হৈল যুদ্ধ প্রদ্যুম্নে গুহে॥
যোটকে বলাই সম বলে নাই বল্যা।
কুম্ভাণ্ড কূপকর্ণ দুই জনে হৈলা॥
মহাবীর শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
বাণ-পুত্র সহিত বাজিল তার রণ॥
বাণের সংগ্রাম হৈল সাত্বকির সনে।
গজী রথী পত্তি সব সমানে সমানে॥

ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাবি ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ৮১ ॥

হরিহরের সংগ্রাম।

দুর্জ্জয় দুই দল সকল মহা বল
হরিহর অনুচর তারা।
শার্ঙ্গ পিণাক ধর বরিষৈ খরশর
যৈছন জলধর-ধারা ॥
গিড়ি গিড়ি ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় ঝাঁ ঝাঁ
সুরনর দুন্দুভি বাজে।
ঘন ঘন হন হন ধর ধর নিস্বন
রণে রণপণ্ডিত গাজে ॥
খড়্গ খরশর কুঠার তোমর
ডাবুষ মুদ্গার টাঙ্গি।
কেহ মারে যষ্টিক কেহ মারে মুষ্টিক
কেহ মারে শেল শূল সাঙ্গী ॥
কার গেল হস্তক কার গেল মস্তক
কার গেল পদযুগ বক্ষ।
কার গেল আশা কার গেল বাসা
কার গেল নাসা শ্রবণাক্ষ ॥
রথের গড়গড়ি দন্তের কড়মড়ি
ঢালের খড়খড়ি শব্দ।
মার মার ডাকাডাকি বাণে ঠেকাঠেকি
ত্রিভুবন হইল স্তব্ধ ॥

আকর্ণ পুরি যন করিয়া সন্ধান
শার্ঙ্গ পিণাকী বিন্দে।
ভণে রামেশ্বর হরি-হর-শঙ্কর
শঙ্কর-চরণারবিন্দে ॥ ৮২ ॥

মাহেশ্বর জ্বরের উদ্ভব।

সৌরীশ সারঙ্গ গত সুতীক্ষ্ণাগ্র শর।
সমূহে সংমোহ পায় শঙ্করানুচর ॥
তাপিত হইল ভূত প্রমথ গুহক।
যাতুধান ডাকিনী বেতাল বিনায়ক ॥
পিশাচ কুষ্মাণ্ড ব্রহ্ম রাক্ষস সকল।
বিক্ষত বিষ্ণুর বাণে হইল বিকল ॥
দেখিয়া দিব্যাস্ত্র হর মাইল পীতাম্বরে।
সবিস্ময়ে শার্ঙ্গপাণি সমাধিলা শরে ॥
ব্রহ্মাস্ত্রে ব্রহ্মাস্ত্র বারে বায়বে পর্ব্বত।
আগ্নেয়ে পার্জ্জন্য বারে নৈজে পাশুপত ॥
নারায়ণে নিজাস্ত্র যখন মাইল হর।
জৃম্ভণাস্ত্রে জৃম্ভিত করিলা গদাধর ॥
মহেশ্বরে মোহ হৈল মুখে উঠে হাই।
বাণকে বধিতে কৃষ্ণ চলে ধাওয়া ধাই ॥
অসি ইষু গদা যে প্রহারে গদাধর।
বাণের বিমান ভাঙ্গি কৈল বরাবর ॥
প্রদ্যুম্নের বাণে গুহ হতমান হয়ে।
ভঙ্গ দিল রণে শিখি শোণিতাক্ত হয়ে ॥

।

কুম্ভাণ্ড কূপকর্ম্ম যুঝে মৈল রামসনে।
মুষলে মূর্চ্ছিত করি মাইল দুই জনে॥
কাটাকাটি করি কত কোটি কোটি মৈল।
অনেক অনীক হতনাথ হয়ে গেল॥
হরিহর তুল্য কিন্তু বাণে রুষ্ট দৈব।
বৈষ্ণব বিজয় হৈল ভঙ্গ দিল শৈব॥
দেখিয়া রুষিল বাণ বাসুদেব প্রতি।
সারথি ঠেলিয়া রথ চালাইল রথী॥
পঞ্চ শত ধনুকে যুড়িয়া দু দু শর।
মার মার ডাক ছাড়ে কৃষ্ণের উপর॥
শার্ঙ্গধন্বার শর সত্বর ছুটিল।
ধনুক সহিত শর সকল কাটিল॥
রথাশ্ব সারথি সব এক কালে কেটে।
বাণকে বধিতে বাসুদেব আইল ছুটে॥
হেন কালে হৈমবতী হয়ে তার মাতা।
মাধবাগ্রে মুক্তকেশী বসনবর্জ্জিতা॥
কঠোরী কাতর হয়ে কহিলা কৃষ্ণেরে।
হা-পুতিকে পুত্রের পরাণ দান দে রে॥
বাসুদেব বিমুখ হইলে অতঃপর।
বুঝিয়া বিরথী বাণরাজা গেলা ঘর॥
ত্রিলোচন তখন কোপিয়া অতিশয়।
মাহেশ্বর জ্বর সৃষ্টি করিলা দুর্জ্জয়॥
ত্রিশিরা তাহার নাম তিন শির দেখি।
তরুণ তপন অঙ্গ তেজোময় আঁখি॥

আকাশ পাতাল যুড়ি দাঁড়াইল জ্বর।
তার তেজে ত্রিভুবন করে থর থর॥
তারে দেখে তখন তাপিত হয়ে হরি।
সৃজিলা বৈষ্ণব জ্বর যেন মেরু গিরি॥
মহাবল কেবল যুগল জ্বর যুঝে।
মাথায় মাথায় পায় পায় ভুজে ভুজে॥
মাহেশ্বর মৃতপ্রায় বৈষ্ণবের বলে।
বিশীর্ণাঙ্গ হয়ে ভঙ্গ দিল রণস্থলে॥
বৈষ্ণব দেখিল মাহেশ্বর যায় ছুটে।
মার মার করিয়া পশ্চাৎ নিলা পিটে॥
ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলা শিব-জ্বর।
তবু পাছ নাহি ছাড়ে কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণ বিনা পরিত্রাণ কোন খানে নাই।
গড় করি পড়ে গিয়া গোবিন্দের ঠাঁই॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত॥ ৮৩॥

জ্বর কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তুতি।

ত্রিশিরা সে তিন শিরে কৃষ্ণেরে প্রণাম করে
অভয় চরণ অভিলাষে।
ঘন নেত্রে বহে নীর বিনয় করিয়া বীর
প্রেমে গদ গদ হয়ে ভাষে॥
ভীত মাহেশ্বর জ্বর যুড়িয়া যুগল কর
কৃষ্ণের চরণে করে স্তুতি।

তুমি দেব পরাৎপর মনোবাক্য অগোচর
আদিদেব অনন্ত-শকতি ॥
আত্মতত্ত্ব তুমি ষড় ঋতু।
সর্ব্ব-আত্মা সনাতন সকলি বিজ্ঞান-ধন
বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি নাশ হেতু ॥
লক্ষণে লখিনু আমি যেই ব্রহ্ম সেই তুমি
শান্তমূর্ত্তি প্রসন্ন-হৃদয়।
কাল দৈব কর্ম্ম জীব স্বভাবাদি প্রাণ শিব
তোমার বিভব বিনা নয় ॥
চরাচর যত কায়া সকল তোমার মায়া
তুমি তার নিরোধ কারণ।
জননী-জঠর-ভয় দূর কর তাপত্রয়
তব পায় লইনু শরণ ॥
নানা ভাবে নানা জীব সর্ব্ব ঘটে এক শিব
সবারে ভরণ তুমি কর।
বিশেষে যে সাধু লোক তাহারে যে দেয় শোক
আপনি তাহার প্রাণ হর ॥
ভূমির হরিতে ভার পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার
আমায় করহ পরিত্রাণ।
তোমার উজ্জ্বল জ্বরে বিকল করেছে মোরে
দুঃসহ সহিতে নারে প্রাণ ॥
মৃত্যু-কাল-সর্প-ভয়ে মর্ত্ত্যে ত্রিভুবন ধেয়ে
তবু নাহি পায় পরিত্রাণ।

তোমার শরণ লয়, তবে ঘুচে মৃত্যুভয়
অনায়াসে অশেষ কল্যাণ॥
বিফল বিষয় রসে বদ্ধ হয়ে মায়াপাশে
তব পদ না সেবে যাবত।
তাবৎ যন্ত্রণা পায় শরীরে সন্তাপ যায়
তবে কেন আমায় এমত॥
ত্রিশিরার স্তব শুনি তুষ্ট হয়ে চক্রপাণি
বাঁচাইয়া বর দিলা পিছু।
তোমার আমার কথা যে জন স্মরিবে তথা
তুমি পীড়া দিহ নাহি কিছু॥
অঙ্গীকার করি জ্বর যেতেমাত্র অতঃপর
বীরবর বাণ আইল সেজে।
মার মার করি ছুটে অহঙ্কার নাহি টুটে
বাড়িয়াছে শিবপদ পূজে॥
ভট্ট নারায়ণ মুনি সন্তান কেসরকনি
যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী
অযোধ্যা নগর নিকেতন॥
পূর্ব্ববাস যদুপুরে হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।

স্থাপিয়া কৌশিকীতটে বসিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সংগীত ॥ ৮৪ ॥

বাণের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ।

দুন্দুভি বাজনা বাজে রণে সাজে রাজা।
বলির নন্দন বীর বাণ মহাতেজা ॥
দশশত ভুজে তার দশশত বাণ।
বাহাইল বিমানে বলিয়া হান হান ॥
সারথি হাঁকিল রথ অতি বড় বেগ।
রথের নিনাদ যেন প্রলয়ের মেঘ ॥
নাসার নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়।
কুপিয়া কৃষ্ণের কাছে আইল দড়বড় ॥
ডাগর ডাগর ডাক ছেড়ে ছাড়ে শর।
পুষ্করের বর্ষে যেন পর্ব্বত উপর ॥
সহস্র সহস্র শর যুড়ে একবারে।
নিজ বাণে নারায়ণ নিবারণ করে ॥
শূন্য হৈল তূণীর সমাপ্ত হৈল শর।
ধরিল সহস্র ভুজে সহস্র তোমর ॥
ঘন ঘন ডাকে মার মার হান হান।
একবারে কৃষ্ণে মারে দশ শত বাণ ॥
বাসুদেব কুপিয়া বাণের যত বাণ।
সুদর্শনে কাটিয়া করিল খান খান ॥
পাষাণ পাদপ ফেলে মারিতে পশ্চাৎ।
কৃষ্ণ ধরে কাটিতে আরম্ভ কৈল হাত ॥

যেন বড় বৃক্ষের কাটিয়া ফেলে ডাল।
হস্তগুলা পড়ে ভূমে হয়ে সপ্ততাল॥
চারি হস্ত আছে যবে হেন কালে হর।
হাঁ হাঁ করে ধরিল কৃষ্ণের দুটী কর॥
সেবক-বৎসল শিব সেবকের দায়।
কৃষ্ণেরে করয়ে স্তুতি রামেশ্বর গায়॥ ৮৫॥

শিব কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তব।

তুমি ব্রহ্ম পরজ্যোতি বাঙ্‌মনোনিগূঢ় অতি
স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর সব।
অমলাত্মা সব যাঁকে আকাশের প্রায় দেখে
যত দেখে তোমার বৈভব॥
তব নাভি নভস্থল মুখ অগ্নি শুক্র জল
স্বর্গ শির চক্ষু দিবাকর।
চন্দ্র মন দিক্ শ্রুতি অঙ্ঘ্রি যার বসুমতী
আমি আত্মা সমুদ্র জঠর॥
ভুজ যার জম্ভভেদী লোম যার মহৌষধি
শেষ যার কেশের নির্ম্মাণ।
হৃদয় যাহার ধর্ম্ম সে তুমি পরম ব্রহ্ম
লোক-গুরু পুরুষ-প্রধান॥
অচ্যুতানন্দ অবতার।
এই অবতার ধরি ধর্ম্ম সংস্থাপন করি
জগতের করিলে নিস্তার॥

যেমন সূর্য্যের কর প্রকাশিয়া চরাচর
আপনারে প্রকাশে আপনি।
তেমন তোমার মায়া নির্গুণে ধরিয়া ছায়া
গুণবান করেন গুণিনী॥
এক তুমি আদিমূর্ত্তি সকল তোমার কীর্ত্তি
সকলে আপনি সর্ব্বময়।
তুমি ব্রহ্ম ধর্ম্মসেতু অহেতু অশেষ-হেতু
অনির্ব্বাচ্য অনন্ত অব্যয়॥
তুমি সকলের সার তোমা বিনা নাহি আর
অজ্ঞান বুঝিতে নাহি পারে।
পুত্র দারা গৃহসুখে প্রসক্ত হইয়া থাকে
ডুবে উঠে দুঃখের সাগরে॥
লভি দেবদত্ত দেহ নরলোকে অজিতেন্দ্রিয়
অনাদর করে তুয়া পায়।
আপনা বঞ্চন করে পশ্চাৎ ভাবিয়া মরে
অমৃত ছাড়িয়া বিষ খায়॥
যে জন বিজ্ঞান ধরে সে তোমা ছাড়িতে নারে
কেবল অনন্ত করি জানে।
এমন বিস্তর বল্যা শঙ্কর প্রণত হৈলা
সুহৃদাত্ম-দেবের চরণে॥
শিব বিষ্ণু কোলাকুলি বাণ নিল পদধূলি
শঙ্কর সঁপিল হাতে হাতে।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর কৃপা কর হরিহর
যশোমন্ত সিংহ নরনাথে॥ ৮৬॥

বাণ রাজার প্রতি প্রসাদ ।

হরিকে কহেন হর শুন কৃপাসিন্ধু ।
অনুরক্ত অতি ভক্ত বাণ মোর বন্ধু ॥
অনুগত অসুরে অভয় দিনু আমি ।
এই সে আমার বাক্য আজ্ঞা কর তুমি ॥
তব ভক্ত প্রহ্লাদ ইহার পিতামহ ।
তার প্রতি তোমার জানিবে যত স্নেহ ॥
তত স্নেহ আমার ইহাতে ইহা জানি ।
তুমি স্নেহ কর বলে সমর্পিলা আনি ॥
হরের বচনে হর্ষ হয়ে কন হরি ।
সর্ব্বকাল আমরা তোমার আজ্ঞাকারী ॥
আপনে যে বলেছ সে অতি বিলক্ষণ ।
অলঙ্ঘ্য তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘে কোন জন ॥
তোমার প্রিয়কে পীড়া করি নাই কভু ।
সকলের সার তুমি সবাকার প্রভু ॥
এ বাণ বলির বেটা প্রহ্লাদের পৌত্র ।
তাহারে বলেছি বধ্য নহে তব গোত্র ॥
তাহাতে তোমার ভক্ত মোর প্রিয়তম ।
বাহুচ্ছেদ করে কৈনু দর্প উপশম ॥
পৃথিবীর ভার গেল ভাল হৈল কর্ম্ম ।
আর কিছু করি আমি অসুরের শর্ম্ম ॥
পার্ষদ-প্রধান হয়ে আমার আশীষে ।
হবেক অজরামর রবেক কৈলাসে ॥

চারি ভুজে তোমার চরণ দুটী পূজে ।
আনন্দসাগরে বাণ থাকিবেক মজে ॥
কৃষ্ণ কৈলা আশীর্ব্বাদ বাণ হইল নতি ।
শিবাদেশে উষাসনে আনে উষাপতি ॥
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত ।
যশোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥ ৮৭ ॥

অনিরুদ্ধের বিবাহ ।

ভাগ্যবান বাণ রাজা সিদ্ধ হৈল আশা ।
অনিরুদ্ধ সহিত উষার হৈল ভূষা ॥
বিচিত্র বসন বহুমূল্য অলঙ্কার ।
যৌতুক কৌতুক কত সীমা নাহি তার ॥
চিত্ররথে চাপাইয়া চলিল পশ্চাত ।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে নাচে নরনাথ ॥
আগে আগে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ ।
গড় করি গোবিন্দে করিল সমর্পণ ॥
অনিরুদ্ধে হেরিয়া হাসিল হলধর ।
উষার দেখিল চারি মাসের উদর ॥
গোপীনাথ গদ্য করে পৌত্রবধূ হেরি ।
পদ্মিনী প্রদ্যুম্নবধূ পরম সুন্দরী ॥
বরকন্যা দেখি সবে আনন্দ হৃদয় ।
শম্ভুকে সম্ভাষ করি গোবিন্দ বিজয় ॥
রুদ্রাণী-মোদিত রঙ্গ করিয়া বিস্তর ।
চক্রপাণি চলে অনিরুদ্ধ-পুরঃসর ॥

দ্বাদশাক্ষৌহিণী সেনা চতুরঙ্গ দল।
আগে পিছে চলিলা করিয়া কোলাহল ॥
শুক্ল রক্ত পীত কৃষ্ণ পতাকার ঘটা।
শঙ্খ দুন্দুভির শব্দ গেল ব্রহ্মকোটা ॥
অনিরুদ্ধ-পুরঃসর প্রবেশিলা পুরী।
ঘরে আইল হারাধন হয়েছিল চুরি ॥
আনন্দের সীমা নাই গোবিন্দের ঘরে।
অঙ্গনে অঙ্গনা উথানিল কন্যাবরে ॥
নৃত্য গীত বাদ্য সব নগরের শোভা।
ঘরে ঘরে ঘোষে লোক গোবিন্দের প্রভা ॥
এই কৃষ্ণ-বিজয় প্রভাতে যদি স্মরে।
পরাজয় নাহি হয় পাপ যায় দূরে ॥
পালা পূর্ণ হৈল আশীর্ব্বাদ অতঃপর।
অজিত সিংহেরে রক্ষ রক্ষ রামেশ্বর। ৮৮ ॥

ইতি পঞ্চম দিবসীয় নিশাপালা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ দিবসীয় দিবাপালারম্ভ।

বৃকাসুরের উপাখ্যান।

হরি-হর-সংবাদ শুনিয়া হৈমবতী।
হাসিয়া হরের পায় হইলেন নতি ॥
সাধু সদাশিব সত্য সেবক-বৎসল।
চতুর্ব্বর্গ-দাতা দুটী চরণ কমল ॥

ভোলানাথে মিলে থাকে ভক্তগুলি ভাল।
এমন ভক্তের কথা আর কিছু বল॥
বিশ্বনাথ বলেন বলিতে বাসি ব্রীড়া।
পায় পড়ে বর লেই পিছু দেই পীড়া॥
বৃকাসুরে বর দিয়া বিশ্ব বুলি ধেয়ে।
বিষ্ণু আসি বাঁচাইল বিপ্রবেশ হয়ে॥
স্মিতমুখী শুনে বলে এ ত বড় রঙ্গ।
মৃত্যুঞ্জয় হয়ে মৃত্যুভয়ে কেন ভঙ্গ॥
শৈলসুতা শুন বড় কথা উপস্থিত।
শুকমুখে শুনে যাহা রাজা পরীক্ষিত॥
বৃক নামে অসুর আছিল এক জন।
শকুনির সূনু শুন তার বিবরণ॥
বাহুবলে বিশ্ব জয় করি বীরবর।
নারদের উপদেশে আরাধিল হর॥
সাধন করিলে শীঘ্র সিদ্ধ হয় কাজ।
কোন দেবা করি সেবা কহ মুনিরাজ॥
আশুতোষ উমাপতি যদি দিলা কয়ে।
ষড়হ সাধিল সকৃৎ পাংশুমুষ্টি খেয়ে॥
সপ্তাহে অসুর তুষ্ট রুষ্ট হয়ে হরে।
অগ্নিকুণ্ডে দিল মুণ্ড জীল হরবরে॥
দেব-দেবে দয়া হৈল দেখে তার দুঃখ।
বিলক্ষণ বর মাগ বলে পঞ্চমুখ॥
বঞ্চিত বাঞ্ছিত বর মাগিলেন এই।
যার শিরে হস্ত দিব ভস্ম হবে সেই

হিংসকের হিংসায় হয়েছে অভিলাষ।
বিস্তর বলিনু বোধ মানে নাহি দাস॥
এড়াইতে নারিয়া অসুরে দিনু বর।
পরীক্ষিতে মোর মাথে দিতে আসে কর॥
প্রাণভয়ে পালানু পশ্চাৎ নিল তেড়ে।
আলাইল জটা বাঘছাল গেল পড়ে॥
রুষিল অসুর তার খসিল অম্বর।
এলোচুলী ধেয়ে বুলি দুই দিগম্বর॥
চতুর্দ্দশ ভুবন হইল চমৎকার।
হায় হায় বলে মার-মার যায় মার॥
ব্রহ্মাণী সহিত ব্রহ্মা ছুটে হংসরথে।
গরুড়ে গোবিন্দ লক্ষ্মী সরস্বতী সাথে॥
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র সেহ আইল ধেয়ে।
চারা নাহি কার সবে রহিলেন চেয়ে॥
বিষ্ণু হয়ে বটু বাক্‌পটু বিলক্ষণ।
সম্বোধিয়া হাস্যাভাসে কৈল সম্ভাষণ॥
তোরা দুই দিগম্বর ধাওয়াধাই কেন।
দাঁড়ায়ে বৃত্তান্ত কহ রহ দুই জন॥
মধ্যে হৈলা মাধব দু দিকে দুই জন।
বৃকাসুর বন্দিয়া বলিল বিবরণ॥
বৃকের বচন বটু উড়াইল হাসি।
বৃথা কষ্ট পাইলে বাছা এত দূর আসি॥
কার শিরে হস্ত দিলে কেহ ভস্ম হয়।
এ কথা কেমনে মনে করেছ প্রত্যয়॥

দক্ষশাপে শিবের পিশাচ ব্রত হৈতে।
তদবধি পারে নাই কারে কিছু দিতে॥
ঈশ্বরাজ্ঞা অমোঘ এমন যদি জ্ঞান।
স্বমস্তকে হাত দিয়া দেখ নাই কেন॥
মহাসুরে মোহ করে মাধবের মায়া।
নিজ শিরে হস্ত দিল ভস্ম হৈল কায়া॥
হরে ধরি করে হরি প্রেম আলিঙ্গন।
দুন্দুভি বাজনা বাজে নাচে সুরগণ॥
কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ গান করে তারা।
শক্র কৈল সুধাবৃষ্টি সুস্থ হৈল ধরা॥
পুণ্যগন্ধযুত বায়ু বহে মন্দ মন্দ।
শিব পরিত্রাণে হৈল সবার আনন্দ॥
পশুপতি প্রশংসিয়া পদ্মনাভ কয়।
বিশ্ববীজ বিশ্বনাথ সদানন্দ ময়॥
আত্মা তুমি আমার আরাধ্য সবাকার।
তোমার তুলনা তুমি তুল্য নাহি আর॥
আশুতোষ উমাপতি ভকতের বশে।
হিংসক হইল হত আপনার দোষে॥
সাধু শব্দ নমঃ শব্দ জয় শব্দ কয়ে।
বিবুধ-বিদায় বিশ্বনাথে নত হয়ে॥
সুপবিত্র চরিত্র গিরিশ-পরিত্রাণ।
শুনিলে সম্পদ সুখ সকল কল্যাণ॥
এ কথা ঈশ্বরী শুনে ঈশ্বরের মুখে।
রাত্রি দিবা শিবসেবা সীমা নাহি সুখে॥

এমন প্রভুর পদ পূজা নাহি করে।
মূঢ় জীব জীয়ে কেন যায় নাই মরে॥
পরিতোষ প্রভুর প্রচুর হয় যাতে।
যত্ন করি জিজ্ঞাসিব যজ্ঞদাম ব্রতে॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ৮৯॥

পার্ব্বতীর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।

পর্ব্বত-পুরবরে কৈলাস শিখরে
সকল রত্ন বিভূষিতে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রচুর দেবাসুর
সুসিদ্ধ চারণ সেবিতে॥
অপ্সরবৃন্দাবৃত দুন্দুভি নৃত্যগীত
মহর্ষি মুখে বেদধ্বনি।
সকল পুষ্পফল শোভিত সর্ব্বকাল
সে স্থল মহিমা এমনি॥
সুস্থিরচ্ছায়াবৃক্ষ আরূঢ় নানা পক্ষ
নানামত নিনাদিতে।
সুন্দর পারিজাত প্রসূন সমুদ্ভূত
দিঙমুখ গন্ধ আমোদিতে॥
আকাশ গঙ্গামৃত তরঙ্গ নিনাদিত
ত্রিগুণযুত বায়ু বহে।
সুরম্য সেই স্থানে বসিয়া বরাসনে
সদত শিবদুর্গা রহে॥

একদা শিব সেবি জিজ্ঞাসা কৈলা দেবী
আনন্দে পেয়ে বৃষকেতু।
শুনহে শূলপাণি তোমারে আমি জানি
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ হেতু॥
অনেক পুণ্যফলে অভয় পদতলে
আমার রসের লহরী।
কহ হে সুরশ্রেষ্ঠ যে কর্ম্মে তুমি তুষ্ট
সে সব কর্ম্ম আমি করি॥
কি ব্রত যজ্ঞ দান অথবা তীর্থ স্নান
তোমার কিসে পরিতোষ।
এ কথা সত্য করি কহিবে ত্রিপুরারি
ক্ষমিয়া মোর যত দোষ॥
দেবীর এ বচন শুনিয়া ভগবান
শঙ্কর আরম্ভিলা কথা।
বিরচে রামেশ্বর শ্রীনন্দিকেশ্বর
পুরাণ সুসঙ্গত যথা॥ ৯০॥

শিব রাত্রের বিধি।

শঙ্কর সন্তুষ্ট হয়ে সুন্দরীকে কন।
বিধুমুখী শুন ব্রতরাজ বিলক্ষণ॥
ফাল্গুনের চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষে হয়।
তাহার যে রাত্রি তাকে শিবরাত্রি কয়॥
সেই শিবরাত্রি ব্রত যেই জন করে।
নিশ্চয় ভবের হয় ভবভয় তরে॥

স্নানমন্ত্র উপহার তার নাহি দায়।
উপবাস মাত্র আমা অকস্মাৎ পায়॥
ব্রতের বিধান বলি শুন সাবধানে।
ব্রহ্মচর্য্য সমাহিত ত্রয়োদশী দিনে॥
স্নান পূজা নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
নিরামিষ হবিষ্য বা সকৃত ভোজন॥
শিব নাম স্মৃতিমাত্র করে রাত্রি কালে।
স্থণ্ডিলে বা কুশে শুয়ে সংস্কৃত স্থলে॥
রাত্রি শেষে উত্থান করিয়া তার পর।
আবশ্যক কৃত্যের কর্ত্তব্য দ্রুততর॥
অভ্যুদয়ে স্নান সন্ধ্যা করি সমাপন।
বিল্বদল বিস্তর করিবে আহরণ॥
তার পরে মধ্যাহ্নেতে নিত্য কর্ম্ম সারি।
পশ্চাতে পশ্চিম সন্ধ্যা উপাসনা করি॥
নদ্যাদ্যে স্থণ্ডিলে লিঙ্গে স্থাবরে বা শিবে।
যত্ন করি লিঙ্গ পিঠে বিল্বদল দিবে॥
যত পুষ্প সকল জানিবে এক ঠাঁই।
এক বিল্ব দলের তুলনা দিতে নাই॥
মণিমুক্তা প্রবাল পুরট পুষ্পচয়।
বিল্বদলে প্রীত যত তাতে তত নয়॥
প্রহরে প্রহরে স্নান পূজা বিশেষত।
গন্ধ পুষ্প দিয়া দুগ্ধ দধি মধু ঘৃত॥
দুগ্ধে স্নান প্রথমে দ্বিতীয়ে দিয়া দধি।
ঘৃতে করে তৃতীয়ে চতুর্থে মধু বিধি॥

পঞ্চরাত্রি বিধানে বলিয়া মূল মন্ত্র।
যথাশক্তি আমারে পূজন পুণ্যজন্ম॥
নৃত্য গীত বাদ্যে করে নিশি জাগরণ।
অপর দিবসে আগে ব্রাহ্মণ ভোজন॥
বিপ্রে পূজি পশ্চাত পারণ করে গিয়া।
তাহার পুণ্যের কথা শুন মন দিয়া॥
যজ্ঞদান তপস্যায় যত পুণ্য হয়।
ইহার ষোড়শ কলা তুল্য কেহ নয়!
যে করে এ ব্রত তারে চতুর্ব্বর্গ দি।
গাণপত্য লভে আর অবগর কি॥
পুণ্যশেষে পশ্চাৎ পৃথিবীস্থলে গিয়া।
যে সুখ সম্পদ পায় শুন মন দিয়া॥
সপ্তদ্বীপেশ্বর হয়ে হয় কামচারী।
তিথির মাহাত্ম্য শুন ত্রিপুরসুন্দরী॥
পশুপতি আরম্ভিলা পুরাতন কথা।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে শুনে শৈলসুতা॥৯১॥

ব্যাধের মৃগয়ায় গমন।

আছে এক পুরী তার নাম বারাণসী।
সর্ব্বগুণসমন্বিত স্বর্গ হেন বাসি॥
তাতে এক ব্যাধের আছিল অবস্থিতি।
সর্ব্বদা হিংসক হয় দুর্জ্জন দুর্ম্মতি॥
খর্ব্ব বপু খল কৃষ্ণ তপ্ত তাম্রকেশ।
পিঙ্গললোচন পাপী পিশাচের বেশ॥

পশু হিংসা সজ্জা (য়) তার পরিপূর্ণ ধাম।
বাগুরা শল্লাদি করি কত লব নাম॥
এক দিন সেই ব্যাধ প্রবেশিয়া বনে।
বধিল বিবিধ পশু বিস্তর যতনে॥
মাংসভার বান্ধিয়া মনের অভিলাষে।
গমন উদ্যম কৈল আপনার বাসে॥
চলে যেতে শ্রম হৈল গুরুতর ভারে।
অসমর্থ হৈল বড় বনের ভিতরে॥
বিশ্রাম বাসনা করি বৃক্ষতলে শুইল।
নিদ্রার আবেশে অবশেষ দিন গেল॥
সূর্য্য অস্ত গেল হৈল ভয়প্রদা নিশা।
নিদ্রাভঙ্গ হৈতে ব্যাধ হারাইল দিশা॥
উঠিয়া বসিল ভয়ে হৈল মৃতপ্রায়।
অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে না পায়॥
করে মনে মরি বনে তার নাহি দায়।
কিন্তু কোন জন্তু পাছে মাংস তার খায়॥
প্রাণপণে প্রচুর পিসিত করি কোলে।
হাঁটু পাড়ি বড় বৃক্ষ হাতাড়িয়া বুলে॥
বৃহদ্ বিল্ববৃক্ষ পাইল বিস্তর আয়াসে।
মাংস ভার বাঁধিল বিবিধ লতাপাশে॥
বৃক্ষোপরে আপনি উথান করে রয়।
রামেশ্বর বলে তার তলে পশুভয়॥ ৯২॥

ব্যাধ কর্ত্তৃক শিবপূজা।

ক্ষুধার্ত্ত তৃষার্থ ব্যাধ বৃক্ষের উপর।
পরিপ্লুত নীহারে কম্পিত কলেবর॥
এইরূপে জাগিয়া রহিল রাত্রিকালে।
দৈবাৎ আমার লিঙ্গ ছিল বৃক্ষমূলে॥
শিবরাত্রি সে দিন লুব্ধক অনাহারে।
গাত্রবেয়ে হৈল হিমপাত মোর শিরে॥
তনু যত কাঁপে তত তরুবর নড়ে।
বৃন্তথসে বৃদ্ধ বৃদ্ধ বিল্বদল পড়ে॥
তার সেই দশা মোর তোষে নাহি সীমা।
তিথির মাহাত্ম্য বিল্বদলের মহিমা॥
স্নান নাহি পূজা নাহি উপহার শূন্য।
তবু তিথি মাহাত্ম্যে মহত পাইল পুণ্য॥
এই রূপে সেই ব্যাধ করি ব্রতোত্তম।
প্রভাতে প্রস্থান কৈল আপন আশ্রম॥
ব্যাধ-বৃত্তি করি নিত্য কত কাল ছিল।
পরে তার মৃতুকাল উপস্থিত হৈল॥
অধমে আনিতে অন্তকের আজ্ঞা পেয়ে।
অযুত অযুত যমদূত আইল ধেয়ে॥
কার হাতে লৌহদণ্ড কার হাতে নড়ি।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে কেহ ধায় রড়ারড়ি॥
লোহার মুদ্গর লয়ে লম্ফ দিয়া পড়ে।
খড়্গাবর্ম্ম ধরে কেহ ধায় উভরড়ে॥

কার হাতে শেল শূল কার হাতে ছুরি।
কৃপাণ কুঠার আর কাটার কাটারি ॥
পরশু পট্টিশ আদি নানা অস্ত্রধরি।
ধাইল ধর্ম্মের দূত ধর ধর করি ॥
ভয়ঙ্কর যমের কিঙ্কর সাজি আইল।
চতুর্দ্দিক চেয়ে ব্যাধ চমৎকার হৈল ॥
কাট কাট কহে কেহ কহে মার মার।
কেহ কহে বাঁধ বাঁধ বিদার বিদার ॥
লুঠিয়া ইন্দ্রিয় গ্রাম পাওয়াইল ভ্রম।
কৈল শেষে চর্ম্মপাশে বন্ধন উদ্যম ॥
সেইকালে মম দূত সঙ্গে হৈল জঙ্গ।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে শুন তার রঙ্গ ॥৯৩॥

ব্যাধের পরলোক প্রাপ্তি।

হেন কালে মম চিত্ত হইল চঞ্চল।
অকস্মাৎ আসন করিল টলমল ॥
সে যে উপবাসী ছিল শিবরাত্রি দিনে।
সেই কথা সকল পড়িল মোর মনে ॥
কিঙ্করে কহিনু বারাণসে ব্যাধ মরে।
সে মোর সেবক শীঘ্র আন গিয়া তারে ॥
এইরূপ আমার অমোঘ আজ্ঞা পেয়ে।
অযুত অযুত শিবদূত গেল ধেয়ে ॥
যমদূত ব্যাধকে বন্ধন দিতে যায়।
হেন কালে মম দূত মানা কৈল তায় ॥

কি কর্ম্ম করিস্ ওরে যমের কিঙ্কর।
শিবের সেবকে বাঁধ বুকে নাহি ডর॥
ইহাকে না ছুঁয়ো কেহ কষ্ট নাহি দিয়।
এই মহাশয় বড় মহেশের প্রিয়॥
ঈশ্বরের আজ্ঞায় এসেছি মোরা নিতে।
যমের কি যোগ্যতা ইহারে পারে ছুঁতে॥
শিবদূত বাক্য শুনি যমদূত হাসে।
ব্যাধ বেটা শিবের সন্তোষ কৈল কিসে॥
জানে নাহি জপ পূজা যজ্ঞ নান ব্রত।
সর্ব্বদা হিংসক সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত॥
এমন অধমে যদি ঈশ্বর উদ্ধারে।
তবে আর শমন দমন দিবে কারে॥
শিবদূত বলে তাহা আমরা কি জানি।
কি জানে কি গুণে কৃপা কৈল শূলপাণি॥
ঈশ্বরের আজ্ঞায় ইহারে যাব লয়ে।
শুনিয়া অদ্ভুত যমদূত উঠে কয়ে॥
মোরা যম-কিঙ্কর যমের আজ্ঞাকারী।
কিপ্রকারে ইহারে ছাড়িয়া যেতে পারি॥
বদাবদে যুদ্ধের উদ্যম উপস্থিত।
রচে দ্বিজ রামেশ্বর শিবের সঙ্গীত॥৯৪॥

শিবদূত ও যমদূতে যুদ্ধ।

শিব সেনাগণ   করিয়া গর্জ্জন
  ছুটিল বজ্রের পারা।
যমদূত উপর   বরিখৈ খরশর
  যৈছন জলধর ধারা॥
তৈছন যমভট   রুচ্যে উৎকট
  ক্ষিপ্‌পৈ বহুবিধ বাণ।
দুর্জ্জয় দুইদল   সকল মহাবল
  অবিরল বলে হান হান॥
যুদ্ধের মধ্যে   দুন্দুভি বাদ্যে
  তাণ্ডব জন্মিল হর্ষে।
বধ বধ মথ মথ   নিস্বন অদ্ভুত
  পাদপ পর্ব্বত বর্ষে॥
লোহার মুদ্গর   কুঠার তোমর
  শেল শূল খরধার ছুরি।
ডাবুশ পট্টিশ   পরশু পরশ্বধ
  খরতর বরিখৈ ভূরি॥
খড়্গাচর্ম্ম ধরি   মার মার করি
  চৌদিকে বেড়িয়া বাট।
ভণে রামেশ্বর   শঙ্কর-কিঙ্কর
  নির্ভয়ে যুড়িল কাট॥ ৯৫॥



ব্যাধের শিবলোকে গমন।

শিব বলে শৈল-সুতা শুন তার রঙ্গ।
যম সম যমদূত কৈল কত জঙ্গ॥
মন্ত্রিযোগে নন্দ্যত মাতিল মহারণে।
জারাজারা কৈল সারা যমদূতগণে॥
মুষলের মারে কার মাথা গেল ফেটে।
বিরূপ করিল কার নাক কাণ কেটে॥
সকল শরীরে কার শোণিতের ধারা।
উদয় করিল যেন অরুণের পারা॥
খেটকের চোটে কার চক্ষু গেল উড়ে।
চড়ায়ে ভাঙ্গিল মুখ দন্ত দিল তুড়ে॥
পাছাড়িয়া মুচড়িয়া ভাঙ্গে কার ঘাড়।
ঘোর শব্দ করি কেহ কহে ছাড় ছাড়॥
কেহ ধরে মারে কারে করে তাড়াতাড়ি।
পাছাড়ে বসিল বুকে উপাড়িল দাড়ি॥
প্রলয় পাবকে কার অঙ্গ গেল পোড়া।
হস্ত পদ গেল কেহ হৈল ঠুঁটা খোঁড়া॥
পরশু পট্টিশ কার পেটে দিল পিটে।
আঁত ধরে ঐমনি অবনি বুলে লুটে॥
কার কেশে ধরে কীল গোটা পাঁচ ছয়।
হাঁঠু পাড়ে হুক লাগে হাঁ করিয়া রয়॥
বুলায়ে বসুধা তলে বুকে মারে হুড়া।
গড়াগড়ি যায় যেন গৃহস্থের পুড়া॥

কেহ বলে মরি মরি কেহ বলে ছাড়।
কল স্বরে কান্দি কেহ করে বাড় বাড় ॥
আহা আহা উহু উহু করে হায় হায়।
ঘাত হয়ে ঘোর ঘায়ে ঘরমুখে ধায় ॥
মহেশের দূত মাতাইল মহা জঙ্গ।
জর জর হয়ে যমদূত দিল ভঙ্গ ॥
আনন্দ দুন্দুভি করে শিবদূতগণ।
বিমানে কৈলাসে গেল ব্যাধের নন্দন ॥
হর্ষ হয়ে হৈমবতী হরে নতি হৈলা।
রামেশ্বর বলে ধন্য মহেশের লীলা ॥ ৯৬ ॥

যমের সহিত নন্দীর কথা।

পশুপতি পার্ব্বতীকে বলিছেন পুনঃ।
যমে যমদূত কান্দি কি কয় তা শুন ॥
কৃতান্তের কাছে কান্দি কহিল প্রচুর।
ঈশ্বর তোমার অধিকার কৈল দূর ॥
এই দেখ অবস্থা করিল শিবদূত।
পাপ করি পশুপতি পাইল ব্যাধ-সুত ॥
এ কথা শুনিয়া যম হৈল চমৎকার।
আইল শিব সাক্ষাতে আনিতে অধিকার ॥
প্রবেশিতে মন্দিরে নন্দিরে হয়ে নতি।
দ্বারপালে দেখাইল দূতের দুর্গতি ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল বিবরণ।
বিশ্বনাথ বধে মোরে ব্যাধের কারণ ॥

জীব হত্যা করি যার জন্ম গেল বয়ে।
সে আইল শিবের কাছে সাধু লোক হয়ে ॥
মহা পাপ করি যদি মুক্ত হবে সবে।
পাপ পুণ্য বিচারে কি কাজ আর তবে ॥
যমে বা কি কাজ যম যাকু দূর হয়ে।
স্বচ্ছন্দে সবাই রহু শিবলোক পেয়ে ॥
গেল অধিকার মোর হৈল বিলক্ষণ।
এত দিনে এড়াইনু লোকের ভর্ৎসন ॥
অধিকার করিতে আমার সাধ নাই।
বলিয়া বিদায় হব বিশ্বদেব ঠাঁই ॥
নন্দী বলে আহা এত অভিমান কেন।
ব্যাধের বিষয়ে দুঃখ বলি তাহা শুন ॥
সর্ব্বজ্ঞ সকল কথা সমাধিল শুনে।
ব্যাধ বলে দুরাত্মা আপনি নিল মেনে ॥
যাবৎ জীবন জীব হত্যার উদ্দেশ।
পাপ মাত্র করেছে পুণ্যের নাহি লেশ।
তথাপি এ পাপী যে তোমারে দিল শোক।
শিবরাত্রি প্রভাবে পাইল শিবলোক ॥
বলিলেন ব্যাধের ব্রতের বিবরণ।
রামেশ্বর বলে শুনি বিস্ময় শমন ॥ ৯৭ ॥

শিবরাত্রি ব্রতপ্রতিষ্ঠা।

নন্দিকে বন্দনা করি দূতান্বিত হয়ে।
গিয়া ঘরে নিজ চরে রাখিলেন কয়ে॥
শিব সেবা করে যেবা শিব নাম লয়।
কিম্বা শিবরাত্রি দিনে উপবাসী রয়॥
সর্ব্বথা শিবের সেই শিব তার প্রভু।
তাহার নিকটে তোরা যাস নাহি কভু॥
যম বাক্যে যমদূত জানিয়া নিশ্চয়।
সে অবধি শৈবের নিকট নাহি হয়॥
তার মধ্যে শিবরাত্রে উপবাস যার।
দূর হতে দণ্ডবত দুটী পায় তার॥
এমন এ ব্রতের প্রভাব খানি শিবা।
বল বরবর্ণিনী বর্ণিব আর কিবা॥
শিবরাত্রি প্রিয় মোর যত প্রিয় তুমি।
কেবল তোমার ভাবে কহিলাম আমি॥
একথা ঈশ্বরী ঈশ্বরের মুখে শুনে।
শৈল সুতা রহিলেন সবিস্ময় মেনে॥
হর্ষ যুতা সেই কথা সদা জাগে মনে।
ব্রতের বড়াই কৈল বান্ধবের স্থানে॥
রাজা প্রজা প্রসঙ্গ শুনিলা পরস্পরে।
পৃথিবীতে প্রচার হইল ঘরে ঘরে॥
পশুপতি পর যেম পূজ্য নাহি আর।
অশ্বমেধ যজ্ঞ যেন যত যজ্ঞসার॥

গঙ্গাসম ত্রিভুবনে তীর্থ নাহি যথা।
ব্রত মধ্যে শিব রাত্রি ব্রতরাজ তথা॥
ভণে রামেশ্বর নন্দিকেশ্বরের মত।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল শিবরাত্রি ব্রত॥ ৯৮॥

একাদশী-মাহাত্ম্য কথন।

যোগেশ্বরে যত্ন করে জিজ্ঞাসিল শিবা।
বিষ্ণু-ব্রত মধ্যে বল বিলক্ষণ কিবা॥
ইহা শুনি শূলপাণি সাধুবাদ করে।
শৈল সুতা সার কথা শুনাইলে মোরে॥
মোর চতুর্দ্দশী যেন অষ্টমী তোমার।
একাদশী তেমন বিষ্ণুর ব্রত সার॥
হরি হর হৈমবতী তিনে নাহি ভেদ।
তিন ব্রত সবার কর্ত্তব্য বলে বেদ॥
শিবরাত্রি বিনা সব সেবা ফল নাশে।
মহাষ্টমী বিনা মনোভীষ্ট হবে কিসে॥
একাদশী অন্ন খেলে অধঃপাত হয়।
অতএব সবার কর্ত্তব্য ব্রতত্রয়॥
শিবরাত্রি শুনিলে অষ্টমী তুমি জান।
একাদশী ব্রতের বৃত্তান্ত বলি শুন॥
প্রথম সৃজন হৈল ভুবন সকল।
যমে কৈল জীবে দিতে শুভাশুভ ফল॥
এক দিন ঈশ্বর এলেন যমালয়।
জগন্নাথে বন্দি যম জোড় হাতে রয়॥

চীৎকার শুনিয়া চমৎকার চক্রপাণি।
জিজ্ঞাসিলা দক্ষিণে কিসের শব্দ শুনি।
জীবের যন্ত্রণা যম জানাল সকল।
কর্ম্ম ভূমে কুকর্ম্ম করিলে তার ফল॥
অন্য বৃক্ষ রোপিলে সকলে ফল খায়।
পাপ-ফল কেবল কর্ত্তার সমুদায়॥
দুষ্ট হয়ে দুষ্ট কর্ম্ম করিলেন বটে।
এখন ভুঞ্জিতে দুঃখ নারে বুক ফাটে॥
কৃষ্ণসেবা করে নাই কিসে হবে ভাল।
দয়াময় কয় মোরে দেখাইবে চল॥
জগন্নাথ লয়ে যম যেয়ে চটপট।
দেখাইল দুরাত্মার দারুণ সঙ্কট॥
চৌরাশী কুণ্ডের চেয়ে চতুর্দ্দিকময়।
চক্রপাণি চিন্তিত হইলা অতিশয়॥
ঘোর শব্দ করে পাপী মারে যমদূত।
অন্ধকারে উৎপাত অকথ্য অদ্ভুত॥
শুষ্ক কণ্ঠ ওষ্ঠতালু ফেটে গেছে মুণ্ড।
অযুত অযুত যমদূত দেয় দণ্ড॥
নরকে নারকী নর উঠু ডুবু করে।
নেত্রমেলে নারায়ণে নিরখিতে নারে॥
জীবের যন্ত্রণা দেখে যুক্তি করি মনে।
একাদশী তিথি হরি হৈলা সেইখানে॥
একাদশী করায়ে পাপিরে কৈল পার।
রৌরবাদি নিরয় সে রব নাহি আর॥

পতিত-পাবন করি পতিতের ত্রাণ।
আনন্দিত হয়ে আইলা আপনার স্থান ॥
এইরূপে ঈশ্বর আপনি একাদশী।
তেঁঞি হরিবাসর ইহারে সবে খুসী ॥
বাসুদেব বিনা যেন বস্তু নাহি আর।
একাদশী তেমন সকল ব্রত সার ॥
একাদশী না করি যে অন্য পুণ্য করে।
করস্থ কাঞ্চন ফেলে কাঁচ বয়ে মরে ॥
মাতা এথা পালে পর কালে পালে নাই।
একাদশী তিথি মাতা পালে সব ঠাঁই ॥
সূত বলে শৌনকাদি শুন সাবধানে।
একাদশী পাইল পুন পঞ্চদশ দিনে ॥
হৈল হরিবাসরে পবিত্র সব ঠাঁই।
পাপকে রহিতে স্থান ত্রিভুবনে নাই ॥
ছাড়িয়া সকল পাপ ছুটিল তখন।
কান্দিয়া কৃষ্ণের কাছে কৈল নিবেদন ॥
শুন হরি আমি মরি তার নাহি দায়।
আমি মলে সকল সংসার মারা যায় ॥
মন গুণ সৃজিয়া সৃজিলা নানা কর্ম্ম।
পাপ পুণ্য হুয়ে হৈল সংসারের জন্ম ॥
পাপ না থাকিলে জ্ঞান পেয়ে পুণ্য রসে।
মুক্ত হবে সকল সংসার হবে কিসে ॥
সংসার কৌতুক যদি দেখিবে আপনে।
স্থান দিয়া রাখ মোরে একাদশী দিনে ॥

বলিলেন বাসুদেব বিচারিয়া মনে।
অন্নকে আশ্রয় কর একাদশী দিনে॥
বুঝিলেন বাসুদেব বিলক্ষণ বলে।
পশু পক্ষী মৃগাদি না হবে পাপ গেলে॥
পাপ-পুরুষের হৈল পরম আনন্দ।
অন্নকে আশ্রয় করি সকল সচ্ছন্দ॥
সাবধানে শুন সেই পাপের শরীর।
ব্রহ্মহত্যা প্রধান পাতক তার শির॥
হিরণ্য-হরণ পাপ হৈল হস্ত দুটী।
সুরাপন পাপ বক্ষ গুরুতল্প কটি॥
পরদার-গমন পাতক পদদ্বয়।
সাড়ে তিন কোটি লোম উপপাপ চয়॥
একাদশী দিনে যে অধম অন্ন খায়।
সকল পাপের দেখা এক অন্নে পায়॥
পাপ পূর্ণ হয়ে পরিতাপ পেয়ে মরে।
পশু পক্ষি পতঙ্গাদি নানা দেহ ধরে॥
একাদশী দিনে যদি অন্ন নাহি খায়।
জন্ম জননাদি তবে জঞ্জাল এড়ায়॥
যথোক্ত প্রকারে যদি করে একাদশী।
ধন্য ধন্য ধন্য সেই জন পুণ্য-রাশি॥
সাবধানে শুন সব সধবা বিধবা।
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বালক বৃদ্ধ যুবা॥
যোড় হাতে যত্ন করি বলে জনে জনে।
না খেয়ো না খেয়ো অন্ন একাদশী দিনে॥

সত্য বলি সার বলি আর বলি হিত।
একাদশী দিনে অন্ন খাওয়া অনুচিত॥
একাদশী ব্রতের মহিমা সীমা নাই।
সকল শুনিলা শিবা শঙ্করের ঠাঁই॥
সে কথা বলিতে হেতা বেড়ে যায় গীত।
যে কিছু কহিনু যত জগতের হিত॥
অতঃপর চলিল চাসের অনুবন্ধ।
শ্রবণের সুখ যাতে স্রবে মকরন্দ॥
পালা হৈল পূর্ণ আশীর্ব্বাদ অতঃপর।
অজিত সিংহেরে রক্ষ রক্ষ রামেশ্বর॥ ৯১॥
ইতি ষষ্ঠ দিবসীয় দিবাপালা সমাপ্ত।

নিশারম্ভ।

চাষের বিবরণ।

গৌরী সনে জ্ঞানগোষ্ঠে গেল কত কাল।
পর্ব্বতপুত্রিকা পুনঃ পাতিল জঞ্জাল॥
শিবে বলে সেই যে সম্পত্তি দিয়াছিলে।
মনে কর মহা প্রভু কত কাল খাইলে॥
গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।
ফেলে দিয়া পুরুষ পাসরে সে কি জানে॥
পুণ্যবান লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।
উত্তম উদ্‌যোগ করি উথলায় গারি॥

অভাগার ঘরে আসে অলক্ষণা মেয়ে।
শতেকের গালি দেয় পঞ্চাশে উড়ায়ে॥
লঙ্কার বাণিজ্য যদি এনে দেয় ঘরে।
মেয়ে হলে উলুই উড়ায় আঁখিঠারে॥
আমি আত্ম বড়াই বাড়ায়ে কব কত।
গদাধরে গোচর গৌরীর গুণ যত॥
শোধন করিয়া সর্ব্ব সাধবের ঋণ।
কায় ক্লেশ করিয়া কুলানু কত দিন॥
ছ মাসের সম্বল এখন ঘরে আছে।
ফুরাইলে ফেরে কান্ত কষ্ট পাও পাছে॥
সঞ্চ রাখি বঞ্চিবার বাঞ্ছা কর শূলী।
বসে খেতে বাঁচে নাই বারিধির বালি॥
পূর্ব্বে উদাসীন ছিলে গৃহী হৈলে এবে।
আর নাকি ভিখ মাগা শোভা করে শিবে॥
পুরুষে উপায় নাই খেতে হৈল ঢের।
দিন দুটি ছেল্যায় ছড়ায় পাঁচ সের॥
বিনা অবলম্বনে কেমনে যাবে দিন।
ভেবে ভেবে ভবানীর তনু হৈল ক্ষীণ॥
চিন্তিলাম চন্দ্রচড় চাষ বড় ধন।
চাষ চষ বারেক বর্ত্তক পরিজন॥
চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।
লঙ্কার বাণিজ্য বসি বাকুড়ির কোণে॥
পরিজন পোষে চাষী সুখে সাধু রাজা।
লক্ষ্মী পোষি চাষী করে সবাকারে তাজা॥

জীবের নিমিত্ত শিবে করিবেন চাষা।
এই রূপে ঈশ্বরকে ইজ্যাদির ভাষা॥
চণ্ডীর চরিত্র শুনে চাঁদে দিয়া হাত।
চেয়ে রয় চন্দ্রচূড় চিন্তে জগন্নাথ॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১০০॥

ব্যবসায়ের বিচার।

চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়ে সাধে।
নরমে গরমে কয় ভয় নাহি বাধে॥
চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে উদাসীন হও ছাড় পরিজন॥
বিপরীত নীত ভীত শুনিয়া বিস্তর।
বিশদ বিষাদ ভাবি দিলেন উত্তর॥
বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈলসুতা।
দেবতার পোদ বৃত্তি বড়ই লঘুতা॥
ভিক্ষা দুঃখে সুখে আছি অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর।
সকল সম্পূর্ণ যায় তার নাহি ডর॥
চাষ বলে ওরে চাষী আগে তোকে খাব।
মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব॥
অনেক আয়াসে চাষে শস্ত উপস্থিত।
শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত॥

গরিবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বাব করে সকল বেচিয়া লয় রাজা॥
ক্ষেতে দেখে খন্দ যদি খেতে নাহি পায়।
কুতকাতে কায়েত কিফাতি করে তায়॥
কাদা পাণি খেয়ে খেটে করে চাষিপণা।
নরোত্তম ছাড়ি নরাধম উপাসনা॥
চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি॥
বিচক্ষণা ব্যবসায় বিচারিয়া কয়।
বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী সে তোমাকে নয়॥
পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
মহেশের সে ত নাহি সকলি অমূল॥
আর এক ব্যবসায় রাজসেবা আছে।
সেব্য হয়ে যাবে কোন্ সেবকের কাছে॥
ভিক্ষে দুঃখ গেল নাই দেখিলাম আমি।
চাষ বিনা আর কোন্ কর্ম্ম যোগ্য তুমি॥
ত্রিলোচন তাঁরে কন তবে চাষ করি।
হলের সামাল কিসে হইবে সুন্দরী॥
কোথা হেল্যা কোথা হালুয়া কোথা বা লাঙ্গল।
রামেশ্বর বলে দেবী দিবেন সকল॥ ১০১॥

হরপার্ব্বতীর বাক্‌কলহ।

কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন।
কুবেরের বাটী বীজ বাড়ি করি আন॥
তুমি চাষ চষিলে কিসের অসদ্ভাব।
শক্রের সাক্ষাত হৈলে সদ্য ভূমি লাভ॥
ঘরে আছে বুড়া এঁড়ে ধরে মহাবল।
যমের মহিষ আন বলাইর লাঙ্গল॥
ভীম আছে হালুয়া আর অনির্ব্বাহ কি।
হর বলে হদ্দ কৈলে হেমন্তের ঝি॥
সে হলে মহিষে বৃষে যদি ভীম যোতে।
শিবাঘিতে সুন্দর সাগর হবে ক্ষেতে॥
পূর্ব্বে পয়োনিধি প্রিয়ব্রত রথ চাকে।
পুনর্ব্বার হবে আর পার্ব্বতীর পাকে॥
শিবা বলে সে কি কথা শক্তিরূপা আমি।
বুঝিয়া বিক্রম দিব বসে থাক তুমি॥
লম্ফে লক্ষ যোজন যে জন যায় ফেন্দে।
শক্তি থাট হলে হাঁঠু ধরে উঠে কেন্দে॥
শিব বলে ভাল যদি দিলে অল্প বল।
ববেক কেমনে বল বলাইর লাঙ্গল॥
যাদবের যে হলে যমুনা আকর্ষণ।
হেলায় হস্তিনাপুরী হৈল উৎপাটন॥
তাতে চাষ সর্ব্বনাশ বুঝি নাহি ভাল।
অসম্ভব অম্বিকা আপন মুখে বল॥

শিবা বলে সে হলে যদ্যপি পাইলে ভয়।
বিশ্বকর্ম্মা হৈতে কোন্ কর্ম্ম নাহি হয়॥
দেখ বিনা বেতনে বিশাইয়ে বলে কালি।
গাছ কাটি গড়াইব লাঙ্গল জোয়ালি॥
ঘাত করো ঘরে তারে পাতাইব শাল।
শূল ভাঙ্গি সাজসজ্জা করাইব ফাল॥
বসিবার বাঘছালে জাঁতা দিউক্ তেম্যা।
পাবকে ফেলুক প্রেত চিতাঙ্গার বয়্যা॥
গেল দুঃখ গঙ্গাধর আর ডর কারে।
মনে কর ভোলানাথ ভাত হৈল ঘরে॥
শূল ভঙ্গ শুনিয়া শিবের হৈল কোপ।
ফাল কর আপার চক্র করি লোপ॥
গায়ে হাত দিয়া কথা কও নাহি বটে।
শূলী নাম লোপ হেতু লাগিয়াছ হটে॥
সামের নিমিত্ত লোক নানা কর্ম্ম করে।
ডাকিনী বসেছ সাম ডুবাবার তরে॥
রামেশ্বর বলে শুনে রুষিল রঙ্কিণী।
কোন্ কাজ করে শূলে কহ দেখি শুনি॥ ১০২॥

শূলের গুণ বর্ণন ও চাষের সজ্জা।

শূলে যত কর্ম্ম হয় কয় কৃপানিধি।
শূল হতে শঙ্করে সঙ্কোচ করে বিধি॥
পার্থিব পূজক প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কালে।
শূলপাণি নামখানি সম্বোধিয়া বলে॥

অসিদ্ধ সুসিদ্ধ করে হরে রিপু-প্রাণ।
শূলে হতে সঙ্কটে সেবক পরিত্রাণ॥
শূলে করি রুদ্র ধরি রেখেছে ব্রহ্মাণ্ড।
নহে ঠেকাঠেকি হয়ে হৈত খণ্ড খণ্ড॥
সুদর্শন চক্র যেন বিষ্ণুর সমান।
এই শূল শিব-তুল ইথে নাহি আন॥
হেন শূল ভেঙ্গে মূল কোন্ কূল পাব।
শূল মারি ফাল করি হাল ধরি খাব॥
কাত্যায়নী কন কান্ত কাজ নাহি তাতে।
শূলে হতে শূল দেও মূল থাকু হাতে॥
সেহ শূল শিব-তুল ভাঙ্গে নাহি পাছে।
ভগবতী বলে তার প্রতীকার আছে॥
হর বলে হউক জানিব সেই কালে।
বাঁচাইলে চক্র আর আপনার শূলে॥
যমে মোরে মহিষ মাগিতে কেন বল।
বাঘে আর বলদে কি বহে নাহি ভাল॥
বিমলা বলেন প্রভু বাঘা বড় রাড়।
ভেঙ্গে রাখে পাছে বুড়া বলদের ঘাড়॥
দাগাবাজ বাঘা সব বসে বসে শুনে।
চাক পারা চক্ষু করি চায় বৃষ পানে॥
আড়ম্বর করি উঠে ফুলাইয়া অঙ্গ।
দড়বড় দড়ি ছিঁড়ে বৃষ দিল ভঙ্গ॥
ভীষণ ভৈরব ধরি বাঁধে এক পাশে।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে হরগৌরী হাসে॥ ১০৩॥

চাষের উদ্যোগে শিবের গমন।

বলে শিব বুড়ার বিলম্ব আর কেন।
বুঝা গেল বাপু নন্দি বৃষ সাজি আন॥
ঘরে বসে পরকে প্রার্থনা ভাল নয়।
যে যারে যাচঞা করে কাছে যেতে হয়॥
কার্ কোন্ কর্ম্ম আমি না করেছি কবে।
ভোলানাথে ভব্য লোক ভাল বাসে সবে॥
তবে ভূমি নাহি দিলে কি করিব তাকে॥
গঞ্জনা করিব আসি গণেশের মাকে॥
যাত্রাকালে জগন্মাতা বলে পুনঃ পুনঃ।
ভাব করি ভুলায়ে পাঠায় নাহি যেন॥
আর কিছু দেই যদি লবে নাই তা।
কবে ক্রোধ করিবেন গণেশের মা॥
ভাল ভাল কয়ে ভব ভর করি ঈশ্বরে।
বৈসে গিয়া বিনোদিয়া বৃষের উপরে॥
চলিলা চঞ্চল বৃষ চণ্ডী রন চেয়ে।
হরষিতে যান হর হরিগুণ গেয়ে॥
প্রথমে প্রবেশে প্রভু পুরন্দরপুরী।
ধূর্জ্জটির ধ্বনি শুনি ধায় সুরনারী॥
ঢল ঢল কৈল হর হরিগুণ গানে।
যত দেব জীবন সফল করি মানে॥
শুনি ইন্দ্র আনন্দে বিহ্বল হয়ে ধায়।
বন্দনা করিয়া বিভু বাসে লয়ে যায়॥

বরাসনে বসাইয়া বলে শুভ দিন।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম হইয়া প্রদক্ষিণ॥
পাখালিয়া পাদপদ্ম পাদোদক লয়।
পুলোমজা সহ পূজে করে জয় জয়॥
আত্ম সমর্পণ করি অভয় চরণে।
শতমখ সকল সফল করি মানে॥
শিব-শোভা সহস্র লোচনে দেখে চেয়ে।
প্রেমধারা পড়িছে সকল অঙ্গ বয়ে॥
কহে কহ কৃপাম্বুধি কি করিয়া মনে।
দেব-দেব দরশন দিলে দাসজনে॥
প্রভু কন পাঠায়েছে গণেশের মা।
শুনি ইন্দ্র উদ্দেশে বন্দিল তাঁর পা॥
ধন্য উমা আমারে করিতে পরিত্রাণ।
প্রাণনাথে পাঠাইলা আমি ভাগ্যবান॥
বল প্রভু পার্ব্বতীর প্রীতি হয় যায়।
প্রাণ সনে মস্তক প্রস্তুত তব পায়॥
চতুর্দ্দশ ভুবন ভরণকর্ত্তা কন।
দশাহীন দোষে দুঃখ পায় পরিজন॥
তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।
পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ॥
হরের বচন শুনি হরিহয় হাসে।
রামেশ্বর বলে হর দয়া কর দাসে॥ ১০৪॥

ইন্দ্রের নিকট চাষভূমির পাট্টা গ্রহণ।

ইন্দ্র বলে আজি হতে অন্ন দিব আমি।
কাষ নাই চাষে বাসে বসে থাক তুমি॥
ধূর্ত্ত ভণে ধরা বিনে ধনে কাজ নাই।
ভবের ভরম রাখ ভবানীর ঠাঁই॥
ইন্দ্র বুঝিলেন ইনি আত্ম বশ নন।
ঠাকুরাণী ঠেলিতে ঠাকুর ঠেকা হন॥
ভৃত্যে কেন ভূমি মাগ ভূমিস্বামী হয়ে।
যত পার জোত কর কায নাহি কয়ে॥
শিব বলে শক্র কিছু চক্র বক্র আছে।
খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে॥
খিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাখানি পেলে পরিণাম শুদ্ধ হয়॥
হর বাক্যে হরিহয় হাসি কয় তবে।
আজ্ঞাকর কোন খানে কত ভূমি লবে॥
মাগে হর তৃপান্তর কোচ পাশে পড়া।
দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া॥
একত্র শঙ্কর-চক চষতের স্থান।
দেবী-চক দ্বীপ দিবে করিতে বিশ্রাম॥
চষতের তরে ভূমি চাহ কতখানি।
আয় ব্যয় বিচারি বলিছে শূলপাণি॥
গণেশের ষোল বাটী বিশাখের বার।
অতিথির দশ দাসদাসীদের তের॥

শঙ্করের পঞ্চাশৎ শঙ্করীর শত।
ঠিক দিয়া দেখহ একুনে হৈল কত॥
হালাহল উপরে বিরাজমান শশী।
শক্র মুখে শুনিয়া শঙ্কর হৈল খুসী॥
করে লয়ে মসীপাত্র কশ্যপের বেটা।
দেব-দেবে দিলা লিখে দেবত্তর পাট্টা॥
বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই।
দেখ আমি দুঃখী চাষী দ্রব্যবান নই॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান।
অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান॥
ডম্বুরের ডোরে পাটা বাঁধি দিগম্বর।
ইন্দ্রকে আশীষ করি যান যমঘর॥
সূর্য্য-সুত সাদরে শিবের সেবা করে।
আজ্ঞা মাত্র মহেশে মহিষ দিল ধরে॥
তুষ্ট হয়ে ত্রিলোচন তারে দিয়া বর।
বিষাণ বাজায়ে বৃষধ্বজ যান ঘর॥
বসি বৃষে মহিষে বান্ধিয়া বেল গাছে।
কৃতকৃত্য কৃত্তিবাস কুমুদার কাছে॥
হরান্তিকে হরষিতা হেমন্তের ঝি।
রামেশ্বর বলে আর অবগর কি॥১০৫॥

চাষের সজ্জার নিমিত্ত শূল ভঙ্গ চেষ্টা।

ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই পায় পড়ে।
লাঙ্গল জুয়ালি মই সদ্য দিল গড়ে॥
পূর্ব্বে পরামর্শ ছিল পার্ব্বতীর সাথে।
শূলে হতে শূলী শূল দিল তার হাথে॥
শাল পাতি শূল ভাঙ্গি সজ্জা কর বসি।
জোয়ালি কোদাল ফাল দা উখুন পাশী॥
তুলে করে শূলে ধরে তৌলিল তখন।
ঠিক সারা হৈল থারা দু শ দশ মণ॥
কায় কত দিব ? দিবে যায় যত সয়।
বিবরিয়া বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বনাথে কয়॥
পাঁচ মোনে পাশী করি আশী মোনে ফাল।
দু মোনের দু জলোই অর্দ্ধেকে কোদাল॥
দশ মোনের দা অষ্ট মোনের উখুন।
দু শ দশ মোনে দেখ করিয়া একুন॥
বুঝে পশুপতি অনুমতি দিলা তারে।
বিশাই বসাইল শাল শিবের গোচরে॥
বন্ধ করি বাঘ ছালে জাঁতা দিল তেয়্যা।
পাবকে ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্গার বয়ে॥
সব্য হাতে সাঁড়াসিতে শূল নিল ধরে।
হাঁঠুপাতি বসে বুড়া আড়ম্বর করে॥
ভীষণ ভৈরব জাঁতা জাঁতে হাতে পায়।
দেতায়্যা দেতায়্যা তাকে হাঁকে উভরায়॥

দড়বড়ে দৃঢ় করে দিলেক দ্বিগুণ।
ফোঁস্ ফোঁস্ করে জাঁতা ফুকরে আগুণ॥
ত্রস্তে পুড়ি ত্রস্ত করে নেহাই উপর।
উদয় পর্ব্বতে যেন শোভে দিবাকর॥
হাতী পারা হাতুড়ি হেলায়ে তুলে হাত।
মহেশ ভাবিয়া মনে মারিল নির্ঘাত॥
দশনে অধর চাপি চপ চপ পিটে।
দপ দপ দাবানল দশ দিকে ছুটে॥
দড়বড় তুলে পাড়ে দেয় দুমদাম।
দর দর দেহ বেয়ে পড়ে কালঘাম॥
শ্রমভরে বারে বারে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
নাসাপুটে ঝড় ছুটে রটে মার মার॥
কর্ম্ম করি কামিলা করিল হাঁই ফাঁই।
সারা দিন পিটে শূলে দাগ বসে নাই॥
ঠন্ ঠন্ ঠেকাঠেকি ডাকাডাকি সার।
হাতী পারা হেত্যার হইল চুরমার॥
ছড় নাহি গেল শূলে গড় করি ছাড়ে।
কর দিয়া কাঁকালে কামিলা কোঁতপাড়ে॥
পশুপতি বলে পিট পিট বাপধন।
বিশাই বলেন বৃথা করাহ লাঞ্ছন॥
তুমি নহ শূল ভিন্ন আমি নহি বুড়া।
বজ্র আন বাপা রে ভাঙ্গিয়া করি গুঁড়া॥
কামিলার কথা শুনি কাত্যায়নী হাসে।
হর বলে হৈমবতী লাজ নাহি বাসে॥

সেই যে বলেছি শূল ভাঙ্গে নাহি পাছে।
তুমি যে বলিলে তার প্রতীকার আছে॥
কি করিবে প্রতীকার কর অতঃপর।
ভগবতী বলে ভাল ভণে রামেশ্বর॥ ১০৬॥

চাষের সজ্জা প্রস্তুত করণ।

বৈষ্ণবী বিচারি বিষ্ণু রস কৈল মূল।
দেবদেব দ্রবে তবে দ্রব হয় শূল॥
কিন্নর গন্ধর্ব্বগণে পঞ্চাননে বেড়ি।
কৃপাময়ী কৃষ্ণের কীর্ত্তন দিল যুড়ি॥
দেবগণ দোহার গণেশ গান মূল।
নারদ তম্বুর তাতে হৈল অনুকূল॥
ভাব করে ভবানী আপনি ধরে তাল।
নৃত্য করে কৃত্তিবাস বাজাইয়া গাল॥
মহামোদে মোহ মোহ মহেশের বাড়ী।
প্রেত ভূত প্রমথ প্রভৃতি গড়াগড়ি॥
উদূখলে গোপালে যশোদা লয়ে বাঁধে।
গোলক হইল গানে গঙ্গাধর কাঁদে॥
আঁখি আঁখি বুক বেয়ে বহে প্রেম-নীর।
মূর্চ্ছিত হইলা হর হইয়া অস্থির॥
গায়ক বাদক কিছু বাধ নাহি বান্দে।
মণি উগারিয়া ফণী ফুকুরিয়া কান্দে॥
ছাড়িয়া বাঘের ছাল ছুটিল ভুজঙ্গ।
গড়াগড়ি যান হর হইয়া উলঙ্গ॥

আত্ম তত্ত্বে মগ্ন হৈল মহেশের মন।
জাহ্নবীর জন্ম কালে যেন জনার্দ্দন॥
হেরম্ব জননী জানি হর মনোলয়।
কুতূহলে শূলে তুলে দিয়া জয় জয়॥
ভাবে তার কামিলার স্তবে আচম্বিত।
উপশূলে সকল আপনি উপস্থিত।
যোগ মায়া সম্বরিয়া শিবে তুলে তারা।
হরিধ্বনি করিয়া কীর্ত্তন কৈল সারা॥
হরগৌরী হর্ষ হয়ে বসে একাসনে।
বিশাই বুঝিয়া কার্য্য করে সাবধানে॥
জোলুয়ে নেজ্‌না যুড়ি মুড়ে রাথে আল।
ঈষ ধরে পাশী মেরে পরাইল ফাল॥
বাঁট দিয়া কোদালে জোয়ালি দিয়া সলি।
পুরস্কার পেয়ে চলে লয়ে পদধূলি॥
হর পদ তলে বলে দ্বিজ রামেশ্বর।
বাড়ি বীজ আইলে চাষ চলে অতঃপর॥ ১০৭

বীজ ধান্যের চেষ্টা।

কর্জ্জ কর কাত্যায়নী কুবেরের কাছে।
ভিখারীকে ভয় ভাবি ভঙ্গ দেয় পাছে॥
ভর্ত্তা যদি ভিখারী ভার্য্যার ভ্রম কি।
ভূতনাথ বলে তুমি ভূপতির ঝি॥
ভাল থাকে হীন তাকে ধন দেয় ডাকি॥
উত্তমে উড়ান করে অকিঞ্চন দেখি॥

খত দিতে যায় যার ক্ষুদ নাই খেতে।
ভাড়া করি ভড়ক করিয়া ভাল ভাতে॥
খত দিয়া খাবা খালি খাট কথা নয়।
ভাবকানি ভাল করি ভুলাইতে হয়॥
সুদু হাঁড়ি পাত বাঁধি কথায় পাতি ফাঁদ।
হাতে আনি দিতে হয় আকাশের চাঁদ॥
শোধ নাহি হৈলে শেষে সাধু আইলে কাছে।
ভূতপ্রায় ভৎসিয়া ভ্রুকুটি করি নাচে॥
গর্ব্বে ঋণে বিষয়ে কুক্কুর-রতি-রসে।
প্রবেশে পরম সুখ প্রাণ যায় শেষে॥
ধর্ম্ম গিলি ধূর্ত্ত বলে ধারি নাহি ধার।
পরলোকে নরকে নিস্তার নাহি তার॥
ভিখ মেগে খেয়ে আমি বুড়ালাম তবু।
কি বলে করজ করে জানি নাই কভু॥
ধরাধর-সুতা ধান্য ধার কর তুমি।
পার্ব্বতী বলেন প্রভু যাব নাই আমি॥
চল চাষে কার্য্য নাই মেগে খাও ভিখ।
মেয়ের করজ করা মরণ অধিক॥
মদ্দ যায় গোঠে মাঠে মেয়ে থাকে ঘরে।
ভাঁড়াবার ভিত্তি নাই নিত্য দায় ধরে॥
মদ্দের করজ হৈলে মেয়ে দেয় ঠেলে।
কোণে রয় কুলবধূ কথা কয় ছেলে॥
তেত্রিশ পাকে বসি প্রভু ভাল তুমি গেলে।
ভোলানাথ ভুলায়ে ভার্য্যাকে যেতে বলে॥

কুবেরের কাছে পূর্ব্ব লেঠা আছে মোর।
কতবার ক্রোধিয়া কয়েছে ঋণ-চোর॥
রাম রচে তার কাছে শিব আছে সাঁচা।
প্রাণ-নাথে পাঠাইলা পর্ব্বতের বাছা॥ ১০৮॥

বীজ ধান্য সংস্থান।

কল্পতরু কেবল কুবের পেয়ে ঘরে।
সেবক সহিত শিবে সমাদর করে॥
ব্রহ্মার সম্বন্ধে বলে বর দিলে আজ্ঞা।
দিক্‌পাল করি মোরে দিয়াইলে পূজা॥
পিতামহ কৈল যত আইল কোন কাযে।
সুবর্ণের পুরী গেল সমুদ্রের মাঝে॥
দুষ্ট দশানন ভাই দিল দূর করে।
লঙ্কাপুরী পুষ্পক সহিত নিল হরে॥
কোথা বা সে কর্ক্কশ রাক্ষষ মহাতেজা।
সুদ্ধ মত্তে অদ্য তাতে বিভীষণ রাজা॥
দুষ্টের দ্রবিণ দিন দুই বই নয়।
উত্তমের উন্নতি অনেক কাল রয়॥
কোথা বা সে বেণ রাজা কোথা বা সে বাণ।
কোথা গেল দুর্যোধন করিয়া গুমান॥
শঙ্কর বলেন বাপু সব কত দিন।
ধর্ম্ম কর ধূর্জ্জটিকে ধান্য দেহ ঋণ॥
উপস্থিত উমেদ বাসিহ নাহি ডর।
সাধু রাজা সকল শুধিব অতঃপর॥

হরের বচনে হাস্য হৈল ধননাথে।
সাধু রাজা সবার সম্পদ তোমা হৈতে॥
যক্ষরাজে রক্ষক রেখেছ নিজ ধনে।
যত চাহ ধান্য লহ ধার মাগ কেনে॥
বিশ্বনাথ বলে ভাল বুঝিব পশ্চাত।
ভীম পেয়ে ভরসা ভাণ্ডারে দিল হাত॥
ধান্য ঘর বিস্তর দেখিয়া বুড়া বুড়া।
বার বুড়ি বাথারে বাঁধিল এক পুড়া॥
পর্ব্বত প্রমাণ পুড়া হাত নাড়া দিয়া।
বলে হরে চল ঘরে কর্ম্ম দেখি গিয়া॥
কুবের পাইল ভয় ভীমের আস্ফালে।
হাসি হর কুবেরে কল্যাণ করি চলে।
আসি ঘরে যাত্রা করে যোত্র করি সব॥
মোহ করে মোহিনী-মধুর-মুখরব॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১০৯॥

শিবের চাষ করিতে গমন।

গদ গদ হয়ে গৌরী গঙ্গাধরে বলে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের জলে॥
কত কার্য্য কটাক্ষে করেছ বসি ঘরে।
আপনি অবনি যাবে কোন্ কর্ম্ম তরে॥
যত চাষ চষিবে চাকরে দিবে চষে।
ভার দিয়া ভীমকে ভবনে থাক বসে॥

ছিন্নমস্তা ছেড়ে যাবে ছাওয়ালের ঠাঁই ।
আপনি যে নিজেতে কাপড় পর নাই ॥
ভাল যদি চাহ আমা লয়ে যাহ সাথে ।
বাপ্ নেওট ছেলে আমি নারিব পাতাতে ।
ছটপটে ছেলে ফেলে ছাড়ি গেলে ঘর ।
দশ হাতে হুম্ দাম্ দিবে অতঃপর ॥
বিশ্বনাথ বলে আমি বুঝিলাম ভাবে ।
কৈলাস করিয়া শূন্য কাত্যায়নী যাবে ॥
ভগবতী কহ অতি অনুচিত কথা ।
গৃহস্থ থাকিলে ঘরে পরে চাষ বৃথা ॥
আঁতে পুতে ভাল চাষ অভাবে সোদর ।
অন্যথা হা-ভাতে হেল্যা বিকায় সত্বর ॥
ঘরে রেখে ভীম দিয়া চাষ চষ তবে ।
পেট ভরে চের করে দশ হাতে খাবে ॥
অন্নপূর্ণা বলে আমি অন্ন হেতু ঝুরি ।
ভ্রূভঙ্গে ভূতি দিয়া ভাসাইতে পারি ॥
শিব বলেন তোমার এমন গুণ বটে ।
কি বুঝে আমার সনে লাগিয়াছ হটে ॥
ত্রিপুরা বলেন তাহা তুমি কি না জান ।
লোকের নিস্তার হেতু কহি পুনঃ পুনঃ ॥
শুনিয়া তোমার লীলা তরিবে সংসার ।
তার মত তবে বুঝি কর ব্যবহার ॥
ত্রিপুরা বলেন তবে এস গিয়ে প্রভু ।
সন্তানের ছলে তত্ত্ব করো কভু কভু ॥

শিব বলে সে কথা সম্প্রতি রাখ হাতে।
আকাশ ভাঙ্গিল শুনি অম্বিকার মাথে॥
সম্বরিতে নারে শিবা শঙ্করের মোহ।
চঞ্চল হৈল চিত্ত চক্ষে বহে লোহ॥
যদুরায় যেন যায় ছাড়িয়া গোকুল।
গোবিন্দ বিরহে যেন গোপিনী আকুল॥
চন্দ্রচূড় চলে বৃষে চণ্ডী রন চেয়ে।
পাছু ভীম চলিলা চাষের সজ্জা লয়ে॥
পদ্মাবতী পার্ব্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
প্রাণনাথে প্রকারে ভেটিব সেই খানে॥
জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।
ভণে রামেশ্বর ভবে ভাবি রাত্রিন্দিবা॥ ১১০॥

শিবের চাষারম্ভ।

পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া পশুপতি।
দেবীচক দ্বীপের উপরে কৈল স্থিতি॥
মনে জানি মঘবান্ মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘ শেষে মেঘরস দিলা॥
দিন সাত বই বাত পাইয়া ঈশানে।
হৈল হল-প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে॥
আরম্ভে উগালা গেল এক শত কুড়া।
পড়ে গেল পাশে যেন পর্ব্বতের চূড়া॥
হাল ছাড়ি দু দণ্ডে হালুয়া আইল ঘরে।
বান্ধ-আলি বৈকালে বাঁধিলা এক পরে॥

ছোট হালুয়া হুঙ্কারে চোটায়ে তুলে চাপ।
শঙ্কর সাবাসি দেন বটে মোর বাপ ॥
হেল্যা চরাইতে হালুয়া বান্ধিলেক ঝাড়ি।
লোকালোক পর্ব্বত প্রমাণ কৈল আড়ি ॥
মধ্যখানে খানিক খসায়ে দিল চালা।
দক্ষিণ মোহান হৈল জল যেতে নালা ॥
শর আরোপিয়া পগারের চারি পাশে।
সাঁজে শিব সেবক সহিত আইল বাসে ॥
বাঘছাল বিছায়ে বসিলা বৃষকেতু।
ভীমের ভাবনা হৈল ভক্ষণের হেতু ॥
ক্ষেতে খাটি ক্ষুধা বড় খাব কি হে মামা।
বিশ্বনাথ বলে বাপু আজি কর ক্ষমা ॥
শিব বাক্য শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ গেল জ্বলে।
ডেকে উঠে ডাকাতে মাইলেক মোরে বলে ॥
সারা দিন সর্ব্ব কাল কর্ম্ম করি তবু।
পেট ভরি ভাত মোরে নাহি দেয় কভু ॥
মামীর সহিত মামা যুক্তি করি ঘরে।
ভুখে মোকে মারিতে এনেছে তৃপান্তরে ॥
জঠর অনলে যেন জিউ জ্বলে মোর।
তেমন প্রস্তুত খন্দ পুড়িবেক তোর ॥
বিশ্বনাথ বলে বাপু বাটি হতে এস।
ভাত খেয়ে প্রভাতে আসিয়া চাষ চষ ॥
ভীম বলে ভুতনাথ ভাল কহ কথা।
সারাদিন খাটি ক্ষেতে খেতে যাব সেথা ॥

মামী জিজ্ঞাসিলে আমি কয়ে দিব ভাল।
কোঁচনীকে লয়ে মামা পলাইয়া গেল॥
বিশ্বনাথ বলে বাপু বসে থাক তুমি।
যত খাবে এই খানে খাওয়াইব আমি॥
অগ্রভাগ বীজ রাখ বুনিবার তরে।
পুড়া ভাঁঙ্গি ফেলি রাখ পড়ে থাকু ঘরে॥
চাকরের চারা নাই যা করেন নাথ।
রামেশ্বর বলে হর খাওয়াবেন ভাত॥ ১১১॥

ভীম ভৃত্যের ভোজন।

সন্ধ্যাকালে কুতূহলে আসি যত পেতি।
যোগীর নূতন ঘরে যোগাইল বাতি॥
ভূত প্রেত প্রমথ পিশাচ দক্ষ দানা।
মহেশের মন্দির বেড়িয়া দিল থানা॥
কতক্ষণে কোলাহল করি আচম্বিত।
শক্র আসি স্বগণ সহিত উপস্থিত॥
অপ্‌সরী কিন্নরী বিদ্যাধরী বরাবর।
এসে অন্ন ব্যঞ্জনে পূর্ণিত করে ঘর॥
নানা রস রসায়ন রাখিয়া সাক্ষাতে।
যথাক্রমে বসিলা বন্দিয়া বিশ্বনাথে॥
নারদাদি ঋষি আইলা হৈল জ্ঞান-গোষ্ঠী।
ভূতনাথ ভাত দিয়া ভীমে কৈল তুষ্ট॥
গণ্ড শৈল সমান নির্ম্মাণ করে গ্রাস।
দেব দৈত্য দানব দেখিয়া পাইল ত্রাস॥

অন্ন ভাতে এমতে কেমতে ধরে টান।
অন্নপূর্ণা অন্নের উপরে অধিষ্ঠান॥
চিরকাল ক্ষুব্ধ ছিল খাইল সচ্ছন্দ।
আশীষ করিল ক্ষেতে হউক ভাল খন্দ॥
অন্ন বাড়ে নাহি ছাড়ে শিব কন দেখি।
প্রভাতে প্রসাদ পাবে তবে রাখে ঢাকি॥
হাসি হাসি হরে বলে শুন ত্রিনয়ন।
কত কর কাঁচা চালু কৃষাণের প্রাণ॥
ধান্য ভানা গেল নাই এই কালে কই।
চাকরের চালু চাই চারি দণ্ড বই॥
বিশ্বনাথ বিস্ময় শুনিয়া তার কথা।
ভগবান ভাবেন হইয়া হেঁট মাথা॥
নারদের ঢেঁকি লয়ে ধান ভানে ভূত।
শঙ্কর সাবাসি দেন বটে মোর পুত॥
বাতাসে বাবলা ভূত উড়াইল তুষ।
যে যার আশ্রমে গেল হইল প্রত্যূষ॥
চন্দ্র-চূড়-চরণে চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১১২॥

শিবের ক্ষেত্রে শস্যোৎপত্তি।

এইরূপে প্রতিদিন যায় রাত্রিকাল।
ভীম করি ভোজন প্রভাতে যুড়ে হাল॥
চারি দণ্ড চষে চন্দ্রচূড় থাকে বসি।
উড়ায়ে লাঙ্গল যেন উড়ু যায় খসি॥

পাঁচ পাঁচ কুড়া তার পড়ে যায় পাকে।
পাশে গেলে পায় বলে যায় হালে রেখে॥
আয়ুধের কড়কড়ি জুয়ালের মাজে।
হুঙ্কারে হাঁকারে ঘন মেঘ যেন গাজে॥
হাল ছাড়ি হালুয়া যবে করে জলপান।
হেল্যাকে চরাণ হর হয়ে যত্নবান॥
দিন দশে দু হেল্যার কাঁধ গেল রসে।
ধূতুরার সত্ত্ব তাতে শিব দিল ঘসে॥
হেল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হৈল মো।
কালে কালে কৈল হাল কামাঞের যো॥
সেই সেই দিনে যার হয় হল-যোগ।
ধরা শস্য হরে ধানে ধরে নানা রোগ॥
বৃষ কাঁদে বাসব বরিষে নাহি ঝাড়া।
তোঞিতো হা-ভাতে চাষী হয় লক্ষ্মীছাড়া॥
হাল কামায়ের দিন হর দেন বলে।
গাছি যার হুড়া ঝাড় আড়ে ফেল তুলে॥
চৈত্র গেল চতুর্দ্দশ চাষ হৈল পূর্ণ।
মাঠ করে মৈ দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ॥
উচ্চ নীচ চালিয়া সমান কৈল সব।
উত্তরাংশ উন্নত দক্ষিণ দিকে প্লব॥
বৈশাখে বিছাতি কৈল সুলক্ষণ দিনে।
সারবত্তা সারি ভূমি ভূরি বাতে বুনে॥
ভূমি বুনে ভূতনাথ ভাজা পোড়া ছেড়ে।
কলম্বীর শাক খেয়ে উজাড়িল গেড়ে॥

ব্যর্থ নাহি গেল বীজ বাড়াইল ঘন।
লহ লহ করে পত্র বলাহক যেন॥
সময়ে সড়কা তুলে মারি দিল খড়।
তাতে বাতে পাইট পেয়ে লেগে আইল গড়।
হর্ষ হয়্যে হর ধান্য দেখে অবিশ্রাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নবঘন শ্যাম॥
হা-পুতির পুত্র যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখি রহিলা পাসরে পরিজন॥
প্রাবৃট প্রবৃর্ত্ত হৈল ইন্দ্র আইল সেজে।
যুবজন হৃদয়ে মদন বসে গেজে॥
তড়িত্বান মহামেঘ সমীরণ-সখা।
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে দিল দেখা॥
ঈশানে উরিয়া আর একবার ডেকে।
চপ্ করে চাক্ষুষে আকাশ নিল ঢেকে॥
রাত্রিদিন ব্যাপত হইয়া করে বার।
সোম সূর্য্য সহিত সাক্ষাত নাহি আর॥
পথে পঙ্ক সঙ্কোচ পৃথিবী পয়োময়।
নদী নালা পূর্ণ হয়ে মহাবেগে বয়॥
চিরকাল গাড়ে থাকি বাড়াইল ঠেঙ্।
লাফে লাফে নর্ত্তন কীর্ত্তন করে বেঙ্॥
মহামেঘ মাঝে শক্র ধনু দিল দেখা।
শ্যাম শিরে শোভে যেন শিখিপুচ্ছ রেখা॥
অশনির শব্দ যেন দামায় নিশান।
বিরহী বধিতে কামদেবের প্রয়াণ॥

তড়িত পতাকা বুঝি বৃষ্টি যত হয়।
ফুলধনু-বাণগুলা বলাহক নয়॥
চলা বুলা গেল নদী নালা আসে বান।
প্রাণনাথ প্রবাসে পার্ব্বতী মোহ যান॥
শিব শিব রটে সদা উঠে পরিতাপ।
রামের নিমিত্ত যেন সীতার বিলাপ॥
পার্ব্বতীকে পদ্মাবতী পরিবোধ করে।
উদ্ধব বুঝান যেন ব্রজ-বনিতারে॥
কিসে কান্ত আইসে এই যুক্তি নিরন্তর।
নারদ সাজিল ওথা ঢেঁকির উপর॥
শুদ্ধভাবে শুনিয়া শিবের উপাখ্যান।
বাঞ্ছিত লভিয়া লোক নরক এড়ান॥
পালা পূর্ণ হইল অশীর্ব্বাদ অতঃপর।
হরি ধ্বনি করিয়া সবাই যাহ ঘর॥

ইতি ষষ্ঠ দিবসীয় নিশা পালা সমাপ্ত।

সপ্তম দিবসীয় দিবাপালারম্ভ।

নারদের কৈলাসগমনসজ্জা।

জেনেছেন যোগী জগদীশ নাই ঘরে।
মহামায়া মোহ যান মহেশের তরে॥
ঢেঁকিরে ডাকিয়া বলে ঢঙ্গ করি চল।
পারি নাহি পার গড়ে পড়ে আছি ভাল॥

নারায়ণ কৈল মোরে নারদের হাতী ।
কুটে ধান গেল প্রাণ খেয়ে মেয়ের নাথি ॥
পুয়া হৈল পুরাতন আঁকসলি নড়ে।
মুষলে কুশল নাই পায় পড়ি গড়ে ॥
শুনি সুখে মুনি তাকে করিলেন কোলে।
বাহন পেয়েছি তোমা তপস্যার ফলে ॥
বিনোদিয়া বাছার বালাই লয়ে মরি ।
কপালে সেধেছ কষ্ট কি করিতে পারি।
মন্ত্রণাতে যন্ত্রণা ঘুচাতে পারি ধন।
ভাড়ুনীর হাতে পড় হবে বিলক্ষণ॥
মামীর ঘুচিলে মোহ ঘরে আইলে মামা ।
পুরস্কার করাইব পরাইব সামা ॥
ঢেঁকি বলে সামা দিলে দিও যখন দেও।
সংপ্রতি সুন্দর করি সাজাইয়া লও ॥
পাছে বলে পার্ব্বতী অকৃতি মুনিরাজ ।
বেচে খাইল বাহনের বহু মূল্য সাজ ॥
নারদ কহেন ইহা বলিবেন মামী ।
বুদ্ধির বালাই লয়ে মরে যাই আমি ॥
সাজাব অপূর্ব্ব সাজ যত আছে মনে।
বলি ঋষি বাহনে বাহির করি আনে ॥
আকাশ গঙ্গার জলে করাইল স্নান।
পরিধেয় কৌপীনে পুঁছিল অঙ্গখান ॥
ঝুড়িটাক কর্কটী মাটির করি ফোঁটা।
পাথর পরায়ে দিল পুরাতন চাটা ॥

কুন্দলের ধুকড়ি ঢেঁকির পিঠে জিন।
কসনি কুশের দড়ি লাগাম বিহীন ॥
রেবাক বাবুই বাসা বাঁধে দুই পাশে।
কোট্যেক কুন্দল যার কুটায় নিবাসে ॥
শুখান শোনের শুঁটি ঘাঘরের ঘটা।
শিরীষের শুঁটি সব শোভা পাইল পাটা ॥
তিত্ত পলা পুস্কলের ছোট বড় ঝাটা।
মনোহর গজকা মাথায় মুড়া ঝাটা ॥
ছোট বড় থোপ দিল থুপি ঝিঙ্গার জালি।
দুটি চক্ষু দান দিল দিয়া চুণ কালী ॥
পুরাতন কুলার করিয়া দুই কাণ।
হরষিত হয়ে ঋষি হেসে পাক যান ॥
ঢেঁকি বলে বিলক্ষণ সাজিলাম আমি।
অতঃপর আপন সাজন কর তুমি ॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
শুব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১১৪ ॥

নারদের কৈলাসে যাত্রা।

মুনিবর আপনার করেন সাজন।
বিশদ বরণে কৈল বিভূতি ভূষণ ॥
ছেঁড়া কানি একখানি পেয়ে ছিল পথে।
কাঁধে ছিল কটির কৌপীন হৈল তাতে ॥
বাঁধিল রুদ্রাক্ষ মালে মস্তকের জটা।
নাসাগ্র আকেশ মধ্য-ছিদ্র ঊর্দ্ধ ফোঁটা ॥

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম রচে বাহু মূলে।
হরি নাম লিখন লসিত অন্য স্থলে ॥
গলে শোভে নলিনাক্ষ তুলসীর দাম।
মুকুন্দে মগন মন মুখে হরি নাম ॥
বীণাধারী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মার নন্দন।
কৌতুকী কলহ-প্রিয় কার্য্যের কারণ ॥
বাম হস্তে বাম চক্ষু বুজিয়া তখন।
বিরোধিনী বলিয়া বাহনে আরোহণ ॥
ঢক ঢক করি ঢেঁকি উঠাইল বাগ।
দোকাঠি বাজায়ে চলে বলে লাগ লাগ ॥
পাড়াগাঁয়ে পড়ি গেল কুন্দলের গুঁড়া।
নগরের ভিতরে ভাঙ্গিয়া দিল পুড়া ॥
ঝটাপাট ঝগড়া বহিয়া যায় ঝড়।
চলে যেতে চৌদিগে চালের উড়ে খড় ॥
গুণবান পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া।
বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্রীপুরুষে ছাড়া ॥
বেণাগাছে ঝুটি বেঁধে করায় কন্দল।
নখে নখে বাদ্য করে হাসে খল খল ॥
দক্ষশাপে ছদণ্ড রহিতে নারে বসে।
কৈলাসে দুর্গার পাশে উত্তরিল এসে ॥
বিশদ বরণ বাম বাহু মূলে বীণা।
গৌরী দেখি বলে আইস গুণের ভাগিনা ॥
ব্যথিতে বন্দনা করি বসিলেন কাছে।
হেসে বলে হা গো মামী মামা কোথা গেছে

পেটে পাড়ি পার্ব্বতী কহিল পূর্ব্ব কথা।
নারদ নিশ্বাস ছাড়ি হৈল হেঁট মাথা॥
চণ্ডীর চঞ্চল চিত্ত চেয়ে তার পানে।
বল বাপু নারদ ব্যামোহ পাইলে কেনে॥
কহিবার কথা নয় কি কহিব মামী।
মামার চরিত্র শুনে মগ্ন হবে তুমি॥
জগন্মাতা যত্ন করে কহ কহ শুনি।
কুন্দলের ধুকড়ি আলাইয়া দিল মুনি॥
অগো মামী মামাতো মজিল আদি রসে।
রাখিতে নারিলে তুমি আপনার বসে॥
মামাকে করেছে বশ গোটা দশ মেয়ে।
রাত্রি দিন বুলে মামা তার পিছু ধায়॥
তার মধ্যে এক মাগী আছে বড় কালা।
ভ্রূভঙ্গে ত্রিভুবন দিতে পারে টেল্যা॥
চিৎ করে সে মামার বুকে দেই পা।
মৃত্যু প্রায় থাকে মামা মুখে নাই রা॥
ধন্য মামী তুমি অন্য মেয়ে যদি হৈতে।
খাড়ু মুড়া মারি তারে দূর করে দিতে॥
নারদের নিবেদনে নগেন্দ্রনন্দিনী।
কান্তের কারণে কন কাকুর্ব্বাদ বাণি॥
সরে নাই বুদ্ধি বাপু উগে নাহি কিছু।
বল বুদ্ধি গেল সব শঙ্করের পিছু॥
কেমন প্রকারে হরে ঘরে আনি ছলি।
ভব্য ভাগিনেয় ভাল বুদ্ধি দেহ বলি॥

নারদ বলেন মামী শুন অতঃপর।
রস করি কহে ঋষি রচে রামেশ্বর ॥ ১১৫ ॥

পার্ব্বতীর প্রতি নারদের মন্ত্রণা দান।

উপায়ে যে শক্য সে অশক্য পরাক্রমে।
বসি বসু পাইতো কি কাজ পরিশ্রমে ॥
আলুকুশী গুড়া মামী উড়াও মন্ত্র পড়ে।
উঙানি হইয়া ক্ষেতে খায় যেন ছড়ে ॥
কামড়ায়ে কুট কুট ফুলাবেক অঙ্গ।
চঞ্চল হইয়া চন্দ্রচূড় দিবে ভঙ্গ ॥
যদি তার প্রতিকার করে আর থাকে।
দংশ মশা মক্ষিকা পাঠাবে লাখে লাখে ॥
ক্ষেতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া যেন খায়।
ভীম সনে ভূতনাথ ভঙ্গ দিবে তায় ॥
তবু যদি কদাচিৎ থাকে তাকে টেলে।
সৃষ্টি করি জলৌকা জলেতে দিবে ফেলে ॥
হাঁটু পাতি যখন নিড়াতে নাবে জলে।
হস্তি-হস্ত হেন্তে যোঁক ধরে নাভিস্থলে ॥
যখন যেখানে ধরে জানা নাহি যায়।
গুটি গুটি দুটি মুখে রক্ত টানি খায় ॥
যত ক্ষণ জঠর পূর্ণিত নাহি হয়।
ছাড়াইলে ছিঁড়ে তবু ছাড়িবার নয় ॥
জল ছাড়ি স্থলে যদি স্থিতি করে স্থাণু।
ছালা ছালা ছিনা জোঁকে ছাওয়াইবে তনু ॥

রয়ে রয়ে রসে রসে রক্ত যেন খায়।
ভয় পেয়ে ভবনে আসিবে ভূতরায়॥
তবু যদি প্রভু কদাচিৎ নাহি আইসে।
আপনি ছলিবে গিয়া বাগদিনী বেশে॥
ধ্যান ভাঙ্গি ধরি মীন সেঁচাইয়ে বারি।
মোহ বাণ মারি আন মাণিক অঙ্গুরী॥
বঞ্চিবার বাস ঘর বিরচিত্তে বলে।
তিঁহো তার চেষ্টা পাইলে তুমি আইস চলে॥
ব্যগ্র হয়ে বুড়াটা আসিবে পিছু পিছু।
আঁটে থেকো আমি আইলে কহিবে যা কিছু॥
মুনির মন্ত্রণা মনে লাগিল সুন্দর।
বিদায় ব্রহ্মার বেটা ভণে রামেশ্বর॥১১৬॥

শিবের নিকট উণ্ডানি মশা প্রেরণ।

নারদের নিবেদনে নগেন্দ্রনন্দিনী।
আলকুশী গুঁড়া আনি উড়াইল তখনি॥
মন্ত্র বলে ধেয়ে চলে পায় জীবন্যাস।
অকালে কুজ্ঝটি যেন ঢাকিল আকাশ॥
মধুর মধুর ধ্বনি শুনি মন্দ মন্দ।
কিন্নরের গানে যেন কর্ণের আনন্দ॥
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শরীর সামর্থ্যে নয় ত্রুটি।
হাতী হেন জন্তুকে হারাতে পারে ছুটি॥
এমন উণ্ডানি আসি অবনি ভিতরে।
খেয়ে ক্ষত বিক্ষত করিল দিগম্বরে॥

তৈল হীন তনু তাতে তৃণান্তরে পেয়ে।
বাকি নাহি কোন থানে খুন কৈল খেয়ে॥
জল বাঁধি আষাঢ়ে আরম্ভেছিল মই।
উঙানির বেলা বেলা দণ্ডটাক বই॥
ভীমের উপরে আগে উঙানির দণ্ড।
কামড়ায়ে কলেবরে করে খণ্ড খণ্ড॥
ভৃত্য ভূতনাথের ভীমের পারা বীর।
কোন্ তুচ্ছ উঙানিতে করিল অস্থির॥
সিকি আনি দুআনি দাগিল অঙ্গময়।
নয়ন নাসিকা কর্ণ নিবেশিয়া রয়॥
কর্ম্ম ছাড়ি কাঁন্দিয়া কর্দ্দম মাখে গায়।
মই লয়ে ছুটি হেল্যে পলাইয়া যায়॥
হালুয়া হেল্যা হারি আইল হরের নিকট।
দেখে গিয়া দিগম্বরে দ্বিগুণ সঙ্কট॥
ভবের ভ্রুকুটি দেখি ভয়ে ভীম কয়।
কি হবে উপায় মামা প্রাণ কিসে রয়॥
ক্ষুরে নাহি বুদ্ধি বাপু ফুলালেক গা।
পদ্য করি পাঠায়েছে গণেশের মা।
মহেশ্বর মন্ত্রণা করিল মনে মনে।
আতুরে নিয়মো নাস্তি নারায়ণ জানে॥
তৈল আনি তনুতে লেপন কৈল সবে।
উঙানির উপদ্রব এড়াইল তবে॥
ভবনে না আইলা ভব ভগবতী জানি।
উড়াল উৎপাত মশা উড়ুম্বর আনি॥

উমার উষ্মায় উপজিল মশাগণ।
লাখে লাখে ধেয়ে পাখে ডাকে পন্ পন্ ॥
উষ্ট্রবৎ চরণ মাতঙ্গ সম মুণ্ড।
দুই দিকে দুই দন্ত মধ্য খানে শুণ্ড॥
সৃষ্টি করি ত্রিপুরা তখনি দিলা বর।
রূপে গুণে চালে শীলে সকলে সুন্দর॥
শ্যাম বর্ণ স্বর্ণ রেখা শোভন শরীর।
খলের লক্ষণে খাবে করাবে অস্থির॥
কাণে কাণে কুনু কুনু করিয়া সম্ভাষ।
পায় পড়ি পশ্চাত পৃষ্ঠের খাবে মাস॥
তেড়ে দিলে বেড়ে ধর উড়ে নাহি যেয়ো।
ছিদ্র তেকে সুস্থ থেকে রক্ত টেনে খেয়ো॥
নক্তযোগে রক্ত ভোগে লুপ্ত হবে কত।
বাঁশ বনে বাসা করো দিবসের মত॥
সাঁজে সাজি যাবে সবে শিবে দিবে কষ্ট।
সর্ব্বজীবে রক্ত পিবে হিমে হবে নষ্ট॥
ত্রিপুরার তলব ত্রিলোক নাথে কয়ো।
তাঁকে এন্যা তলবানা পণ পণ চেয়ো॥
বিদায় হইল মশা বাসা কৈল বনে।
মাছি ডাঁশ পার্ব্বতী পাঠায়ে দিল দিনে॥
উপজিয়া উষ্মায় উড়িল মাছি ডাঁশ।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে চষালেক চাষ॥১১৭॥

শিবের নিকট মাছি ডাঁশ প্রেরণ।

হুষ্ট মাছি ডাঁশ সৃষ্টি করি কুতূহলে।
বর দিল বিধুমুখী বিদায়ের কালে॥
সূর্য্যের কিরণে দিনে দেখে শুনে খেয়ো।
পূতিগন্ধ পাইলে মাছি পরিতোষ পেয়ো॥
কাল মাছি কুলীন করিহ তার মান।
মৌলিকের মধ্য যায় তায় দিহ স্থান॥
তিঁহো তোমাদের বড় বাড়াবেন ভোগ।
খাওয়াবেন পেট ভরি ঘার করি যোগ॥
ডাঁশ খেয়ো মাস ভেদি মাছি খেয়ো রস।
ত্রিলোচন আইসে তবে তোমাদের যশ॥
ডাগর ডাগর ডাঁশ ডাকি যায় উড়ে।
চলিল চঞ্চল মাছি চতুর্দ্দিক্ যুড়ে॥
যেয়ে জগন্নাথ সনে ঘুড়িলেক বাদ।
ভন্ ভন্ শুনি যেন ভোরঙ্গের নাদ॥
কাঁড়ানের কালে আসি করিলেক ভঙ্গ।
মাঠে পেয়ে মাছি ডাঁশ মাতাইল অঙ্গ॥
নির্ভরে নির্ভয় হয়ে মারিল কামড়।
চমকিয়া চন্দ্রচূড় চালাইল চড়॥
ঠস্ ঠাস্ ঠুই ঠাই ঠাকুরের করে।
দশ পাঁচ উড়ে যায় দুই চারি মরে॥
কট্ কট্ কেটে কোটি কোটি দেয় ভঙ্গ।
ফুরাবার নয় কিন্তু ফুলালেক অঙ্গ॥

ভীম সনে ভ্রুকুটি করিছে ভূতনাথ।
চট্ চাট্ শুনি চড় চাপড় নির্ঘাত॥
প্রাণ ভয়ে পালালে পশ্চাত ধরে তেড়ে।
ধরণী লোটান ধন ধান বনে পড়ে॥
ঝাড় ঝাড় করে ভীম বাপ বাপ বল্যা।
কামড়ে কাতর হয়ে কান্দে ছুটি হেল্যা॥
জর্জ্জর শোণিত ধারা সকল শরীরে।
দড়ি ছিঁড়ে মহিষ প্রবেশ কৈল নীরে॥
হাঁটু পাতি বুড়া এঁড়ো বসে গেল পাঁকে।
ঠাঁই জানি ঠেঁটা কাক ঠোকরায় তাকে॥
আসিয়া চণ্ডনে মাছি বসিলেন যায়।
মাছেতা পড়িবা মাত্র ক্রমি হৈল তায়॥
রক্ত পড়ে দাঁড় কাকে গাঢ় করে খেয়ে।
হোগলের বনে বৃষ লুকাইল গিয়ে॥
মহাদেব মনে মনে করিয়া মন্ত্রণা।
ঘৃত মাখি ঘুচাইল সবার যন্ত্রণা॥
হেল্যার কিয়ারি করি ক্রমি কৈল দূর।
তাহাতে রসুন তৈল দিলেন প্রচুর॥
সুস্থ হয়ে সমস্তে সন্ধ্যায় আইলা বাসে।
বলে রামেশ্বর অতঃপর মশা আসে॥ ১১৮

— —

মশার উৎপাত।

সন্ধ্যা দেখিয়া কুন্ কুন্ ডাকিয়া
বনে হতে বারাইল মশা।
যত ছিল ছোট বড় ধাইল দড়বড়
বেড়িল শিবের বাসা॥
শুনিয়া ঝঙ্কার ডাকিছে কিঙ্কর
কি দেখ শঙ্কর হে।
শব্দের ধমকে পরাণ চমকে
এ আর আইল কে॥
শঙ্কর সহিতে কিঙ্কর কহিতে
ভুর ভুর পড়িছে পায়।
কানে কানে আসিয়া কুন্ কুন্ করিয়া
পৃষ্ঠে বসিয়া খায়॥
কুন্ কুন্ ডাকিয়া বুলিছে উড়িয়া
সুন্দর করিয়া রব।
ছিদ্র পাইলে পুন শোণিত ভক্ষণ
খলের লক্ষণ সব॥
মশার কীর্ত্তন শিবের নর্ত্তন
দাস বৃষ মহিষের সঙ্গ।
লোমকূপ সকলে শোণিত নিকলে
জর জর হইল অঙ্গ॥
চাপড়ের চট্ চাট্ হেল্যার হুট হাট
সট্ সাট্ নাড়িছে পুচ্ছ।

এরূপ মর্দ্দন　মশার কর্দ্দম
　এক হাত হইলে উচ্চ ॥
মশার পন্ পন্　শুনিয়া ঘন ঘন
　চক্ষুর ঘুচিল ঘুম।
তুঁষ ঘসি করি জড়　শঙ্কর জ্বালিল খড়।
　দড় দড় লাগাইল ধুম ॥
ধূমের জ্বালাতে　মশক পালাতে
　সকলে পাইল শর্ম্ম।
ভণে রামেশ্বর　সুস্থির শঙ্কর
　জানিলা গৌরীর কর্ম্ম ॥ ১১৯ ॥

ভীম ভৃত্যের সহিত শিবের পরামর্শ।

প্রভাতে উঠিয়া ভীম ভূতনাথে ভাষে।
চল হর যাব ঘর কাযনাই চাষে ॥
যাত্রা কালে যত্ন করে কয়েছিল মামী।
একবার তাঁর তত্ত্ব না করিলে তুমি ॥
হৈমবতী হরে ছুঁহে হয়ে এক অঙ্গ।
ছ ছ মাস ছাড়িয়া রহিলে প্রিয়-সঙ্গ ॥
মামা মোর সাবাস জাতির বেটি বটে।
অনুতাপে তোমা সনে লাগিয়াছে হটে ॥
তোকে দুঃখ দিতে মামা মোকে দেয় যুড়ে।
মটরের মর্দ্দনে মুসুর গেল উড়ে ॥
ভুলে মামী ভৃত্যে মারে জ্ঞাণ করে সব।
শিব কহে শুনিয়া সেবক-মুখ-রব ॥

কপর্দ্দির কদর্থন কুমুদার কর্ম্ম।
পর্ব্বতের বেটি মোকে পুড়িলেক জন্ম ॥
চষালেক চাষ সেই চেতালেক ফিরে।
মিথ্যা নাহি বলি বাপু আপনার কিরে ॥
ঘরে যেতে কার অভিলাষ নাহি হয়।
চলে নাই চরণ চাষের পাইট বয় ॥
পাইট্ বয়ে গেলে কৃষি হয়ে হৈল কি।
দিন কত থাক দ্রুত নিড়াইয়া দি ॥
ফুরালে বেবাক পাইট ধান্য আসিবেক ফুলে।
তবে যেন আসি সবে ঘরে হৈতে বুলে ॥
এড়াইতে নারে ভীম নিড়াইতে যান।
রামেশ্বর বলে জলে হয়ো সাবধান ॥ ১২০ ॥

জোঁকের উৎপাত।

ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈশান দিলা বলে।
চারি দণ্ডে চৌদিকে চৌরস কৈল চেলে ॥
আড়ি তুলি ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাঁটু পাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান ॥
বাবর্চে বরাটে চেঁচুড়া ঝাড়া উড়ি।
গুলামুথি পাতি মারে পুঁতে যায় নুড়ি ॥
দল দূর্ব্বা সোলা শ্যামা ত্রিশিরা কেসুর।
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে চুর চুর ॥
থর থর খুজিয়া খড়ের ভাঙ্গে ঘাড়।
কুলি ধরি ধাইল ধান্যের ধরি ঝাড় ॥

কিতা জুড়ি ভিতা বেড়ি মাঝে গিয়া রয়।
উলট পালট করে যার পাঁচ ছয়॥
এই রূপে সেই কিতা সেরে চট পট।
কিতা কিতা নিড়াইয়া চলিল সট্ সট্॥
বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া॥
সার্দ্ধ যামে সারি উঠে শত শত কুড়া।
ঘাস কেটে বোঝা বেঁধে বাসে যায় চলে॥
পাটা পেড়ে প্রাণপণে পোষে দুটী ছেলে।
এই রূপে প্রতি দিন পাইট গুলি করে॥
প্রভাতে নিড়াতে যায় আসে দেড় পরে।
জানিলা যোগিনী জটিলের মনোরথ॥
জলেস্থলে জলৌকা পাঠাল্য দুই মত।
ছোট ছোট ছিনে জোঁক ছুটে বুলে ঘাসে॥
জলে বুলে হেতে জোঁক রুধিরের আশে।
প্রভাতে নিড়াতে ক্ষেত্তে নাবে বৃকোদর॥
আইড়ের উপরে ঘাসে বসে মহেশ্বর।
জোঁক ধরে দোঁহারে জানিতে নারে কেহ॥
দুয় দুর পাট্যে দৃষ্টি দেখে নাহি দেহ।
নিড়ান সমাপ্ত করি বৎসরের মত।
হরি ধ্বনি করি উঠে হয়ে হরষিত॥
তখন দেখিল জোঁক পাইল মহাভয়।
হাতে পায় ধরেছে হাজার পাঁচ ছয়॥
বিকল হইয়া উঠে বাড় বাড় করে।
প্রাণপণে যত টানে তত যায় সরে॥

পিছলিয়া যায় পাপ ছিঁড়ে ছাড়ে নাই॥
মরি মরি করি আইল মহেশের ঠাঁই॥
মুকুন্দে মগন ছিল মহেশের মন।
জানে নাই ছিনা জোঁক ধরেছে কখন॥
ভীমে দেখি বলে ভোলা ভয় নাই তোর।
আপনার দেহ দেখ প্রাণ রাখ মোর॥
চেয়ে চন্দ্রচূড় চুণে লুণে দিল ঘসে।
রক্ত বান্তি করি মৈল সব গেল খসে॥
যুক্তি করি জল কাটে জল বয়ে যান।
অর্দ্ধ ভাদ্রপদ মাসে রৌদ্র পাইল ধান॥
পিছু পরিপূর্ণ করি বান্ধিলেন জল।
ডুবে রয় থাড় যেন দেখা যায় জল॥
আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে নাহি করে হেলা।
পদাঘাতে যোগ মারে ঘায়ে দেই ঢেলা॥
ডাক সংক্রমণ দিনে ক্ষেতে পুতে নল।
কার্ত্তিকের কত দিনে কেটে দিল জল॥
ধরণী সুধন্যা হৈল ধান্য আইল ফুলে।
ভোলানাথ রহিলেন ভবানীকে ভুলে॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১২১॥

— · —

বাগ্‌দিনীর পালারম্ভ।

পার্ব্বতী পদ্মারে কহে পাঠালেম যত।
কা হতে না হৈল কিছু আইল নাহি নাথ॥
মহেশ মাধব হৈল মহী মধুপুরি।
কৈলাস হইল ব্রজ আমি রাধা ঝুরি॥
শঙ্কর হইল রাম আমি হৈনু সীতা।
পরিত্যাগ দিয়া প্রভু রহিলেন কোথা॥
এক তিল সে মোরে ছাড়িত নাহি কভু।
সে আমি এখন কোথা কোথা মোর প্রভু॥
কত দিনে প্রভু সনে হবে দরশন।
হর-মুখে হরি কথা করিব শ্রবণ॥
হেদাইল ছেলে দুটী হারাইয়া হরে।
কান্ত বিনা কৈলাস কানন হৈল মোরে॥
বাগদিনী হতে বলে বিধাতার বেটা।
পরিণামে পশুপতি পাছে দেন খোঁটা॥
হাসি হাসি দাসী বলে খোঁটা বরং ভাল।
অল্প কথা বটে মাতা ছলে আসি চল॥
যুক্তি করি পার্ব্বতী পদ্মারে লয়ে সাথে।
অবতীর্ণ মহামায়া মহেশের ক্ষেতে॥
ধান্য দেখি পুণ্যবতী ধন্য ধন্য করে।
সার্থক শিবের চাষ সাবাসি শঙ্করে॥
এই পাকে প্রভু মোকে পাসরিয়া আছে।
প্রিয় ধান্য পোতা গেলে পিটে ফেলে পাছে॥

পদ্মা বলে পুঁত নাহি ফুলা ধান্যগুলি।
মূর্ত্তি ফের মৎস্য ধর মধ্যে কর কুলি ॥
কার্য্য হেতু কাত্যায়নী কিঙ্করীর বোলে।
বিমোহিনী বাগদিনী হৈল অবহেলে ॥
হোগলের বনে পদ্মা লুকাইয়া রয়।
বাঁধ বাঁধি বিধুমুখী সেঁচে ফেলে পয় ॥
প্রথমে প্রচুর পুঁঠি লম্ফ দিল কাছে।
বাড় পুতে বলিল বিস্তর মৎস্য আছে ॥
ধরে মৎস্য ধান্য ভাঙ্গি করে বরাবর।
ভূম দেখিতে ভীম আইসে ভণে রামেশ্বর ॥ ১২২ ॥

ভীমের সহিত বাগ্‌দিনীর কলহ।

ধান্য ভাঙ্গে বাগ্‌দিনী কোপে ভীম দেখ্যা।
জ্বলন্ত অনলে যেন জ্বলে গেল শিখা ॥
ক্ষুব্ধ হয়ে শব্দ করে উঠে উত্তরায়।
আরে মাগী কি করিলি কি করিলি হায় ॥
খায়ে কাদা পানি খাটি ক্ষেতি কৈল হর।
হেন ধান্য ভাঙ্গ কেন বুকে নাহি ডর ॥
শিবের সাক্ষাতে চল সে মারিবে সোঁটা।
বাগদিনী বলে দূর এঁঠো খেকোর বেটা ॥
বল্‌গে বালাই মোর যাব তার ঠাঁই।
রাঁড়ের মেয়েকে তুই রাকাড়িস নাই ॥
মৎস্য ধরা বৃত্তি কৈল শিবের ভাই ধাতা।
শিবের ক্ষেতে না ধরিব আর ধরিব কোথা ॥

শিব মোর কি করিবে তাকে আমি জানি।
আন্‌গে তো তাকে ডেকে সে সিঁচে দেক্ পাণি॥
বৃকোদর বলে বেটীর বড় না দেখি ত্বরা।
অপ্‌চ করে এমন কথা দিন লেগেছে পারা॥
বাগদিনী বলে আমার কি করিবে বুড়া।
ভীম বলে জান্‌বি যখন ভেঙ্গে দিবে হাড়া॥
ভীমকে বলে ভরম লয়ে যারে বেটা বেসো।
শিবের হয়ে কন্দল করিস শিব নাকি তোর মেসো॥
ভীম বলে মুঞি বেসো বটি মামা বটে মোর।
তুই যে শিবের ধান্ ভাঙ্গিলি ভাতার তো নয় তোর॥
বাগদিনী বলে আমার ভাতার বটে যা।
শিব জানে আর আমি জানি তোর বাপের কি তা॥
ছার কপাল ছিরে বেসো ছার কপাল ছি।
ভীম বলে মর্ কি বলে রে ভাতার-খুড়ির ঝি॥
উকে নাই মুখে ধান্য ভাঙ্গে আর গাজে।
মহা ক্রোধে ধায় বীর মারিবার সাজে॥
বাগদিনী বলে বেটা ছুঁতো দেখি মোকে।
ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাব পুঁতে যাব পাঁকে॥
কড় মড় করি দন্ত কট মট চান।
মহাবীর মনে কৈল মাগী বড় টান॥
অসুরদলনী মাতা উচাইল চড়।
ভঙ্গী দেখি ভয় পেয়ে ভীম দিল রড়॥
ধর ধর করি পিছে মারে উড়াতাড়।
ভীমের ভাবনা হৈল ভাঙ্গিলেক ঘাড়॥

পড়িতে পড়িতে পালাইল চট পট।
শিবের সাক্ষাতে গিয়া বান্ধিলেক জট॥
হাঁই ফাঁই করে ঘন পিছু পানে চায়।
বাগদিনী আসি যেন গিলিলেক তায়॥
ব্যগ্র দেখি বিভু বলে বিবরণ বল।
বৃকোদর বলে বুড়া পলাইয়া চল॥
বিশ্বনাথ বলে এত ভয় পাইলে কিসে।
ঘর চড়ি ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খেতে আইসে॥
কামরিপু কহে ক না কেরে বাপু কে।
বৃকোদর বলে এক বাগদিনী হে॥
ধরে মৎস্য ধান্য ভেঙ্গে করে বরাবর।
রূপে গুণে যৌবনে জিনেছে চরাচর॥
উঠিয়া বসিল বুড়া পাইয়া সন্ধান।
বল শুনি বাগদিনী কেমন বন্ধান॥
আমি তার প্রতিকার করিব সুন্দর।
ভীম কয় ভব শুনে ভণে রামেশ্বর॥১২৩॥

বাগদিনীর রূপ বর্ণন।

শুন সুর-শিরোমণি যে দেখিনু বাগদিনী
এক মুখে কি কহিব মামা।
চতুর্ম্মুখে কত বিধি কোটি কল্প কহে যদি॥
তথাপি রূপের নাহি সীমা॥
লক্ষ্মী সরস্বতী কিম্বা উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা
অথবা মোহিনী অবতার।

দেখি তার দেহ আভা ত্রিভুবনে যত শোভা
সকলি পাইল তিরস্কার ॥
মুখের তুলনা তার চরাচরে নাহি আর
অধরে অরুণ নিন্দ্য দেখি।
কোকিল জিনিয়া ভাষা খগেন্দ্র জিনিয়া নাসা
খঞ্জন গঞ্জন দুটি আঁখি ॥
জিনিয়া কুন্দের কলি সুন্দর দশনগুলি
চামর নিন্দিয়া কেশ চারু।
নবঘন জিনি বর্ণ গৃধিনী নিন্দিয়া কর্ণ
কামের কামান জিনি ভুরু ॥
কণ্ঠে কম্বু পাইল তিরস্কার।
মালুর নিন্দিয়া স্তন মুগ্ধ করে ত্রিভুবন
মাঝায় মৃগেন্দ্র পরিহার ॥
করিবর জিনি কর নখ নিন্দি শশধর
রাম রম্ভা জিনি ঊরুদেশ।
পরিপূর্ণ রূপে গুণে নির্ব্বচিত্তে কোন খানে
সর্ব্বদা দোষের নাহি লেশ ॥
ধান্য ভূমি করিয়াছে আলো।
মোর বাক্যে পশুপতি প্রতীতি না হয় যদি
আমি দেখাইয়া দিব চল ॥
শিব বলে যাব নাহি আমি।
মোর মনে হেন লয় বাগদিনী সে ত নয়
কদাচ না হয়— তোর মামী ॥

বিলম্ব দেখিয়া মোরে ছলে নিতে আইল ঘরে
দৃষ্টি মাত্র হারাইব জ্ঞান।
অধ্যবু করিয়া মোরে ছলিয়া যাবেক ঘরে
পশ্চাতে থাবেক মোর প্রাণ॥
ভীম বলে কিবা বল মামী গৌর এ যে কাল
আমি কি মামীকে চিনি নাই।
মামীর বয়স বাড়া মামী ঢেঙ্গা এ যে গেঁড়া
তবে কেন ডরালে গোঁসাই॥
শুনিয়া এমন বাণি ব্যগ্র হয়ে শূলপাণি
বাগদিনী দেখে ভীম সাথে।
ভয়ে ভীম রহে দুরে কামিনী কটাক্ষশরে
অস্থির করিল ভূতনাথে॥
যত ধাষ্ট ভেঙ্গেছিল সকলি মর্য্যাদা হৈল
ভাল মন্দ না বলিল কিছু।
বিনয় করিয়া পুন কাষ্ঠের পুতলি যেন
ফিরি বুলে তার পিছু পিছু॥
পরিচয় ছলে তথা কহেন রসের কথা
বাগদিনী শুনিয়া না শুনে।
দ্বিজ রামেশ্বর কয় এমন উচিত নয়
পরিচয় দেহ ত্রিলোচনে॥ ১২৪॥

বাগদিনীর পরিচয়।

কি নাম তোমার কহ কোন্ গাঁয়ে ঘর।
বল বল বাগদিনী নাহি বাস ডর॥
মা বাপের নাম বল বট কার বেটি।
স্বামীর বয়স কত ছেলে পুলে কটি॥
ভাতারের ভাব যত জানা গেল তা।
সে হলে এমন কেন স্থদু হাত পা॥
তুয়া চাঁদমুখ চেয়ে বুক যায় ফেটে।
কীশ তেঁই হেন হাতে পরায়েছে মেঠে॥
তোমার ভাতার বুড়া বুঝিনু নিশ্চয়।
যুবা নাকি এমন যুবতী ছাড়ি রয়॥
বাগদিনী বলে তুমি বাসে চাও চলে।
জ্বলন্ত অনলে কেন ঘৃত দেহ ঢেলে॥
বুড়ার বিদ্রূপে মোর মূর্ত্তি হৈল কালী।
বুড়া রাকস্ বুড়া বোকস্ বুড়া দেখে জ্বলি॥
বুড়া বলি তোমা সনে কই নাহি কিছু।
তুমি সে ব্যথিত হয়ে বুল পিছু পিছু॥
শিব বলে আমি যে ব্যথিত বলে জান।
দয়া করি দুটি কথা কও নাই কেন॥
দেহ পরিচয় রামা দেহ পরিচয়।
বুড়ার ব্যগ্রতা শুনি বাগদিনী কয়॥
বঙ্গ দেশ নিবাস শিখরপুরে ঘর।
স্বামী বুড়া দরিদ্র দোলই দিগম্বর॥

বাপের নাম হেমু দোলই সেব্য যার সৌরি।
মায়ের নাম মেনকা আমার নাম গৌরী॥
বুড়াটি বিদেশে বনিতায় নাই রুচি।
মাঠে মাঠে মাছ মারি হাটে হাটে বেচি॥
অল্প দিনে ছুটি বেটা দিয়াছে গোঁসাই।
বহিন বিহীন পুত্র কার্ত্তিক গণাই॥
পার্ব্বতী প্রকৃত পরিচয় দিলা তবু।
আতুরে অজ্ঞান হৈলা জ্ঞানময় প্রভু॥
মায়ার মহিমা মদনের পরাক্রম।
জানাইতে জীবকে যোগেন্দ্র পাইল ভ্রম॥
তরুণীর বোলে ত্রিলোচন তৃপ্ত হৈলা।
সই সই বলে সেই সেই নাম বল্যা॥
নামে নামে তামে তামে হৈল বরাবর।
সয়াকে সইয়ের দয়া চাই অতঃপর॥
তোমাকেহ ছাড়িয়া গিয়াছে সয়া বুড়া।
বহু দিন আমিহ তোমার সই ছাড়া॥
হেঁসে হেঁসে ঘেঁসে ঘেঁসে ছুঁতে যান অঙ্গ।
বাগদিনী বলে আই মা এ আর কি রঙ্গ॥
বুড়া সুড়া মিনিসা হয়ে কেমন কর সয়া।
মন্ মজিল পারা মাঠে পেয়ে পরের মেয়্যা॥
দেব-দেব বলে মোরে দয়া কর সই।
বাগদিনী বলে আমি তেমন মেয়ে নই॥
আপনাকে আঁট নাই পরের মাগ্ চাও।
এত যদি আম্বা আছে ঘরে কেন্ না যাও॥

শিব বলে শুন তো গো সই তুমি কি আমার পর।
সইটি তোমার তেমন নয় কিস্কে যাব ঘর ॥
শিবের বোলে অঙ্গ জ্বলে বলে বাগদিনী।
আমার সইয়ের কি দোষ সয়া কওনা দেখি শুনি ॥
ভুলি ভোলা তাঁরি কাছে তাঁর নিন্দা কন।
তোমার পায়া তিনি যে আমার মনের মত নন ॥
কঠিন্ হৃদয় হন্ তো সদয় দোষে গুণে যড় ।
কন্দল বিনা রৈতে নারেন ঐ দোষটী বড় ॥
তুমি যদি সয়া বলে দয়া কর মোকে ।
তোমা লয়ে ঘর করি ছাড়ি আমি তাঁকে ॥
শুনে মাত্র জ্বলে গাত্র বলে মহামায়া।
নিদান্ এমন্ বিধান্ থানি কর্‌বে তুমি সয়া ॥
জন্মায়তি বটি বাগ্দির সাঁগা আছে।
সাঁগা করি সয়ার সকল মজে পাছে ॥
ধর্ম্মপত্নী ছাড়ি রবে ধীবরীর ঠাঁই।
দুষ্ট হয়ে দেবলোকে লজ্জা পাবে নাই ॥
কামিনীর কথা শুনি কামরিপু কয়।
ঈশ্বরের কথা সত্য কর্ম্ম সত্য নয় ॥
বড় ভাই ব্রহ্মা মোর বেদবক্তা হয়ে।
কন্যাতে করিতে ক্রীড়া কেন গেলা ধেয়ে।
আর ভাই বিষ্ণু মোর কৃষ্ণ অবতারে।
গোপীনাথ নাম তাঁর গোপিনী বিহারে ॥
মধুপুরে কুব্জারে করিলা পরিতোষ ।
তেজিয়ান পুরুষে পরেসে নাই দোষ ॥

অনলে সকল জ্বলে তাও তো তুমি জান।
তবে আর এমন সন্দেহ কর কেন॥
ইহা শুনি বাগদিনী কহিছেন পুন।
বাচাইয়া সাঁগায় সাক্ষাতে হয় শুন॥
ভাতার ছেড়ে ভাতার ধরে ভাতার-নোড় মেয়ে।
রূপে গুণে যৌবনে বা ধন ধান্য পেয়ে॥
রূপ নাই যৌবন নাই ধন নাই তোর।
বুড়া ভাতার ধর্‌ব কেন চাড় কেন্দেছে মোর॥
তবে করি যদি তুমি আমার কথায় চল।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে কি করিবেন বল॥১২৫॥

শিবের জল-সিঞ্চন।

পর পুরুষের পাশে রই ছেলেপুলের পাকে।
ভাত কাপড় দিয়া তোমায় পুষতে হৈল তাকে॥
বিয়ানার বাছা বলি বাস নাহি মনে।
আবদার সবে তার আমার কারণে॥
আপনার দোষ গুণ এই কালে কই।
ভাব করে যে মোরে তাহার ঘরে রই॥
সকল ছাড়িয়া যে আমারে করে সার।
সেই মোর প্রিয় তাকে ছাড়ি নাই আর॥
পরের রমণী পিরীতের তরে মরি।
প্রেম করে ডাকে তো পরাণ দিতে পারি॥
অন্ন বস্ত্র অলঙ্কার কিছু নাহি চাই।
নিত্য লক্ষ লাভ করি ভাব যদি পাই॥

অভক্তি করিয়া যে আপনা কেটে দেই।
তারে দয়া না করি দারুণ দোষ এই ॥
মোর গুণে মগ্ন থাকে নির্গুণ ভাতার।
আপনি সকলি করি নাম মাত্র তার ॥
উভয়ে অভিন্নভাবে থাকি অবিশ্রান্ত।
সকলে ব্যাপিকা আমি ব্যাপ্য মোর কান্ত ॥
এমন আয়ত্ত রাখি পতিব্রতা মেয়ে।
মরে নাই মোর পতি বাঁচে বিষ খেয়ে ॥
শিব বলে তোমার সইয়ের এই ধারা।
হারাইয়া হৈমবতী পাইলাম পারা ॥
বাগদিনী বলে সয়া বড় ভাগ্য তোর।
যে দোষে ছাড়িলে সইয়ে সেই দোষ মোর ॥
সাঙ্গালির সাথে কিন্তু সুখ পাবে বাড়া।
রহিতে নারিব মাত্র জাতি বৃত্তি ছাড়া ॥
প্রথমতঃ প্রীত করি খোলা দিব হাতে।
সেঁচাইব জল মাছ বহাইব মাথে ॥
পাটাপাড়ি হাটে বসে মাছ বেচিব আমি।
গোমস্তা হইয়া কড়ি গণ্যে লবে তুমি ॥
শিব বলে আর কেন মাছ বেচা হাটে।
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে বসে থাক খাটে ॥
বাগদিনী বলে সয়া এই ত মন ভাঙ্গে।
কথা যদি কাট তো কি কাজ বুড়া নাঙ্গে ॥
কি বোল বলিলে সই বিদারিলে বুক।
আন খোলা সিঁচি জল ত্যজ মন দুঃখ ॥

বিচারিলা বিধুমুখী সিঁচাতেম নাই।
পরিণামে পাব খোঁটা পুরুষের ঠাঁই ॥
ঝাঁটি কত সেঁচালে কহিতে ভাল হয়।
ভোলানাথে খোলা দিয়া দাণ্ডাইয়া রয় ॥
যোগেশ্বর জল সেঁচে জলাধিপে কম্প।
সিঁচ-গাড়ি সমীপে সফরী দিল লম্ফ ॥
ঝট্ ঝট্ ঝাটি ফেলে ঝট্ ঝাট্ শুনি।
সাবাস সাবাস সয়া বলে বাগদিনী ॥
তরুণীর তারিফে ত্রিগুণ হৈল বল।
টিকে নাই বাঁধ আর টানালেক জল ॥
যোগিনী জপিয়া মন্ত্র জল করে স্থির।
তবু টুটে বিভু হাতে আঁটে নাই নীর ॥
চক্র করি চণ্ডী জল কাটি দিতে যান।
দেখে আসি সয়া পাছে ভাঙ্গে বাঁধ থান ॥
শিব বলে সই তোরে না দেখিলে মরি।
দুইজনে যেয়ে চল নিরীক্ষণ করি ॥
বাগদিনী বলে সেঁচ সেঁচ হে গোঁসাই।
এত অপ্রত্যয় কেন পলাইব নাই ॥
সেঁচেন দাবুড়ি খেয়ে হইয়া নীরব।
বাগদিনী গিয়া বাঁধ কাটি দিল সব ॥
আসিয়া শিবের পাশে হাসে খল খল।
সেঁচে যত আসে তত টুটে নাই জল ॥
ধোঁকালেক ধূর্জ্জটিকে ধরালেক কটি।
ঈশ্বরে ইঙ্গিত করে কিম্নাতের বেটি ॥

তোমা হয়ে আমি ধুঁকি করি হাই ফাঁই।
তুমি জল সেঁচ সয়া দাঁড়াইয়ে নাই॥
এই মুখে বাগদিনী মাগ্ করিবে তুমি।
এতক্ষণে সব জল সিঁচে দিতাম আমি॥
বিনয় করিয়া তারে বলিছেন প্রভু।
বাপের বয়সে জল সেঁচি নাই কভু॥
শাসিল সুন্দরী যদি সেঁচিতে না জান।
বাগদিনী মাগ্‌কে তোমার সাধ কেন॥
দারুণ কথায় দেব-দেবে হৈল দুখ।
বায়ু বীজ জপি জল করিলেন শুষ্ক॥
অল্প জলে মৎস্য বুলে করে ধড়ফড়।
ডরাইয়া ডাখিনী ডিম্ভেরে করে পড়।
শেষ জল সদাশিব সিঁচে ফেলে কোপে
জাল পাতি ভগবতী ভাসা মৎস্য লোফে॥
সেঁচি শর্ব্ব করে গর্ব্ব কেমন বটি সই।
কথায় বুড়া আমি কিন্তু কাযে বুড়া নই॥
হর পাশে গৌরী হাসে ভাষে রামেশ্বর।
আনন্দ করিয়া মৎস্য ধর অতঃপর॥ ১২৬॥

বাগদিনীকে শিবের অঙ্গুরী দান।

ভাবে মনে কেমনে ভুলায়ে যাব ভবে।
জীবহত্যা করি যেন ত্যাগ দেন তবে॥
মহামায়া মায়া করি মৎস্য মারে ক্ষেতে।
পশুপতি পেথে বয়ে ফেরে সাথে সাথে॥

ধরেন পাবদা পুঁঠি পাঁগাস পাঠীন।
চিথল চিঙ্গুড়ি চেলা চাঁদাকুড়া মীন॥
ধান্যহুলি ধোপাঝি ধরিল ডানকনা।
মৌরলা খলিসা ভোল টেঙ্গরা নয়না॥
তেটেঙ্গরি ধরিল তেচখ্যা দিল ছেড়ে।
সোল সাল সিঙ্গাল মৃগাল মারে তেড়ে॥
বানি বাটা খুড়সী রোহিত মহামীন।
কালুবাস কাতলা কমঠ পরবীণ॥
ভেকটি ইলিশ আড়ি মাগুর গাগর।
ফলুই গড়ুই কই কত জলচর॥
মাথা পুঁতে ছিল গুঁতে সেহ হৈল ধ্বংস।
পাঁক ঘাঁটি পিছু মাইল পাঁকালের বংশ॥
পশুপতি পেথে পেথে ফেরে বয়ে বয়ে।
দীপ্তি পাইল দিব্য মৎস্য রাশি রাশি হয়ে॥
চেঙ্গধরে চামণ্ডী চাহিয়া চারি আড়ে।
কুঁচে কাঁকড়ার তরে হাত ভরে গাড়ে॥
ভগবতী ভোলানাথে ভুলাবার তরে।
সাধ করি শামুক গুগলি হাঁড়ি ভরে॥
বাগদিনী বিশ্বনাথে বড় কৈল দয়া।
জাড়ি বেঙ্গ ধরে বলে ধর ধর সয়া॥
হর বলে হে সই এ গুলা কেন লব।
বাগদিনী বলে সয়া তোমায় আমায় খাব॥
কিরাতিনী কথা শুনি কর্ণে দিল হাত।
চুপি চুপি চন্দ্রচূড় চিন্তে জগন্নাথ॥

এত অনাচার তার দেখিয়া সাক্ষাতে।
তবু চান বিভু তাকে আলিঙ্গন দিতে॥
বাগদিনী বলে সয়া ছুঁয়ো নাহি ছি।
কড়ি পাতি নাই কথা স্থহু স্থহু কি॥
দুঃখিনী দেখিতে নারি নিকড়্যে নাগর।
কি দিবে তা দেও আগে হাতের উপর॥
তবে তোমা সনে কথা কই এইক্ষণে।
হাত স্থহু জরাকে যৌবন দিব কেনে॥
শিব বলে সই তোর বুদ্ধি নাহি কিছু।
সুন্দর পাইলে সুখ স্মঙরিবে পিছু॥
দয়া করে সয়ার যদ্যপি নিলে সেবা।
ত্রিভুবনে তোমার তুলনা আছে কেবা॥
সম্প্রতি চাসের শস্য সব লও তুমি।
বাগদিনী বলে তবে বর্ত্তিলাম আমি॥
আই মা কি আরে মোর নিকড়্যে নাগর।
কড়িপাতি নাহি কথা ডাগর ডাগর॥
শিব বলে বল বল তুমি চাহ কি।
অষ্ট সিদ্ধি অষ্ট বস্থ সব লও দি॥
কিরাতিনী কহে মোর কায নাই তাতে।
পিত্তলের অঙ্গুরীটী দেও মোর হাতে॥
পূর্ণ করি পিত্তল পরিতে যদি পাই।
বাগদিনীর মেয়ে আর কিছুই না চাই॥
পিত্তল অঙ্গুরী নহে কহে ত্রিলোচন।
মাণিক্য অঙ্গুরী লক্ষ নৃপতির ধন॥

দয়া করি দামোদর দিয়া ছিল মোরে।
ধর ধর বলিয়া ধূর্জ্জটি দিল তারে॥
হৈমবতী হরের অঙ্গুরী লয়ে হাতে।
পলাইতে প্রবঞ্চনা করে প্রাণনাথে॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১২৭॥

শিবের সহিত বাগদিনীর বচন-বিদগ্ধতা।

তোমার অঙ্গুরী লও মোকে ধর্ম্মপথ দাও
ওকথাটি ক্ষমাকর মোরে।
মোর ভাতার ভাঙ্গী জুঙ্গী নিরন্তর বহে টাঙ্গী
কপালে আগুণ ডরি তারে॥
পোড়াকপালের তরে যাই নাহি বাপঘরে
এক তিল ছাড়া নাহি রয়।
চতুর্দ্দিকে বুলে ছুটে বৃষের উপর উঠে
চেয়ে দেখে চতুর্দ্দিকময়॥
অন্তরে বাহিরে ঘরে সব ঠাঁই দেখি তারে
কাছে কাছে আছে হেন বাসি।
দেখিলে তটস্থ হয়ে অমনি থাকিবে চেয়ে
দোঁহার গলায় দিবে ফাঁশা॥
তমো গুণে তার মহা ক্রোধ।
আমি জানি তার মর্ম্ম দেখিলে কুৎসিত কর্ম্ম
ব্রহ্মার না করে উপরোধ।

মোর মাতা সীতা সতী   পিতা সে লক্ষ্মণ যতি
পতি মোর পতিতপাবন।
আমি পতিব্রতা নারী   বরঞ্চ মরিলে মরি
তবু ধর্ম্ম না করি লঙ্ঘন॥
তোমার চরিত্র মোকে   কহিয়াছে ঢের লোকে
কার্ত্তিকের জন্ম উপাখ্যানে।
আর শুনি শিব দণ্ডে   সকল ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে
আমি তায় বাঁচিব কি প্রাণে॥
মহিষ-মর্দ্দিনী জায়া   কুলীশ কঠিন কায়া
সে যাহা সহিতে নাহি পারে।
মানুষী তোমার সনে   মরে যায় আলিঙ্গনে
বুক মোর দুর দুর করে॥
সদাশিব বলে সই শুন।
দেবতা বঞ্চিলে রতি   মানুষী মরিত যদি
কুন্তী নারী মৈল নাই কেন॥
আইবড় কালে বাপ ঘরে।
সূর্য্যের প্রতাপ সয়ে   রহিল নবীনা হয়ে
কর্ণ পুত্র ধরিল উদরে॥
পতি অনুমতি কৈল   ধর্ম্মকে সুরতি দিল
যাতে হৈল রাজা যুধিষ্ঠির।
বলবান পুত্র হেতু   বায়ুকে দিলেন ঋতু
তাতে হৈল ভীম মহা বীর॥
যোধা পুত্র করি মনে   বঞ্চিল ইন্দ্রের সনে
অর্জ্জুনের জন্ম হৈল তাতে।

মধুপুরে কুব্জা ছিল সে নারী কেমনে জীল
রমণ করায়ে রমানাথে ॥
রাবণ রাক্ষস নাথ দশ মুণ্ড কুড়ি হাত
জিনিল সকল দেবাসুরে।
সে হারে নারীর ঠাঁই বিহারে বড়াই নাই
মিছা তুমি ভয় কর মোরে ॥
ডরাইয় নাই সই আমি অসুখড় নই
বড় সুখ পাবে আলিঙ্গনে।
বুকে তোকে দিব ঠাঁই তিলেক ছাড়িব নাই
সদাই রহিবে আমা সনে ॥
যে নারী আমারে ভজে আনন্দ সাগরে মজে
তার মনে ভয় নাহি আন।
আমার প্রেমের কথা সব জানে গিরিসুতা
কোঁচনী সকল বাসে প্রাণ।
কত নারী মোর তরে তপস্যা করিয়া মরে
সে তুমি পাইলে অনায়াসে।
শিবের একথা শুনি দূরে পরিহার মানি
ক্ষেমঙ্করী খল খল হাসে ॥
অজিত সিংহের তাত যশোমন্ত নরনাথ
রাজারাম সিংহের নন্দন।
সিদ্ধবিদ্য রাজ ঋষি তাহার সভায় বসি
রচে রাম শিব সংকীর্ত্তন ॥ ১২৮ ॥

ছলনানন্তর বাগদিনীর প্রস্থান।

অতঃপর আলিঙ্গনে অনুকূলা হও।
বাগদিনী বলে সয়া বিদগধ নও॥
কলেবরে কাদা গুলা ধুয়ে আসি আমি।
ততক্ষণ বাসর নির্ম্মাণ কর তুমি॥
শিব বলে সই তোরে না হয় বিশ্বাস।
ছাড়ি যাও পাছে বলি ছাড়িল নিশ্বাস॥
উমা বলে এমন যখন হবে মনে।
মহাপ্রভু মরণ করিহ সেই ক্ষণে॥
পশুপতি পাইনু পতি তপস্যার ফলে।
বিনা মূলে বিকায়েছি ঐ পদতলে॥
পার্ব্বতী প্রকৃত কয়ে প্রতারিয়া নাথে।
কৌতুকে কৈলাসে গেলা কিঙ্করীর সাথে॥
হেতা হর বাসর নির্ম্মাণ করি ডাকে।
শীঘ্র আইস সই কেন দুঃখ দেও মোকে॥
শয্যায় সুসজ্জ হয়ে উকি দিয়া চায়।
বিলম্ব দেখিয়া পুনঃ ঘর বারি হয়॥
উঠি বসি ওষ্ঠ চাপে চারি পানে চায়।
পশ্চাতে বুঝিল প্রিয়া পলাইল হায়॥
জানকী হারায়ে যেন রাঘব বিকল।
ভীমের সহিত ক্ষেতে খুজেন সকল॥
যেন রাস মন্দিরে গোবিন্দ হৈল হারা।
ক্ষুব্ধ হয়ে খুঁজে গোপি বৃন্দাবন সারা॥

সেই মত সদাশিব সুন্দরী না পেয়ে।
বসিলেন বৃষধ্বজ অধোমুখ হয়ে ॥
চঞ্চল হইল চিত্ত চণ্ডিকার তরে।
বৃকোদরে বলে বাছা চল যাই ঘরে ॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১২৯ ॥

শিবের কৈলাস গমন ও ভগবতীর সহিত কলহ।

বৃকোদর বৃষের বিচিত্র সাজ করি।
শিবের সাক্ষাতে দিল বাগডোর ধরি ॥
চট পট চন্দ্রচূড় চড়ি চলে তাতে।
মহিষে চলিলা ভীম মহেশের সাথে ॥
মনোযব যানে যান করিয়া কৌতুক।
কৈলাসের সমীপে শিঙ্গায় দিলা ফুঁক ॥
শিঙ্গা শুনি শিব লোক সবে আইল ধেয়ে।
পাসরিল সব দুঃখ চাঁদমুখ চেয়ে ॥
আনন্দ দুন্দুভি জয় জয় পুনঃ পুনঃ।
লীলা সারি গোলকে গোবিন্দ আইল যেন ॥
উগ্রকে দেখিতে ব্যগ্র গুহ গজানন।
গালি দিয়া গৌরী তারে করে নিবারণ ॥
তোর বাপ বাগদি হয়েছে ছাড়ি মোকে।
তার ঠাঁই যেয়ো নাই ছুঁয়ো নাই তাকে ॥

ছলোক্তি শুনিয়া ছাবালের হৈল ভয়।
প্রচণ্ড চণ্ডিকা দ্বার আগুলিয়া রয়॥
হাসি হাসি হর আসি যাইতে ঘর পানে।
দেবী দিয়া দাবুড়ি রাখিল সেইখানে॥
বাগদির লাজ নাই ঘর ঢুকে মোর।
ছেলে পুলে ছুঁইলে ছুতুক হবে ঘোর॥
ভাল যদি চায়তো এখান হতে যাক্।
যেথানে রাখিয়া আইল বাগদিনী মাগ্॥
হর বলে মোর বাগদিনী মাগ্ কে।
সই হয়ে সেই জল সেঁচালেক্ যে॥
বাসরে বিকল করি বাগ্দীর বালা।
ভাল ভুলাইয়া গেলা হাতে দিয়া খোলা॥
ক্ষেতে ক্ষেতে খুঁজে তার দেখা নাই পেয়ে।
অতএব এসেছ আমার কাছে ধেয়ে॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডিকার বোলে।
লজ্জা পেয়ে সত্য কথা মিথ্যা করি টালে॥
গণ্ডগোল করে গৌরী গিরিশ সহিত।
হেন কালে হরিদাস হৈল উপস্থিত॥
হর্ষ হয়ে হর গৌরী আদরিলা তাকে।
কুন্দলের কারণ কহিলা একে একে॥
মহাজন জানিয়া যথার্থ কথা কয়।
একথা সর্ব্বদা বৃথা মনে নাহি লয়॥
ত্রিভুবন তাপত্রয়ে তরে যার বলে।
তার ধর্ম্ম মারা গেল কার কর্ম্ম ফলে॥

তবে মামী তুমি যে মামাকে দোষ দেহ ।
কে তোমাকে কহিল জানিলে কিসে কহ ॥
পার্ব্বতী পত্তন্ পেয়ে প্রশ্ন কৈল তাকে ।
জিজ্ঞাস তো মাণিক অঙ্গুরী দিলা কাকে ॥
নারদ বলেন মামা কি বলেন মামী ।
হর বলে হয় তাহা হারাইনু আমি ॥
এক দিন সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি গেল নাথে ।
নিড়াতে নিড়াতে ক্ষেতে হারা হৈল তাতে ॥
তার তরে ত্রিপুরা ত্যজিল মোর সঙ্গ ।
নারদ বলেন মামী এত বড় রঙ্গ ॥
বাচাইলা বিমলা বটেতো এই কথা ।
সাক্ষাতে অঙ্গুরী দিতে হৈল হেঁট মাথা ॥
মুনি বলে মহীতলে মজাইল যাহা ।
কহ মামী হেতা তুমি কোথা পাইলে তাহা ॥
দেবী বলে দয়া করি দিয়াছিলা যাকে ।
সেই দিয়া সব কথা কয়ে গেলা মোকে ॥
মহামুনি বলে মামা কি জাতীয় কথা ।
সরমে শঙ্কর কন আর কেন বৃথা ॥
নারদ বলেন মামী হারিলেন মামা ।
অপরাধ এবার আমারে কর ক্ষমা ॥
জানিলা যোগেন্দ্র যত পাইলাম যন্ত্রণা ।
এই রাক্ষসীর কর্ম্ম ঋষির মন্ত্রণা ॥
ব্রাহ্মণ অবধ্য শত্রু ইহারে কি কব ।
প্রভু হই পার্ব্বতীকে প্রতিফল দিব ॥

মহেশের মন বুঝে মুনি পাইল ভয়।
আগু হয়ে আপনি দুর্গার দোষ কয়॥
কুমুদার কাছে কানে কানে কন শিবে।
ইনি বাগদিনী জানি প্রতিফল দিবে॥
নচেৎ মামীর ঠাঁই মজাইলে মান।
ইহা জানি কর কার্য্য কহিব সন্ধান॥
বৃষধ্বজ বলে বাছা বল বল শুনি।
বিড়ম্বিতে বিবরণ বলে দেন মুনি॥
মেয়ের বড়ই সাধ শঙ্খ পরিবারে।
আমি শিখাইলে মামী মাগিবে তোমারে॥
দৈবে তুমি দিবে নাই কবে কটূত্তর।
ক্রোধ করি যান যেন জনকের ঘর॥
শেষে হয়ে শাঁখারী সেখানে যাবে তুমি।
চাতুরি করিবে যেন চিনে নাই মামী॥
মূল্য না মাগিবে শঙ্খ পরাইবে হাতে।
পশ্চাতে প্রমাদ বাধ পার্ব্বতীর সাথে॥
বাগদিনী বেশে যত দুঃখ দিল উমা।
তার দাদ দিতে পার তবে মোর মামা॥
সম্প্রতি সম্প্রীতি করি দিয়া যাই আমি।
হর হাসি বলে ঋষি যোগ্য লোক তুমি॥
নারদ বলেন সব তোমার আশীষে।
না করিলে লোকের নিস্তার হবে কিসে॥
উভয়ে একতা করি আশীর্ব্বাদ লয়ে।
হর্ষ হয়ে যান ঋষি হরি গুণ গেয়ে॥

চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর ।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১৩০ ॥

ইতি সপ্তম দিবসীয় দিবাপালা সমাপ্ত ॥

জা গ র ণ আ র ম্ভ ।

হরগৌরীর মিলন মন্ত্রণা ।

মহামায়া মহেশ্বরে মনোভঙ্গ করি ।
মামীকে মন্ত্রণা দিতে মুনি আইল ফিরি ॥
ব্যথিতে বন্দনা করি বসিলেন কাছে ।
হেঁসে বলে হাঁগো মামী মামা কোথা আছে ॥
বিল্বমূলে বিভু বসি বলে ত্রিলোচনী ।
হরিদাস হতাশ হইল ইহা শুনি ॥
হায় হায় হৈমবতী হৈল এত দূর ।
অভিন্নে বিভিন্ন ভাব বিধাতা নিষ্ঠুর ॥
সর্ব্ব কাল সবার সমান নাই যায় ।
শিবদুর্গা সে প্রীতি অপ্রীতি হৈল হায় ॥
দুটাই দোঁহারে দেখে দহে মোর দেহ ।
আপ্ত তুমি ওগো মামী একি আর কহ ॥
পার্ব্বতী বা পাসরিতে পারে প্রাণনাথে ।
পশুপতি পার্ব্বতী পাসরে কোন্ সত্বে ॥
দুর্গা বলে দিন কত হয়েছে এমন ।
কহে মুনি কহ শুনি কিসের কারণ ॥

পার্ব্বতী পূর্ব্বের পর্ব্ব কহিলেন সব।
কহে মুনি কর্ম্মটী করেছ অসম্ভব॥
বাগদিনী বেশে বটে বিড়ম্বেছ বড়।
মত্ত হয়ে মেয়ে যে মর্দ্দের কাঁধে চড়॥
রাসরসে রাধা পেয়ে রাজীবলোচন।
চাপিতে কৃষ্ণের কাঁধে করেছিল মন॥
নগেন্দ্র নন্দিনী বলে নারদ ঢেমন।
তখন তেমন কথা এখন এমন॥
নিবেদে নারদ শুন নগেন্দ্রের ঝি।
বিড়ম্বেছ বিস্তর আমার দোষ কি॥
সকল অত্যন্ত হলে শোভা নাহি করে।
উমা বলে এখন উপায় বল মোরে॥
কান্ত সনে কৌশল কেমন করে করি।
নারদ বলেন কিছু নির্ব্বচিতে নারি॥
দড়ি ছিঁড়ে দিলে যুড়ে পড়ে যায় গিরা।
মনোভঙ্গে মিত্রতা তেমন হয় ফিরা॥
সুধা-ধারা পারা যদি সারা দিন কয়।
মাত্র মুখ মট্টন মনের সনে নয়॥
বুদ্ধি অনুসারে বলি বিচারিয়া মনে।
সুসার না হয় শঙ্খ দুটি বাই বিনে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী শঙ্খ দুটী বাই পরি।
হঠাৎকারে হরির লইল মন হরি॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী শঙ্খ পরি বিলক্ষণ।
বিমোহিনী ব্রহ্মার বাঁধিয়া রাখে মন॥

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সর্ব্ব অলঙ্কার পরে।
শঙ্খ বিনা সেহ কেহ শোভা নাই করে॥
শঙ্খ পরি সবাই স্বামীরে করে বশ।
ভুলাইল ভামিনী ভুবন চতুর্দ্দশ॥
শঙ্খ পরি সকল সংসার করে আলো।
স্বামীর সুভগা হয় সবাকার ভাল॥
তুমি মামী শঙ্খ পরি হর হর-চিত্ত।
নিকটে নিকটে নাথ থাকিবেন নিত্য॥
প্রাণাধিক প্রভুর হইবে প্রিয়তমা।
তোমাকে ত্যজিবে নাই ত্রিলোচন মামা॥
যদি শঙ্খ পর তো যেরূপ তুমি মেয়ে।
তিন চক্ষে ত্রিলোচন থাকিবেন চেয়ে॥
মুনির মন্ত্রণা শুনি শঙ্খের নিমিত্ত।
চঞ্চল হইল বড় চণ্ডিকার চিত্ত॥
চন্দ্রচূড়ে চাহিব চিন্তিল চন্দ্রমুখী।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে মনে মহাসুখী॥ ১৩১॥

ভগবতীর শঙ্খ পরিধানের কথা।

হরগৌরী দোঁহারে দোঁহার মত কয়ে।
দেবঋষি গেলা গোবিন্দের গুণ গেয়ে॥
হৈমবতী হরপাশে হাসে মন্দ মন্দ।
কান্ত সনে করিয়া কথার অনুবন্ধ॥
প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভুর পদতলে।
রা ঙ্গী সে রঙ্গনাথে শঙ্খ দিতে বলে॥

গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুর্ব্বাদ।
পূর্ণ কর পশুপতি পার্ব্বতীর সাধ॥
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটি বাই।
কৃপাকর কান্ত আর কিছুই না চাই
লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥
তুল ডাঁটি পারা দুটি হস্ত দেখ মোর।
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর॥
পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে।
তখন তুলিয়া তাঁরে ত্রিলোচন বলে॥
শঙ্খের সম্বাদ বলি শুন শৈলসুতা।
অন্তাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা॥
গৃহস্থ গরিব তার সাত গেঁটে টেনা।
সোহাগী মাগীর কানে কাটা কড়ি সোণা॥
ভাত নাই ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
মূল খাটি মরে তার মাগী মাগে শাঁখা॥
তেমন তোমার দেখি বিপরীত ধারা।
রহিতে আমারে ঘরে নাহি দিবে পারা॥
অর্থ আছে আমার আপনি যদি জান।
স্বতন্ত্রা বট শঙ্খ পর নাই কেন॥
নিবারিতে নাই কেহ নহ পরাধীন।
কৃষ্ণ কহ কেন কদর্থহ সারা দিন॥
সম্পদ সঞ্চয় করি সদ্ব্যয় না করে।
বড় সেই বর্ব্বর বঞ্চিত বলি তারে॥

মহেশের মন জ্ঞান মহত্তের ঝি।
আপনি সে অন্তর্যামী আমি কব কি ॥
বুড়া বৃষ বেচিলে বিপত্তি হবে ঘোর।
সেই বিনা সম্ভাবনা কিবা আছে মোর ॥
জানে নাই যে জন জানাতে হয় তাকে।
ভামিনী ভূষণ পায় ভাগ্যে যদি থাকে ॥
ভিখারির ভার্য্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তাঁরে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥
সেই খানে শঙ্খ পরি সুখ পাবে মনে।
জানিয়া জনক গৃহে যাও এই ক্ষণে ॥
একথা ঈশ্বরী শুনি ঈশ্বরের মুখে।
শূন্য হৈল সব যেন শেল মাইল বুকে ॥
দণ্ডবত হইয়া দেবের দুটি পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায় ॥
কোলে কৈল কার্ত্তিক গমনে গজানন।
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর গমন ॥
গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পিছু পিছু।
শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু ॥
নিদান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়।
আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খায় ॥
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী।
ভাষিল ভায়ের কিরা ভবানীর প্রতি ॥

ধেয়ে যেয়ে ধূর্জ্জটি ধরিলা ছটি হাতে।
আড় হয়ে পশুপতি পড়িলেন পথে॥
যাও যাও যত ভাব জানাগেল বলি।
ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারি পানে চায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায়॥
রামেশ্বর বলে ঋষি আর দেখ কি।
পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি॥ ১৩২॥

উমাকে ছলনা করিতে নারদের পরামর্শ।

মহামুনি বলে মামা মনস্তাপ কেন।
পাসরিয়া পূর্ব্ব দুঃখ পার্ব্বতীরে আন॥
হর বলে হায় তারে না দেখিয়া মরি।
নারদ বলেন তেঞি নিবেদন করি॥
তিনি হৈলা বাগদিনী তুমি হও বাগা।
বঙ্ক বনে বাট আগুলিয়া দেওদাগা॥
ভয় ভেবে ভবানী ভবনে যেন আইসে।
পশুপতি বলে পাছে পিঠে চাপি বৈসে॥
বাঘ তার বাহন বিশেষ আমি জানি।
যাবেক যাবেক চড়ি যাব নাই আমি॥
ব্রহ্মপুত্র বলে বটে বল বিলক্ষণ।
মাঠে পেয়ে ঝাট কর ঝড় বরিষণ॥
অনাদি মণ্ডপে গিয়া স্থিতি কর একা।
সুত দারা সবার সেখানে পাবে দেখা॥

একত্র নিবাস করি নিশি জাগরণ।
পার্ব্বতীকে প্রবোধিয়া প্রভাতে গমন॥
তাহা করি তাঁরে তুমি নাহি পার যদি।
নিদান দেখাবে মধ্য পথে মায়া নদী॥
তাহা যদি ত্রিপুরা তরিয়া যেতে চায়।
তখন কপট কর্ণধার হবে তায়॥
পার্ব্বতীকে পার করে দিবে নাহি তুমি।
ফাঁপরে পড়িয়া ফিরে আসিবেন মামী॥
মুনির মন্ত্রণা শুনে মহাদেব ছুটে।
বড় বনে বাঘ হয়ে বসিলেন বাটে॥
বাঘ হতে বিভুর বাসনা ছিল নাই।
যদি দিল যুক্তি তবে যে করে গোঁসাই॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৩৩॥

ভগবতীকে শিবের ছলনা।

বেত আঁছাড়িয়া বাঘ বেত বন হতে।
ডাক ছাড়ি ডিঙ্গা মারি দাঁড়াইল পথে॥
পুড়া পায়া মস্তক পাবক পায়া আঁখি।
এমন বিপাক্যা বাঘ বিশ্বে নাহি দেখি॥
দয়্যাখানি মুলা যেন দন্ত দুই পাটি।
বিদারে বিংশতি নখে বসুধার মাটি॥
কলজে ফিরায় লেজ ফুলাইয়া গা।
গর্জ্জিল গহনে পেয়ে গণেশের মা॥

বাঘ দেখে বিধুমুখী বলে বিলক্ষণ।
বিপিনে বিধাতা আনি দিলেন বাহন॥
রহ রে বাহন বলি বোল রাখ মোর।
দেখিনু দুর্গার প্রতি দয়া আছে তোর॥
প্রভু হয়ে পার্ব্বতীকে ফেলে দিল হর।
জনমের মত যাই জনকের ঘর॥
তোমা বিনা ত্রিপুরার নাহি ত্রিভুবনে।
বাঘ বড় ব্যথিত বুঝিনু এত দিনে॥
পর্ব্বত রাজার বেটী পদব্রজে যাই।
অতএব আপনি এসেছ ধাওয়া ধাই॥
তোমার বালাই লয়ে মরে যাই আমি।
বাপ ঘরে বাহন বহিয়া রাখ তুমি॥
আর যদি আমারে ঈশ্বর কভু আনে।
সুধিব তোমার গুণ সোণা দিব কাণে॥
ইহা বলি চাপিতে চলিল চন্দ্রমুখী।
অন্তর্ধান হৈল বাঘ বিপরীত দেখি॥
জানিল যোগিনী জগদীশ্বরের কর্ম্ম।
ভাল হৈল রক্ষা পাইল পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
ত্রিভুবন তারিণী তনয় লয়ে সাথে।
পার্ব্বতী প্রস্থান কৈল পর্ব্বতের পথে॥
সুরপুরী চলে শূলী শোকাকুল হয়ে।
আদেশিল ইন্দ্রকে সকল কথা কয়ে॥
ঝড় বৃষ্টি ঝাট কর ছুট পুরন্দর।
আমার অম্বিকা যেন ফিরে আসে ঘর॥

ইন্দ্র বলে ও কথা আমারে কর ক্ষমা।
ইঙ্গিতে ইন্দ্রত্ব দূর করিবেন উমা॥
ঈশ্বরাজ্ঞা অমোঘ আমারে হয় তারি।
উত্তর সঙ্কটে আমা রক্ষ ত্রিপুরারি॥
কাকুর্ব্বাদ করিয়া কহিলা কর পুটে।
দাস পাছে দোষ পায় দুর্গার নিকটে॥
ঈশ্বর বলেন আমি আশীর্ব্বাদ করি।
তোরে তুষ্ট থাকিবেন ত্রিপুরা সুন্দরী॥
পূর্ব্বদোষে পার্ব্বতীকে প্রতিফল দি।
উমা জানে আমি জানি তোমা সনে কি॥
শিবের সম্বাদ শুনে সুখী পুরন্দর।
সম্বোধিলা স্বগণে শিবের আজ্ঞা কর॥
বারিবাহ বায়ু বলবন্ত যত ছিল।
শিবকে সকল সমর্পণ করি দিল॥
ধরাধর-সুতাপতি ধারাধর সাথে।
আইল আবির্ভাব করি অন্তরীক্ষ পথে॥
প্রলয় পবন বয় হয় বজ্রাঘাত।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে হৈল মহোৎপাত॥ ১৩৪॥

।

ঈশানে উরিয়া সকল পূরিয়া
জলধর ধাইল বেগে।
কুল কুল ডাকিয়া অন্তরীক্ষ ঢাকিয়া
আঁধার করিল মেঘে॥

পড়িল তরুবর উড়িল বড় ঘর
উৎপাত হইল ঝড়ে।
চড়কা চড় চড় করিয়া গড় গড়
বড় বড় পাষাণ পড়ে॥
ঘন ঘন গর্জ্জন বজ্র বিসর্জ্জন
বরিষে মূষলের ধারা।
জীবন সংশয় সর্ব্বলোকে কয়
প্রলয় হইল পারা॥
গুহ লম্বোদর ভাবিয়া শঙ্কর
আক্ষেপ করিছেন মায়।
কহে রামেশ্বর ছাড়িয়া হর-ঘর
কি কাজ করিলে হায়॥ ১৩৫ ॥

কার্ত্তিক গণেশের সহিত অম্বিকার কথা।

তুয়া ধর্ম্মে ছিল ধরা তুমি হৈলে স্বতন্তরা
পতি-বাক্য করিলে হেলন।
অনীত হইল কর্ম্ম দেখিয়া রুষিল ধর্ম্ম
তব সৃষ্টি নাশের কারণ॥
তোমাকে ইন্দ্রের ভয় এ কর্ম্ম তাহার নয়
অধর্ম্ম ইহার হৈল মূল।
কৈলাসে ফিরিয়া চল এখনি হবেক ভাল
ঈশ্বর হবেন অনুকূল॥
প্রাণনাথ দিল কিরা তথাপি না গেলে ফিরা
ঠেলি আইলে ঠাকুরের হাত॥

হয়ে সতী পতিব্রতা না শুন নাথের কথা
অতএব হইল উৎপাত ॥
গৌরী বলে ওরে বাছা মোর দোষ দেহ মিছা
বিদায় দিয়েছে তোর বাপ ।
পশ্চাতে দিয়েছে কিরা তাতে নাহি গেছি ফিরা
ইহাতে আমার নাহি পাপ ॥
গুহ গজানন কয় তথাপি উচিত নয়
এখন ফিরিয়া চল মা ।
তবে যদি নাহি যাবে সঙ্কটে নিস্তার পাবে
মনে কর মহেশের পা ॥
সর্ব্বদুঃখ-নিবারিণী পুত্রের বচন শুনি
ভাবনা করেন ভূতনাথে।
শিবের করুণা হৈল অনাদি মণ্ডপ পাইল
প্রবেশ করিল গিয়া তাতে ॥
যোগী বুড়া সেই ঘরে শুয়েছিল অন্ধকারে
ভগবতী বুকে দিল পা ।
দ্বিজ রামেশ্বর কয় মট্‌কামারি বুড়া রয়
শঙ্করীর শিহরিল গা ॥ ১৩৬ ॥

বৃদ্ধবেশী শিবের সহিত গৌরীর সাক্ষাত ।

গোঁ করে গোঁগান্য বুড়া গৌরী বলে ছি ।
গুহ গজানন বলে গোঁগাইল কি
ধূর্জ্জটী জাগাইয়াছিল ফুঁক দিল তায় ।
দেখিল দারুণ বুড়া পড়ে মৃতপ্রায় ॥

দিগম্বর জটাধর অস্থি চর্ম্ম সার।
দুই এক দণ্ড বিনা বাঁচে নাহি আর॥
দশ বার ডাকিলে উত্তর নাহি দেই।
বুক ভেঙ্গে দিল মাত্র বলিলেক এই॥
গৌরী বলে গড় করি জানি নাহি আমি।
অভাগার অপরাধ ক্ষমা কর তুমি॥
পূর্ব্বের পাতকে পরিত্যাগ দিল পতি।
তাতে হৈল ত্রিগুণ তোমারে মাইনু লাথি॥
আরবার আমার অধর্ম্ম পাছে হয়।
ঘেঁসাঘেঁসি ঘরের ভিতরে ভাল নয়॥
জাঁকানে মরিয়া যাবে যাও বারি হয়ে।
বুড়াটি বিপাকে পড়ে বলে রয়ে রয়ে॥
অপর্ব্ব উঠিতে নারি আছি এক কোণে।
দয়া কর কেন দুঃখ দেও অকিঞ্চনে॥
ধরাধর-সুতা বলে ধরে তুলি আমি।
বিশ্বনাথ বলে বড় নিদারুণ তুমি॥
ঠাঁই হবে ঠাকুরাণী বস সরে সরে।
বুড়া লোক বাহিরে বাতাসে যাব মরে॥
পুত্রের কল্যাণে মোকে ফেলে রাখ পাশে।
পদতলে পড়ে থাকি পরম হরিষে॥
সরে বস এখন এখানে হবে ঠাঁই।
তোমার দারুণ দেহে দয়া ধর্ম্ম নাই॥
তিন জনে তুলে ধরে তবে বুড়া যায়।
নগেন্দ্র নন্দিনী বিনা নিবেদিব কায়॥

জঞ্জাল হইল জরা যম নাহি লেই।
যত্ন করে জায়া যত পারে গালি দেই ॥
বিষ খেয়ে বিষাদে বাঁচাইল নাহি প্রাণ।
মরণ অধিক দুঃখ মাগের বাখান ॥
ভাষে উমা মাগ্ তোমা মন্দ বাসে কেন।
রামেশ্বর বলে তার বিবরণ শুন ॥ ১৩৭ ॥

বৃদ্ধের সহিত গৌরীর কথোপকথন।

যুবতীর পতি জরা জীয়ে অকারণ।
যত করি কিসেহ তুষিতে নারি মন।
আহারে বিহারে বুড়া দুই কর্ম্মে কম।
শুয়ে থাকি শয্যায় সদাই যাই ভ্রম ॥
এক বলিতে আর শুনি তায় হয় ক্রোধ।
আমি বুড়া পাগল আমার অল্প বোধ ॥
কি বলিতে কিবা বলি বুড়ালে বর্ব্বর।
তায় মাগী গোষা করি যায় বাপ ঘর ॥
পুত্র দুটি পিতৃ পরিত্যাগ দিল তারা।
পড়ে আছি বুড়া লোক হয়ে বপু হারা ॥
উঠাবে বসাবে কেবা মুখে দিবে জল।
যুবতী ছাড়িয়া গেলে জীবন বিফল ॥
মনে করি মরে যাই যায় নাহি প্রাণ।
হরি হরি কে মোর করিবে পরিত্রাণ ॥
ত্রিপুরা বলেন তারে মনে করে থাক।
প্রিয়া যদি বটে তবে প্রীতি করে ডাক ॥

বুড়া বলে সে ত বটে বল বিলক্ষণ।
তার তরে কে জানে কেমন করে মন ॥
ডাকিতে ডাকিনীকে ডরাই বড় আমি।
কহ আপনার কথা কোথা যাবে তুমি ॥
উমা বলে আমিহ তো ওই দুখে মরি।
নিষ্ঠুর নাথের কথা নিবেদন করি ॥
সন্ন্যাসী গোঁসাই শুন সুধালে তো কই।
চিরকাল সাঁচা মেয়ে ছোঁচা বোঁচা নই ॥
কুলে শীলে রূপে গুণে সকলে অঘাটি।
সারাদিন করি সারা সংসারের পাটি ॥
আইস বলি আশ্বাস করিতে নাহি কেহ।
কৌশলে কান্তের কোলে কাল হৈল দেহ ॥
চরিতার্থ করি মাত্র চাই যার পানে।
তথাপি ভাইল নাহি ভাতারের মনে ॥
অন্ত লোকে সব মোরে ধন্য ধন্য করে।
বিষ খায় প্রভু তবু চায় নাই মোরে ॥
সহ্য নাহি কার কথা পতিব্রতা সতী।
প্রথরা দেখিয়া পরিত্যাগ দিল পতি ॥
হাতে তুলে আমি ভুলে খাইনু বিষ রাশি।
হিমালয়-সুতা হয়ে হইনু তার দাসী ॥
এখন আমার তার সার হৈল এই।
দোষ না দেখিয়া মোরে দূর করে দেই ॥
পারে নাহি পুষিতে পোষ্যের হৈল ভার।
পরিত্যাগ করিয়া মানিল পরিহার ॥

অপরাধ কি না মেয়ে শঙ্খ চেয়ে ছিল।
তার তরে বিভু মোরে বিসর্জ্জন দিল॥
পায় পড়ি প্রণাম করিয়া ভূতনাথে।
বাপের বাটীতে যাই বালকের সাথে॥
বুড়া বলে তোমারে আমার পরিহার।
কমন করিয়া মায়া কাটি আইলে তার॥
সে মরে তোমার তরে তুমি তারে ছাড়।
অথর্ব্বের অপালনে অপরাধ বড়॥
বোল রাখ বুড়ার বাটীতে ফিরে যাও।
একবার অম্বিকা আমার মুখ চাও॥
অপরাধ ক্ষমা করি ফের একবার।
আর দ্বন্দ্ব হলে মন্দ বল্য যত পার॥
পরাণ-পুত্তলি বিনা পার্থিব যেমন।
তোমা বিনা তারে তুমি জানিবে তেমন॥
জলহীন হৈলে মীন জীয়ে নাহি যেন।
শৈলসুতা বিনা শিব হবে শব হেন॥
তার যত প্রভুত্ব তোমার পরাক্রম।
তোমার আয়োত হতে নিতে নারে যম॥
ত্রিলোচন তোমার তোমার বিনা নয়।
তোমাকে জপিয়া জন্ম জরা কৈল জয়॥
আত্মারাম রমে রামে রাখে নাই বই।
শঙ্খ দিতে শঙ্করের সম্ভাবনা কই॥
সম্ভাবনা শিবের সন্ন্যাসী নাহি জান।
কপট সন্ন্যাস করি কষ্ট পাও কেন॥

অষ্টসিদ্ধি অষ্টবসু দশ দিক পাল।
যার বশ সে পুরুষ অর্থের কাঙ্গাল॥
হেট মাথা হয়ে কথা না দিবার পাটা।
জেলেছে অনল দিয়া জনকের খোঁটা॥
যাব নাহি তার ঠাঁই জীব যত কাল।
ত্যাগ দিল ভাল হৈল ঘুচিল জঞ্জাল॥
সেই যদি সেখানে সর্ব্বথা দেই শঙ্খ।
ঘর যাব তবে তার ঘুচিবে কলঙ্ক॥
আমার অপ্রিয় যেন কেহ নাহি করে।
অপ্রেয় করিল পতি ত্যাগ দিল তারে॥
যোগী বলে জানা গেল স্বভাব তোমার।
অপ্রিয় কথন কেহ না করিবে আর॥
তবে যদি বুড়া ভোলা ভুলে কথা কয়।
মহতের বেটী হলে মাথা পাতি লয়॥
পর্ব্বত রাজের বেটী পতিব্রতা হয়ে।
স্বামীরে ছাড়িয়া যাও শিশু সঙ্গে লয়ে॥
জাতি যেত আজি যদি যুবা হইতাম আমি।
কুলের কলঙ্ক তবে কোথা ধুতে তুমি॥
বিধুমুখী বলে মোকে বুড়া হৈল কাল।
কোথা হ ঘুচিল নাই বুড়ার জঞ্জাল॥
বকে মর বুড়াটী বুঝিতে নার কিছু।
বল বুদ্ধি গেল সব বুড়িটীর পিছু॥
শিবের সন্ততি সে কি শিশু বলে জান।
চ্যবন-চরিত্র বলি চিত্ত দিয়া শুন॥

ঋষির রমণীরে রাক্ষসা নিল হরি।
কাঁদিল কামিনী কোলাহল শব্দ করি॥
পেটে হতে পুত্র পড়ে কোপ দৃষ্টে চায়।
ভস্ম হৈল রাক্ষস উদ্ধার কৈল মায়॥
পুরারির পুত্র এ ত পার্ব্বতীর বেটা।
তারিল তারকা মারি ত্রিদশের ঘটা॥
বড় বেটা বাক্‌সিদ্ধ যে বলে সে হয়।
আপনি অসুর-অরি কারে করি ভয়॥
শুম্ভ নিশুম্ভাদি যারে দম্ভ করি মৈল।
সে ত আমি তুমি যুবা হৈলে ত কি হৈল॥
তুমি হলে তেমন এমন আমি মেয়ে।
ঘাড় ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে যেতাম খেয়ে॥
চণ্ডীর চরিত্র শুনে চুপ দিলা তবে।
নীরব হইলা শেষে নিদ্রাইলা সবে॥
অনিদ্র নিদ্রার ছলে গড়াইয়া যায়।
ঠেকিল ঠাকুর গিয়া ঠাকুরাণী পায়॥
রয়ে রয়ে রসে রসে গায় দিতে হাত।
ব্যস্ত হয়ে বিশ্বমাতা বলে বিশ্বনাথ॥
গোষা ছিল গৌরীর গুমানে গেল ভরি।
ঘরে হতে ঘুচাইল ঘাড়-ধাকা মারি॥
পূর্ব্ব দুঃখে পার্ব্বতী ফেলিল পূর্ণকাম।
উচ্চ পিঁড়া হৈতে বুড়া পড়ি বলে রাম॥
চারিদিকে চেয়ে চন্দ্রচূড় দিলা ভঙ্গ।
ভণে রামেশ্বর ভব-ভবানীর রঙ্গ॥ ১৩৮॥

ঈশ্বরের মায়ানদী সৃজন।

ঝড় বৃষ্টি নাহি আর নিশা অবশান।
বিধুমুখী বিহানে বাপের বাটী যান॥
জগন্নাথ জগত করেছে জলময়।
মধ্যখানে মায়ানদী মহাবেগে বয়॥
বিলক্ষণ বিপিন নদীর দুই ধারে।
সলিল না খায় কেহ শ্বাপদের ডরে॥
জলে ভাসে কুম্ভীর আড়ায় ডাকে বাঘ।
তত্ত্ব করি ত্রিপুরা বুড়ার পাইল লাগ॥
মধ্য হ্রদে ভাঙ্গা নায় ভেসে যায় সে।
ডাকিল ডাকিনী মোকে পার করে দে॥
ঠক বুড়া ঠাঁই জানি ঠেকাইল তরি।
তর্জ্জন করেন তারে ত্রিপুরা সুন্দরী॥
কালি এক বুড়া পড়েছিল মোর পালে।
তেমন হইলে তোমা ডুবাইব জলে॥
সে বলে সজ্জন হলে সঙরিবে পিছু।
বুকে করি পার করি পেতে যাই কিছু॥
কর্ণধারে কড়ি দিয়া তুষ্ট কর মন।
ছাবালের ছ বুড়ি তোমার তিন পণ॥
একুনে আঠার বুড়ি কড়ি দেহ গুণি।
হৈমবতী হাসিল হরের কথা শুনি॥
গণেশ-জননী গৌরী আমি গিরি-সুতা।
কর্ণধার কড়ি লবে কেমন যোগ্যতা॥

মোর নামে ঘোর ভব সিন্ধু হয় পার।
আমি কড়ি দিব তোরে ওরে কর্ণধার॥
যে মোর নফর নয় নফর বলায়।
যম হেন জন তারে নাহি লাগে দায়॥
রাজকন্যা রাজ-রাজেশ্বরী আমি সে।
মোর ঠাঁই কড়ি নাই আশীর্ব্বাদ লে॥
বুড়া বলে বিলক্ষণ তাই চাই আমি।
কড়ি ছারে কিবা আছে কৃপা কর তুমি॥
পার্ব্বতী বলেন মোরে পার কর ঝট্।
বচনে বুঝিনু তুমি বড় লোক বট॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৩৯॥

তারিণীর মায়ানদী উত্তরণ।

কি করিব কাত্যায়নী কৃষ্ণ কৈল খাঙ্গা।
কর্ণধার ভাল বটি নৌকা খানি ভাঙ্গা॥
তিন লোকে তারি মোকে তায় নাহি ঠেক।
সয় নাহি লায় যদি হয় অতিরেক॥
নদী হৈল পাথার প্রচুর হৈল জল।
ডহরে ডুবিলে ডিঙ্গা যায় রসাতল॥
তিন লোকে দুর্গম তারিবা হয় ঘোর।
চারি লোকে চাপাতে ভরসা নাহি মোর॥
প্রথমে ত পুত্র দুটি রেখে আসি পারে।
তার পর তুমি আমি যাব আর বারে॥

ইহা বলে দুটি ছেলে থুয়ে পর কূলে।
ভগবান ভাঙ্গা নায় ভবানীকে তুলে॥
ঈশ্বরী আসন করি বসিলেন নায়।
ত্রিলোচন বায় তরি তর তর যায়॥
মধ্যে ঘোরে ঘূর্ণায় ঘুরুণ্যা বয় বা।
তুঙ্গ তুঙ্গ তরঙ্গ তুলিয়া ফেলে না॥
ভয় হৈল ভাঙ্গা নায় ভরে আইল জল।
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা যায় রসাতল॥
মহাবল অনিল সলিল সপ্ততাল।
সুন্দরী শাসেন বুড়া সামাল সামাল॥
কর্ণধার তায় কেরুয়াল কৈল হারা।
বসিয়া রহিল বুড়া বর্ব্বরের পারা॥
ভাঙ্গা নায় ভেসে যায় ভুবন-সুন্দরী।
কুমার কাঁদেন কূলে কোলাহল করি॥
ভবানী ডাকিয়া বলে ভয় নাহি বাছা।
যত দেখ জলময় কিছু নয় মিছা॥
অগস্ত্য অম্বুধি খাইল অম্বিকার বলে।
জহ্নু মুনি গঙ্গাকে গণ্ডূষ করি গিলে॥
ভবানী ভাবিয়া লোক ভবসিন্ধু তরে।
মহেশের মায়া নদী কি করিতে পারে॥
গণ্ডূষে করিল গ্রাস ত্রাস হৈল দেখে।
পলাইলা পশুপতি পার্ব্বতীকে রেখে॥
কোথা বা সে কাল নদী কোথা বা সে জল।
হরে জানি হৈমবতী হাসে খল খল॥

অদর্শনে ঈশ্বর আছেন সাথে সাথে।
জানিয়া যোগিনী জানাইল নিজ নাথে ॥
আমি জানি তোমাকে তুমিহ মোকে জান।
বিদায় করিয়া বাটে বাটপাড়ি কেন ॥
বাপের বাটিতে শঙ্খ বিলক্ষণ পরি।
আসিব তোমার ঘরে আন যদি ফিরি ॥
দুর্গা দুটি পুত্র লয়ে দ্রুতবেগে চলে।
চৌদিকে চাপাল্য দেবী জাহ্নবীর জলে ॥
দূরে হতে দাবানল দেখি আগু পিছু।
অভয়া আঁগুন পানি মানে নাহি কিছু ॥
সকল সংহারি সতী চলে ক্রোধ ভরে।
হঠিলাকে হার মানি হর আইলা ঘরে॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর। ১৪০ ॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক রথ প্রেরণ।

পদ্মা জয়া বিজয়া পশ্চাতে আইল ধেয়ে।
প্রাণ পাইল পার্ব্বতীর পদ্ম মুখ চেয়ে ॥
কাত্যায়নী কহিলা কেমন তোরা মেয়ে।
এতক্ষণ কোথা ছিলি কার মুখ চেয়ে ॥
দাসী বলে দোষ পাইনু দিশাহারা হয়ে।
এক বুড়া এখন এ পথ দিলা কয়ে ॥
বিমলা বলেন বুড়া বটে সেই জনা।
এই গেল আমারে করিয়া বিড়ম্বনা ॥

নগেন্দ্রের নগর নিকটে নারায়ণী।
বট বৃক্ষ তলে বসি বলে সেই বাণী ॥
সেই কালে শক্রের সারথি লয়ে রথ।
দূরে হতে দুর্গার চরণে দণ্ডবত ॥
কৃতাঞ্জলি মাতলি করিছে নিবেদন।
অজস্র সহস্র নতি সহস্রলোচন ॥
ও পদ পঙ্কজে তাঁর বিপদ নিস্তার।
শুদ্ধভাবে সেবা করি সম্পদ বিস্তার ॥
সমর বিজয় কৈল স্মরণের ফলে।
শচী হেন সীমন্তিনী শোভে তার কোলে ॥
চয়ন করিয়া যেই চরণের রজঃ।
অবিকল সকল রচনা করে অজ ॥
সহস্র শিরসা সৌরি সেই ধূলি বয়।
বসুধারে বহিতে বিকল নাহি হয় ॥
মহেশ মরম জানি জিনিলা মরণ।
বুকে করি বিভু বয় অভয় চরণ ॥
যে দুটি চরণে যত জগতের হিত।
চলিবা সে চরণে চিন্তিলা অনুচিত ॥
অতএব দেবরাজ দত্ত দিব্য রথে।
বিরাজ বাপের বাটী বিলক্ষণ মতে ॥
যশোমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।
প্রভু পূর্ণ কর নরেন্দ্রের অভিলাষ ॥ ১৪১ ॥

হিমালয়-গৃহে গৌরীর আগমন ।

সুত সহচরী সাথে চাপিয়া মাতলি রথে
ভগবতী যান বাপ ঘর ।
পদ্মাবতী আগে চলে হেমন্ত নগরে বলে
হৈমবতী আইলা নায়র ॥
বনবাস হৈতে রাম যেমন আইল ধাম
ধায় যেন অযোধ্যার লোক ।
দেখিয়া পার্ব্বতী-মুখ পাইল পরম সুখ
পাসরিল যত ছিল শোক ॥

নগেন্দ্র নগরে মহোৎসব ।

অনেক দিনের পরে গৌরী আইলা বাপঘরে
আকাশে উঠিল কলরব ।
গৌরীর সংবাদ পেয়ে মা বাপ আইল ধেয়ে
দেখি দুর্গা বিসর্জ্জিল রথ ।
তোমরা নিষ্ঠুর কয়ে ভবানী ভূমিষ্ঠ হয়ে
মা বাপে হইলা দণ্ডবত ॥
মেনকা মনের সুখে চুম্ব দিয়া চাঁদমুখে
গৌরীর গলায় ধরি কাঁদে ।
কহিয়া মধুর বাণী আশ্বাস করিছে রাণী
বিলাপ করিয়া নানা ছাঁদে ॥
পাঠায়ে পরের ঘরে কাঁদিয়া তোমার তরে
অভাগী মায়ের দেখ হাল ।

ভাল হৈল আইলে তুমি আর না পাঠাব আমি
মোর ঘরে থাক চিরকাল॥
ননীর পুতলী ছেলে জ্বলন্ত অনলে ফেলে
বাপ দিল কি করিবে মায়।
আমি অভাগিনী মরি সকল খণ্ডিতে পারি
কপাল খণ্ডন নাহি যায়॥
দিয়া জয় জয় ধ্বনি জলধারা দিয়া রাণী
ভবানী ভবনে লয়ে চলে।
আনন্দ দুন্দুভি বাজে পুলকে পর্ব্বত রাজে
গৌরীর তনয়ে করে কোলে॥
প্রধান মন্দিরে নিল রত্ন সিংহাসন দিল
পদ্মাবতী পাখালিল পা।
দ্বিজ রামেশ্বর ভণে পূজা করে প্রাণপণে
সগোষ্ঠী গৌরীর বাপ মা॥ ১৪২॥

হিমালয়ে দুর্গোৎসব।

বিন্ধ্য আদি বান্ধব সকল হৈয়া জড়।
পর্ব্বত পার্ব্বতী-পর্ব্ব আরম্ভিল বড়॥
সাদরে শারদি পূজা সকল নগরে।
নৃত্য গীত আনন্দ দুন্দুভি ঘরে ঘরে॥
পুরমার্গ চতুষ্পথ সারি সুমার্জ্জন।
বনমালা বান্ধিল বিতান বিলক্ষণ॥
পতাকা তোরণ শোভা সবাকার পুরী।
দ্বারদেশে আলিপনা দিয়া বুলে নারী॥

সুশারি পুরট ঘট ধূপ দীপ জ্বালে ।
দশভুজা পূজে উমা সুপ্রতিমা শৈলে ॥
পার্ব্বতী পবিত্র কৈল সবাকার পুরী ।
আনন্দে বিহ্বল হয়ে নাচে নরনারী ॥
সর্ব্ব গৃহে সর্ব্বে দেখে গীত বাদ্য নাট ।
যত ঋষি সবে আসি করে চণ্ডীপাঠ ॥
ষোড়শোপচারে পূজা পরিপাটি করি ।
নানা পুষ্প নানা ফল বিল্বদল ভারি ॥
নানা জাতি পিষ্টক লড্ডুক নানাবিধি ।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন ঘৃত মধু দধি ॥
ছাগ মেষ মহিষ অশেষ বলি দান ।
জপ পূজা যজ্ঞ হৈল যথোক্তবিধান ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আর যত দেবী দেবা ।
শৈলসুতা সহিত সবার হৈল সেবা ॥
কেশর কস্তূরী চুয়া চন্দন সুগন্ধ ।
ধূপ ধুনা সৌরভ সকলে মহানন্দ ॥
ত্রি-পুরে ত্রিপুরোৎসব-রব সর্ব্ব ঠাঁই ।
অভাগা বিমুখ যার পরলোক নাই ॥
পক্ষাবৃত্তি পূজার প্রথম দিন হতে ।
দ্বাদশ দিবস পূজা হৈল শাস্ত্রমতে ॥
তিন দিন বাকি আছে হেন কালে হর ।
বিধুমুখী বিনা হৈলা বড়ই চঞ্চল ॥
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী বিনা সুখ নাই মনে ।
শুধাইল রাম যেন সীতার কারণে ॥

ত্রিপুরার তরে ত্রিলোচন করে শোক।
চন্দ্রমুখী বিনা অন্ধকার শিবলোক॥
শূন্য হৈল সকল-শ্মশান হৈল পুরী।
ব্যগ্র হয়ে উগ্র বলে উপায় কি করি॥
চন্দ্র মুখী বিনা চন্দ্র দেখি সূর্য্যবৎ।
কৈলাস কেবল হৈল কানন যেমত॥
ত্রিপুরা ত্রিপুরা বিনা তত্ত্ব করা নাই।
তন মন সব তাঁর ত্রিপুরার ঠাঁই॥
অনঙ্গ-রিপুর হৈল অনঙ্গ-তরঙ্গ।
এইক্ষণে কেমনে সুন্দরী করি সঙ্গ॥
পদ্মমুখী রয়েছে প্রভুর পদ চেয়ে।
দুটি বাই শঙ্খ পাই তবে যাই ধেয়ে॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৪৩॥

শঙ্করের শঙ্খ-নির্ম্মাণ।

শক্তিহীন শিব যেন জীবহীন দেহ।
যোগেন্দ্রের যোগমায়া জানে নাহি কেহ॥
ঈশ্বরের বশে মায়া আছে অনুক্ষণ।
তবে যে বিচ্ছেদ হৈল লীলার কারণ॥
শিবালয় শূন্য করি শশিমুখী যেতে॥
শঙ্খের ভাবনা হৈল ভুবনের নাথে॥
আপনি শাঁখারী হব শঙ্খ ভাল চাই।
কোথা গেলে ভুবন-মোহন শঙ্খ পাই॥

বিশ্বকর্ম্মে বলিলে বিলম্ব হবে বাড়া।
তাবত কেমনে রব কাত্যায়নী ছাড়া॥
ঈশ্বরের ইচ্ছায় অশেষ সৃষ্টি হয়।
বিশ্বকর্ম্মা বিনা তাঁর কোন্ কর্ম্ম রয়॥
যোগেন্দ্র পুরুষ যোগ পথে দিয়া দৃষ্টি।
দিব্য দুই বাই শঙ্খ করিলেন সৃষ্টি॥
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন হৈল তায়।
স্থাবর জঙ্গম চরাচর সমুদায়॥
আগে গড়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মধ্যে মহেশ্বর।
রক্ত পীতাম্বরে শুভ্র সাজিল সুন্দর॥
বিষ্ণু চতুর্ব্বিংশতি বিচিত্র চিত্র তায়।
গোপ গোপী গোপাল গোকুল সমুদায়॥
কোথাহ পুতনা-বধ শকট-ভঞ্জন।
কোন খানে কৈল কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
কোন স্থলে উদূখলে বদ্ধ দামোদর।
জমল অর্জ্জুন ভঙ্গ রঙ্গ তার পর॥
ব্রজরায় চরায় বাছুর বৃন্দাবনে।
বৎস অঘ বকাসুর বধ কোন খানে॥
কোন খানে ধরি হরি গিরি গোবর্দ্ধন।
কোন খানে কেশী বধ কালীয় দমন॥
কোথা বন-ভোজন কোথাহ বস্ত্র চুরি।
কদম্বের ডালে কৃষ্ণ তলে গোপনারী॥
দান খণ্ড নৌকা খণ্ড বৃন্দাবনে রাস।
কংস বধ করি কৈল দ্বারকা নিবাস॥

রচিত রুক্মিণী আদি রূপসী রমণী।
যত যদুবংশের সহিত যদুমণি ॥
পিসিকে দেখেন প্রভু পাণ্ডবের ঘরে।
মহাভারতের লীলা লেখা তার পরে ॥
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ চতুরঙ্গ দলে।
অর্জ্জুন-সারথি কৃষ্ণ হৈল রণস্থলে ॥
চণ্ডিকা-চরিত্র চিত্র হয়েছে সুন্দর।
শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ মহিষ-সঙ্গর ॥
কৈলাসে কলহ করি কাত্যায়নী হরে।
গৌরী গোষা করি গেলা গিরীন্দ্রের ঘরে ॥
মাধব শাঁখারী লয়ে শঙ্খের চুপড়ি।
শাশুড়ীর সহিত করিছে হুড়াহুড়ি ॥
বিচিত্র শঙ্খের চিত্র বর্ণনীয় নয়।
সোম সূর্য্য সহিত সকলি রত্নময় ॥
ভুবনের ভ্রমকর্ত্রী ভুলিবেন যাতে।
রামেশ্বর বলে দেখি দেও তাঁর হাতে ॥ ১৪৪ ॥

মহেশের শাঁখারী বেশ।

শঙ্খ দেখে শঙ্কর সন্তোষ হৈল মনে।
পসরা প্রস্তুত কৈল পরম যতনে ॥
শঙ্কর ধরিলা শঙ্খ-বণিকের বেশ।
তিন কাল পূর্ণ হৈল পেকে গেল কেশ ॥
হেন কালে হরিদাস হরষিত হয়ে।
হরের নিকটে আইল হরিগুণ গেয়ে ॥

হর পদতলে পড়ি বলে পুনঃ পুনঃ।
যাবে সাবধানে মামী জানে নাই যেন॥
চুপড়্যা শাঁখারী হেরি মনে লাগে ধন্দ।
শঙ্খ বেচে শাঁখারী বসনে করি বন্ধ॥
চারি যুগে চুপড়্যা শাঁখারী নাই হয়।
অতিরিক্ত হলে বা এমন করি বয়॥
বিশ্বনাথ বলে বাপু বিলক্ষণ বল।
বাঁধিতে বিনোদ্যা শঙ্খ বস্ত্র নাই ভাল॥
হরিদাস বলে হোক্ হইল সুসার।
যশ কীর্ত্তি যাতে হয় জগত নিস্তার॥
মাধব শাঁখারী নাম শুধাইলে কবে।
সর্ব্বথা সকল কথা সাবধান হবে॥
জানে নাই যেন মামী জানে নাই যেন।
দেবঋষি চলি গেলা বলি পুনঃ পুনঃ॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৪৫॥

শাখারী বেশে গঙ্গাধরের হিমালয় গমন।

অভয়ার আভরণ উত্তমাঙ্গে ধরে।
হরের গমন হৈল হরিধ্বনি করে॥
বাঁ হাতে সাঁড়াশা ডাঁড়ি নড়ি সব্য হাতে।
হরষিত হয়ে যান হিমালয়-পথে॥
গঙ্গাধর গোলাহাটে গিয়া দড় বড়।
বসিলা বকুল তলে বিছাইয়া খড়॥

দিব্য শাঁখা দেখায়ে দোকান দিল পথে।
মজিল মেয়ের মন মাধবের সাথে ॥
যে আসে সে শঙ্খ দেখে যেতে নারে ফিরে।
ঘোর শব্দ ঘন ঘন শাঁখারিকে ঘেরে ॥
গোলাহাটে গণ্ডগোল শুনি দড়বড়ি।
বাজার করিয়া ধায় বিমলার চেড়ী ॥
শঙ্খের দোকান শুনি দেখি দেখি বলে।
শাঁখারী সমীপে গেল সব লোক ঠেলে ॥
শঙ্খ হেরি সহচরী সাধুবাদ করে।
প্রভুর নির্ম্মিত শঙ্খ পার্ব্বতীর তরে ॥
বিদেশের শাঁখারী বিশেষ জান নাই।
বৃথা বাটে বসে চল বিমলার ঠাঁই ॥
অতুল্য অমূল্য শঙ্খ আনিয়াছ যে।
রাজ রাজেশ্বরী বিনা নিতে পারে কে ॥
আইস আইস শাঁখারী আমার সাথে যাবে।
পার্ব্বতী পরিলে শঙ্খ পুরস্কার পাবে ॥
পরমেশ্বরীর যদি পদধূলি পাবি।
তবু কত কালকে নেহাল হয়ে যাবি ॥
সহচরী বচনে শাঁখারী বলে কি।
তোকে বড় পার্ব্বতী সে পর্ব্বতের ঝি ॥
ভাতার ভিখারি তার ভুঞ্জিভাঙ্গ্ নাই।
দিব্য শঙ্খ দিতে বল দুঃখিনীর ঠাঁই ॥
চড় উঠাইয়া চেড়ী কেড়ে নিল শাঁখা।
মারণের ভয়ে মাধু মুখ কৈল বাঁকা ॥

অভয়ার দাসী ভয় নাহি তিন লোকে।
আঁটা ধরি উঠালেক শাঁখারির পোকে॥
শঙ্খের পসরা দিয়া শাঁখারির মাথে।
আগে পিছু রয়ে চেড়ী লয়ে যায় সাথে॥
যেখানে জননী সনে জগতের মাতা।
সহচরী শাঁখারী লইয়া গেল তথা॥
মধুস্কর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত॥ ১৪৬॥

শঙ্খের নিমিত্ত স্ত্রীদিগের গোলযোগ।

দেখ শঙ্খ বলিয়া দুর্গার হাতে দিল।
হাসি হাসি হৈমবতী হাত পাতি নিল॥
শঙ্খ দেখি সুন্দরী সম্বিত হৈল হারা।
চাহিয়া রহিল চিত্র-পুত্তলির পারা॥
জানিল যোগিনী জগদীশ্বরের কর্ম্ম।
শিব হৈল সদয় উদয় হৈল ধর্ম্ম॥
বসাইল বৃদ্ধকে বিস্তর যত্ন করি।
আশীর্ব্বাদ করিব তোমার শঙ্খ পরি॥
অজর অমর হবে আমার আশীষে।
অতুল ঐশ্বর্য্য দিব রাখিব কৈলাসে॥
নগরের নিতম্বিনী নিলাজিনী বড়।
পর পুরুষের সনে পরিহাসে দড়॥
পার্ব্বতীর মাসি পিসি মামী খুড়ি জেঠি।
বুড়াটিকে বেড়িয়া বাক্যের পরিপাটি॥

সুন্দর দেখিয়া শঙ্খ সুন্দরী সকল।
গোবিন্দের তরে যেন গোপিনী বিকল॥
সাত বুড়ী শাশুড়ী শঙ্খের পুছে মূল্য।
বিপাকে বুড়াটি হৈল বধিরের তুল্য॥
হেন কালে মেনকা আতুড় করি মাথা।
জানে নাহি জামাই সহিত কহে কথা॥
হাঁহে বাপু শাঁখারী এমন শঙ্খ পাই।
কত দিনে নির্ম্মাণ করেছ ছুটি বাই॥
কেমন করিয়া কৈলে কামিলার বেটা।
শঙ্খের উপরে এত নির্ম্মাণের ঘটা॥
ঠেলা মেরে ঠেলা মেরে ঠাকুরের গায়।
সুন্দর শঙ্খের মূল্য শাশুড়ী সুধায়।
পশুপতি পিছাইলে পড়ে গিয়া কোলে।
ব্যস্ত হৈলা বিশ্বনাথ শাশুড়ীর গোলে॥
কেহ কহে কালা বুড়া কেহ কহে বোবা।
কেহ বলে হাউড়্ বাউড়্ কেহ বলে হাবা॥
শুনে শুনে শঙ্কর সন্তাপ করে মনে।
দেশ ছাড়া দোষ হৈল দুর্গার কারণে॥
ব্যাপারে পড়ুক বাজ বাকি নাহি কিছু।
সয়ে সয়ে সদাশিব কয়ে উঠে পিছু॥
পর্ব্বতীয়া মেয়ে পর পুরুষের সনে।
লাজ খেয়ে কয় কথা ভয় নাহি মানে॥
এই শঙ্খ আমার পরিবে যেই মেয়ে।
করিব শঙ্খের মূল্য তার মুখ চেয়ে॥

চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১৪৭ ॥

শাখারির সহিত হৈমবতীর কথোপকথন

মহেশের মায়া মহামায়া জানি মনে।
কপটিনী কয় কথা কপটের সনে ॥
শাঁখারী সুন্দর শুন শাঁখারী সুন্দর।
কি নাম তোমার কহ কোন গাঁয়ে ঘর ॥
ক টি ছেলে কি কি নাম বুড়ীটি কেমন।
আমি শঙ্খ পরিব আমারে কহ পণ ॥
বুড়া বলে বিলক্ষণ বস মোর কাছে।
কহিতে উচিত কথা ক্রোধ কর পাছে ॥
কেন ক্রোধ করিব কহিলা কাত্যায়নী।
কি কবে উচিত কথা কহ কহ শুনি ॥
জগন্নাথ বলে আমি জানিব কেমনে।
জরার জিজ্ঞাসা হৈল যুবতীর সনে ॥
বিধুমুখী বলে তুমি বিলক্ষণ বল।
ভয় নাহি ভোলানাথ করিবেন ভাল ॥
শাঁখারী বলেন ভাল শুধালে তো কই।
সর্ব্বলোকে জানে মোকে লুকা ছাপা নই ॥
সুরপুরে ঘরে ঘরে পরে মোর শাঁখা।
কুলবধূ বঞ্চিত কপাল যার বাঁকা ॥
মাধব শাঁখারী নাম মধুপুরে ঘর।
সাধের সন্ততি দুই গুহ লম্বোদর ॥

দুঃখের দেখিয়া দশা দোষ দিয়া মোরে।
গৌরী নামে গৃহিণী গিয়াছে বাপ ঘরে॥
এত কালে উপজিল এক জুড়ি শংখ।
লক্ষ্মীকান্ত নিতে নারে লবে কোন রঙ্ক॥
মূল্য থাকে তবে সে মূল্যের নিরূপণ।
অমূল্য শংখের মূল্য আত্ম-সমর্পণ॥
হরের বচনে হাসে ভাবে মহামায়া।
আমি তোমার সই হলেম তুমি আমার সয়া॥
সয়া সই পর নই ঘর কথা হৈল।
ইহা জানি আপনি উচিত মূল্য বল॥
অর্থের কাঙ্গাল নই অচলের ঝি।
অকিঞ্চনে অনেক অখিল তরে, দি॥
তথ্য বলি তোমার তুষিব আমি মন।
ভাল ভাল ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দিব ধন॥
ধূর্জ্জটি বলেন শংখ ধন-সাধ্য নয়।
কর্ম্ম জানি কামিলারে কৃপা হৈলে হয়॥
দিতে পারি ঢের অর্থ অর্থে নই কম।
ব্যর্থ অর্থ পুরুষের পদ-রজোপম॥
শংখের উপর যে এমন করে পাটি।
তার নাকি কথন অর্থের আছে ঘাটি॥
পদতলে ফেলে রাখ পর্ব্বতের ঝি।
শুন শুন শংখের সুন্দরে আছে কি॥
পরিলে আমার শংখ পতি নাহি ছাড়ে।
ধন পুত্রবতী হয় পরমায়ু বাড়ে॥

ভুলে যায় ভুবন ভাবন হয় ভাল।
উলঙ্গ অঙ্গনা হ আঁধার ঘরে আল॥
জরা হন যুবতী যুবতী জন যে।
নিত্য নব-কিশোরী কান্তের কোলে সে॥
শোভমান সমান সকল কাল রয়।
পাথরে কাছাড় তবু ভাঙ্গিবার নয়॥
একবার শংখ গিয়া সুন্দরীর ঠাঁই।
প্রবেশ করিলে পুনঃ নিঃসরিতে নাই॥
স্বামির সুভগা হয় সদা রয় কোলে।
পরিহাসে ভালবাসে উঠে বসে বোলে॥
শংখ হাতে থাকিলে সংসার করে ভয়।
রোগ শোক সন্তাপ সর্ব্বদা নাহি হয়॥
কান্তের সহিত কতকাল থাকে জায়া।
এমন শঙ্খের গুণ শুধিবে কি দিয়া॥
দয়া করে সয়া বলে যদি হৈলে সই।
অনেক আত্মতা হৈল অতএব কই॥
নামে নামে কার্য্য কামে হৈল ঠিকঠাক।
একবার বিধুমুখী পদতলে রাখ॥
অভয়ার নিকটে নির্ভয় হয়ে কই।
লগন লাগান সয়া গঁদে সদে নই॥
আপনি করিলে সয়া আপনার গুণে।
তার মত ব্যবহার কর নাই কেনে॥
উত্তমে অধমে সখ্য যদি হয় তবে।
উত্তমের আলিঙ্গন অকিঞ্চন লভে॥

লক্ষ্মীর নিবাস বক্ষ সখ্য হেতু হরি।
লক্ষ্মীছাড়া সুদামাকে নিল বক্ষে করি ॥
গুহ নামে চণ্ডাল গন্ধিত তার দেহ।
দুর্ব্বাদলশ্যাম অঙ্গ সঙ্গ পাইল সেহ ॥
রাজকন্যা সই হৈলে সয়া অকিঞ্চন।
দয়া করি তবু দিতে হয় আলিঙ্গন ॥
অকিঞ্চনে আপনি চরণে রাখ সই।
আমার মনের কথা এত ক্ষণে কই ॥
সয়া বল্যে-যখন শুনেছি চাঁদ মুখে।
তদবধি আমার অবধি নাই সুখে ॥
কথা কহ যখন আমার মুখ চেয়ে।
মরা যেন বাঁচে মৃত-সঞ্জীবনী পেয়ে ॥
বিধুমুখী সয়্যের বালাই লয়ে মরি।
হেন মনে হয় গলে হার করে পরি ॥
আরে সই এত যে অমূল্য শঙ্খ মোর।
বিনা মুলে বিকাইল বালাই লয়ে তোর ॥
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ শঙ্খ লোকতার্থে দিব।
যতন করিব সেবা যত কাল জীব ॥
নগেন্দ্র-নিলয়ে রব নাড়ি-খুড়ি করি।
দেখিব দুর্গার রূপ দুটি আঁখি ভরি ॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥ ১৪৮ ॥

শাঁখারির প্রতি শঙ্করার ধর্ম্ম কথা।

হরের বচন শুনি হাসে যত মেয়ে।
মার মার করিয়া মেনকা আইল ধেয়ে॥
পশুপতি লুকাইল পার্ব্বতীর পিছু।
বিমলা বলেন আহা বশ নাহি কিছু॥
কালা ভোলা বুড়া লোক পরিহাস করে।
সয়া সম্বন্ধের তরে সেই অধিকারে॥
এবয়সে রঙ্গী বুড়া জানে এত রঙ্গ।
যুবাকালে না জানি কেমন ছিল ঢঙ্গ॥
সয়া সম্বন্ধের তরে শৈলসুতা সয়।
শাঁখারির যোগ্যতা এমন কথা কয়॥
দয়া করি সয়া বলি যদি হইলাম সই।
দুর্ব্বোধ করিতে দূর দুটি কথা কই॥
বৃদ্ধ কালে শ্রদ্ধা করি ভজ নারায়ণ।
কৃতান্ত নগর ভূমি দিল দরশন॥
ধূর্জ্জটিরে ধ্যান কর ধর্ম্মে কর মতি।
পরিহাস পরিত্যজ পরস্ত্রীর প্রতি॥
পরস্ত্রীর সাথে প্রেম যদি করে মনে।
মুদ্গরে মস্তক ভাঙ্গে শমনের গণে॥
পরস্ত্রীর প্রতি যদি পাপ চক্ষে চায়।
পরলোকে তার অক্ষি পক্ষী খুলে খায়॥
পাপ বুদ্ধে পরস্ত্রীকে পরিহাস করে।
দারুণ দমন তার শমনের ঘরে॥

পরস্ত্রীর প্রতি যদি মতি করে অন্য।
অধোগতি যায় অধমের অগ্রগণ্য॥
পরবধূ গমনে গরীয় অপরাধ।
বুড়াকালে বাড়ায়েছ বিলক্ষণ সাধ॥
সতীর প্রতাপ সয়া শুন মন দিয়া।
জনম সফল হবে যুড়াইবে হিয়া॥
শুষ্ক হয় সাগর সতীর অভিশাঁপে।
সতী নষ্ট করিলে রাখিবে কার বাপে॥
সতী-শাঁপে আপনি ঈশ্বর হৈল অশ্ম।
সতী শাঁপে সুবর্ণের লঙ্কাপুরী ভস্ম॥
সতীর সম্পাতে কুরুবংশ হৈল ক্ষয়॥
সতীধর্ম্মে অনন্ত অবনি শিরে বয়।
সংসারে সতীর পর নাহিক উত্তম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু কহেন সতীর পরাক্রম॥
বিষ খেয়ে বাঁচে পতি হেন সতী আমি।
"আমাকে ওসব কথা কয়ো নাহি তুমি॥
মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত॥ ১৪৯॥

শাঁখারী কর্ত্তৃক সতী-ধর্ম্ম কথন।

পরিহার মানি তোরে লো সুন্দরি
পরিহার মানি তোরে।
যুবা বয়সে ছাড়িয়া মহেশে
সতীত্ব জানাহ মোরে॥

নারীর কৌমারে পিতা রক্ষা করে
যৌবনে রক্ষক প্রভু।
বৃদ্ধে পুত্র পালে নারী তিন কালে
স্বতন্তরা নহে কভু॥
বৃদ্ধ বলি স্বামী শিবে তাজ তুমি
কেমন আঁড়রা মেয়ে।
এহেন রূপসী বাপ ঘরে বসি
বঞ্চ কার মুখ চেয়ে॥
সে বৃদ্ধ নির্ধন তোমাগত প্রাণ
উভয়ে একাঙ্গ বট।
তারে করি ক্রোধ কিবা সাধ শোধ
যৌবন করিলে নঠ॥

এত যদি ছিল মনে।

তবে তপ করি পতি ত্রিপুরারি
অঙ্গীকার কৈলে কেনে॥
কঠিন হৃদয় নাহি ধর্ম্ম-ভয়
রাজকন্যা হৈলে বৃথা।
সতীর লক্ষণ বলি শুন শুন
শাঁখারী মূর্খের কথা॥
বৃদ্ধ মুর্খ জড় রোগী দুঃখী বড়
দুর্জ্জন দুর্ভাগা পতি।
দেব-বুদ্ধে যেবা করে তার সেবা
সে ধনী বলান সতী॥

কার্য্যে দাসী সমা পৃথ্বী সম ক্ষমা
যুক্তে মন্ত্রী কথা মাধ্বী।
শয়নে স্বৈরিণী ভোজনে জননী
সে ধনী বলায় সাধ্বী॥
তোর সতীপণা সব গেল জানা
শঙ্খ পরিবে ত পর।
রক্ষ রামেশ্বরে চল নিজ ঘরে
স্বামিরে সন্তোষ কর॥ ১৫০॥

শঙ্খ পরিধানোদ্যোগ।

শিবা বলে সয়া আমি শঙ্করের নারী।
তোর মত কত জনে শিখাইতে পারি॥
তবে আর কি তোমার বৃথা ডাকাডাকি।
ঘর্ করিতে হাণ্ডিয়ে হাণ্ডিয়ে হয় ঠেকাঠেকি॥
আছিল শঙ্খের সাধ চেয়েছিলাম শিবে।
তোমার কল্যাণে আশা পূর্ণ হৈল এবে॥
দশ দিন এসেছি ছু দিন বই যাব।
তোমার মনে কি এথা চির কাল রব॥
সূর্য্যের কিরণ যেন দেখ জগন্ময়।
সূর্য্যের আশ্রিত কিন্তু সূর্য্য ছাড়া নয়॥
তেমতি জানিবে সয়া গৌরী আর হর।
এক তিল দোঁহে ছাড়া নহে পরস্পর॥
শুনি ত্রিপুরার বাণী বলে ত্রিপুরারি।
সই তোর কথায় বালাই লয়ে মরি॥

দয়িতে দেখিনু দার্ঢ্য দিব ছুটি বাই।
অতঃপর সয়াকে সৈয়ের দয়া চাই॥
শঙ্খ দিলে শেষ কালে এই সত্যে থেকো।
দয়াময়ি দয়া করে সয়া বলে ডেকো॥
পর শঙ্খ পার্ব্বতী প্রভুরে করি ধ্যান।
বিধুমুখী বলিলা বুড়ার বড় জ্ঞান॥
মেনকা বলেন মাধু শুন বাপ ধন।
সইকে পরাহ শংখ করি নিরূপণ॥
গড় কর গৌরীকে গদ্যের নাহি দায়।
সকল অত্যন্ত হলে শোভা নাহি পায়॥
অতিমানে উদ্ধত কৌরব গেল মরে।
অতিরূপে সীতাকে রাবণ নিল হরে॥
অতিদানে বলি বদ্ধ বামনের ঠাঁই।
অতএব অধিক কৌতুকে কায নাই॥
ঠারি পদ্মা বলে শুন ঠাকুরের ঝি।
শঙ্খ পর সম্প্রীতি মূল্যের কথা কি॥
ফেলে দিব পঞ্চ পরামর্শে পণ যত।
পিছু কিছু কয় তো পাবেক তার মত॥
ঝুঁটি ধরে ঝাঁটা মেরে দূর করে দিব।
গলাটিপি দিয়া শাঁখা গুণাগার লব॥
হর বলে হরি হরি সে শাঁখারী নই।
সইয়ের সাধের সয়া তারে মারে সই॥
মহতের মাগ্ সই মহতের ঝি।
এলে শঙ্খ পরিলে বুড়ার চারা কি॥

সম্যক্ সাধের শঙ্খ সইয়ের নিমিত্ত।
নির্ম্মাণ করেছি বড় নিবেশিয়া চিত্ত॥
শ্লাঘ্য হকু হস্তের সার্থক হকু শঙ্খ।
ধর্ম্ম কিন্তু ধিয়ায়ো ধনের নই রঙ্ক॥
শুভ ক্ষণে হয়েছে সইয়ের ভাগ্যফলে।
রূপ দেখি সয়' বুড়া পড়ে গেল ভুলে॥
শঙ্খ দিলে শেষ কালে এই সত্যে থেকো।
দয়াময়ি দয়া করে সয়া বলে ডেকো॥
শুন সয়া মোর দয়া দেখিবে পশ্চাৎ।
একবার আমার ঢাকাও দুটি হাত॥
তৃপ্ত হৈলা ত্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে।
আকাশের চন্দ্রমা আপনি আইল কোলে॥
বিহ্বল হইয়া বুড়া বলে বারম্বার।
অতঃপর সইকে সয়ার লাগে ভার॥
আসা যাওয়া করিব আমার হৈল ঘর।
আইলে হাসি কথা কয়ো না বাসিহ পর॥
শুভক্ষণে শঙ্খ পর সাজি আইস সই।
চাঁদমুখ চেয়ে যেন চরিতার্থ হই॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার যত আছে তোলা।
সর্ব্বাঙ্গ সাজিবে শঙ্খ পরিবার বেলা॥
যে যেমন লাস বেশ করি শংখ পরে।
সব দিন সে তেমন দপ্ দপ্ করে॥
অতএব অঙ্গে রঙ্গরাগ কর যেয়ে।
লাস বেশ করি আইস পান একটি খেয়ে॥

শৈলসুতা বলে সয়া সাধুলোক তুমি।
সর্ব্বথা পরিব শংখ সেজে আসি আমি॥
রামেশ্বর বলে বুড়া দিবেক যন্ত্রণা।
পর শংখ পদ্মা সনে করিয়া মন্ত্রণা॥ ১৫১॥

পদ্মার সহিত পার্ব্বতীর পরামর্শ।

কহ পদ্মা কি করি উপায়।
বাগদিনী হয়ে ক্ষেতে প্রতারিনু প্রাণনাথে
প্রভু আইলা ছলিতে আমায়॥
শাঁখারির শাঁখা নয় আর যত কথা কয়
সেহ নয় শাঁখারির কথা।
শাঁখারী জাতির ধর্ম্ম শংখ দিবা যার কর্ম্ম
পরবধূ হয় তার মাতা॥
আমি জগতের মাতা আমাকে এমন কথা
শাঁখারী যোগ্যতা না কি কই।
জানিয়া নাথের মায়া তাহারে করেছি সয়া
আপনি হয়েছি তাঁর সই॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সেবে যারে সে প্রভু আমার তরে
আপনি নির্ম্মাণ কৈল শাঁখা।
জানিনু দয়াল শিব আর যত কাল জীব
কভু না করিব মুখ বাঁকা॥
লোকে নানা প্রাণপণে তুষ্ট করে ত্রিলোচনে
আমি জন্মাবধি দিলাম দুঃখ।

বিফল শরীর ধরি   নাথের নিছনি করি
তবে সে আমার মনে সুখ ॥
জাড়ি-বেঙ্গ যেই হাতে   দিয়াছিলাম প্রাণনাথে
সেই হাতে করাব মর্দ্দন ।
শ খ পরিবার কালে   ভাসিব লোচন জলে
তবে তৃপ্ত হবে ত্রিলোচন ॥
শুনি পার্ব্বতীর কথা   পদ্মা হৈল হেট মাথা
মারিতে উঠায়েছিলা চড় ।
ব্যগ্র হয়ে বলে চেড়ি   প্রভুর চরণে প ড়ি
এখনি দশনে করি খড় ॥
অচল-নন্দিনী কয়   এখন উচিত নয়
আগে তো অভীষ্ট সিদ্ধ করি ।
দ্বিজ রামেশ্বর ভণে   শুনিয়া আনন্দ মনে
সাজাতে লাগিলা সহচরী ॥ ১৫২ ॥

শংখ পরিধান জন্য শৈলজার সুসজ্জা ।

শঙ্করীকে কিঙ্করী বসায়ে বরাসনে ।
বিশেষ করিলা বেশ বিস্তর যতনে ॥
অঙ্গরাগে এমন অদ্ভুত হৈল ছবি ।
পারে নাই তুল্য হতে প্রভাতের রবি ॥
চিরুণিতে চিরিয়া চিকুর কৈল বন্ধ ।
চর্চ্চিত করিয়া চুয়া চন্দন সুগন্ধ ॥
বিনোদিয়া বসন পরিলা বিনোদিনী ।
সজল জলদে যেন দমকে দামিনী ॥

কুচযুগে কর্ণাটী কাঁচলি কৈল বন্ধ।
মদন মূর্চ্ছিত হৈল দেখিয়া সুচ্ছন্দ॥
সুন্দর কপালে দিল সিন্দূরের বিন্দু।
রবিকে বেড়িয়া যেন রহিলেন ইন্দু॥
অভিচার অঞ্জন খঞ্জন আঁখে দিতে।
সম্বরারি বলে মরি সাধ নাহি জীতে॥
ঝলকে অলকা লতা অলকার কোলে।
মণ্ডিত করিয়া মণি মুকুতার মালে॥
চূড়ামণি দীপিকা চূড়ার দিল তুলে।
পৃষ্ঠদেশে পড়িল পুরট ঝাঁপা দুলে॥
কর্ণমূলে কুণ্ডল যুগল যেন রবি।
বিশ্ব বিমোহিত কৈল বদনের ছবি॥
নাসামূলে নত দোলে মোহে মুখচাঁদ।
মহেশের মনোমৃগ মোহিবার ফাঁদ॥
কণ্ঠ হতে কুচান্ত করিয়া মণিমাল।
তার মাঝে মাঝে সাজে পুরট প্রবাল॥
কনক কঙ্কণ চুড়ি করিকর-করে।
দীপ্তি দেখে বিদ্যুৎ অস্থির হৈল ডরে॥
বিলক্ষণ অঙ্গদ বলয় বাহুমাঝে।
ত্রিভুবন মুগ্ধ হৈল ত্রিপুরার সাজে॥
নানাছন্দ বাজুবন্দ হেম ঝাঁপা ঝুরি।
পরিয়া পাইল শোভা পরম সুন্দরী॥
রতন অঙ্গুরী সব অঙ্গুলির মূলে।
রবি শশী পরাভব মনোভব ভুলে॥

রতন নূপুর বাজে রুক্মিণীর পায়।
চরণে পড়িয়া চাঁদ গড়াগড়ি যায়॥
পদাঙ্গুলি পাশুলী সকলি রত্নময়।
চিন্তিলে চরণ চারু চারিবর্গ হয়॥
কর্পূর তাম্বুল খাইল এলাচি লবঙ্গ।
বিধুমুখী বিম্বাধরে বাড়াইলা রঙ্গ॥
শঙ্কর-সঙ্গত হয়ে সুন্দরীর চিত্ত।
প্রকাশিলা পূর্ণ কলা প্রভুর নিমিত্ত॥
সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরে।
শাঁখারি-সমীপে আইল ঝলমল করে॥
সহচরী সুন্দরী সকল লয়ে সাথে।
শরীরের শোভা সব সমর্পিলা নাথে॥
ত্রিপুরার মূর্ত্তি দেখি তৃপ্ত হৈলা হর।
রামেশ্বর বলে শঙ্খ পর অতঃপর॥ ১৫৩॥

ভবানীর শঙ্খ পরিধান আরম্ভ।

মহামায়া মাধবকে মধ্যখানে করি।
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বসিলেন ঘেরি॥
পূর্ব্বমুখে পার্ব্বতী পশ্চিম মুখে হর।
দিব্যাসনে দোঁহে অভিমুখ পরস্পর॥
স্বর্ণ থালে গঙ্গাজলে শঙ্খ তুলে ধুয়ে।
গাছি গাছি গুছাইল চক্ষে চক্ষে থুয়ে॥
যে খানের যে খানি সেখানে রাখে জানি।
জয় রাম বলি বাম হস্ত নিল টানি॥

কঙ্কণাদি আভরণ শীতলিয়া রাখে।
করে কর চাপিয়া জোঁখের যোত্র দেখে॥
অনুমান বুঝিয়া অন্যূন অনধিক।
হাসি বলে হইল হাতের মত ঠিক॥
হয় নাই পাছে বলি হয়েছিল ধোঁকা।
ঠিক হৈল যেন কেহ লয়েছিল জোঁখা॥
নরম সইয়ের হস্ত নবনীত যেন।
অক্লেশে পরিবে শঙ্খ এই হস্তে শুন॥
দক্ষিণ হস্তের কথা দেখিলে বলিব।
কঠিন হইলে কিন্তু মলিব দলিব॥
গঙ্গাজলে গিরিশ গৌরীর ধুয়ে হাত।
শঙ্খ নিল স্মরণ করিয়া নিজ নাথ॥
কতক কড়ের শঙ্খ করে দিতে তুলে।
ঝলকিল বদন মদন গেল ভুলে॥
চন্দ্রচুড় চঞ্চল চাহিয়া চাঁদমুখ।
সমুদ্রে সম্বরে নাই শঙ্করের সুখ॥
ত্রিভাগ পরায়ে ত্রিলোচন বপু হারা।
চণ্ডী পানে চায় চিত্র-পুত্তলির পারা॥
সকল পরায়ে শেষে উজাইল বাই।
বিশ্ব বিমোহিত কৈল বিনোদিনী রাই॥
কনকের করাঙ্গুরী কঙ্কণাদি করে।
পশুপতি পরায় পরম যত্ন করে॥
বাম হস্ত বিমলা বসন দিয়া ঢাকে।
কর আনি কোলে টানি কত মেয়ে দেখে॥

দু চক্ষে দেখিব কি কহিব এক মুখে।
সুন্দর সাজিল বলে সীমা নাহি সুখে॥
যশোমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।
প্রভু পূর্ণ কর নরেন্দ্রের অভিলাষ॥ ১৫৪॥

দুর্গার দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরিধান।

দেব-দেব দুর্গার দেখিয়া দক্ষ কর।
ভবানীর মুখ চেয়ে ভাবিত অন্তর॥
কহিল কঠিন কর কর্ম্মকরা বলি।
দৃঢ় করি তেলে জলে দিতে হৈল দলি॥
হরের বচন শুনে হৈমবতী হাসে।
অতঃপর উমা ভর করিলা সাহসে॥
দক্ষিণ ভুজের ভূষা খসাইয়া রাখে।
যত্ন করি জোঁখিয়া জোঁখার যোত্র দেখে॥
মাপ জোঁখ বুঝিয়া বলিল দৃঢ়তর।
দুটি গাছি শঙ্খ দুঃখ দিবেক বিস্তর॥
কহিলেন কাত্যায়নী কপর্দ্দির কাছে।
অপকর্ম্ম করিলে অধর্ম্ম ভোগ আছে॥
দারুণ কর্ম্মের তরে দক্ষ হস্ত ডাঁট।
বুঝিয়া করিবে কার্য্য বিচক্ষণ বট॥
ভব্য সয়া সব্য হস্ত দিব্য জলে ধুইলা।
যোত্র করি জানুর উপরে তুলে নিলা॥
ক্রমশঃ কস্কের শঙ্খ অকঠিন বলি।
দু দু গাছি দিল দুম্ দুম্ গেল চলি॥

অনায়াসে অক্লেশে ত্রিভাগ হৈল পার।
চিপ হৈল চতুর্ভাগ চলে নাহি আর ॥
উরুতের উপরে উমার হস্ত রাখি।
সহলে সহলে মলে তেলে জলে মাখি ॥
একগাছি অনেক যতনে হৈল পার ।
তিনগাছি আছে ত্রিভুবন অন্ধকার ॥
দলে মলে টিপটাপ করে দণ্ডদ্বয় ।
একগাছি গেল আর দুটি গাছি রয় ॥
সেই দুটি গাছি শঙ্খ পরিবার কালে ।
ভাসিলেন ভগবতী লোচনের জলে ॥
সতীকে আশ্বাস করি সয়া বুড়া কন।
দণ্ড দুই দুঃখ সয়ে থাক সোণাধন ॥
যাবত না গলে গাঁটি তাবৎ জঞ্জাল।
দণ্ডদুই দুঃখে সুখ পাবে সর্ব্বকাল ॥
গুটি শঙ্খ দুটি বাই চিপ যদি হয় ।
ঢল্ ঢল্ করে নাহি চির দিন রয় ॥
গুছাইয়া রাখিলে উজায়ে থাকে বাই ।
হলহলে হলে কিছু সুখ নাহি পাই ॥
শাঁখারির কথা শুনে হাসে যত বালা।
রামেশ্বর রচে হরপার্ব্বতীর লীলা ॥ ১৫৫ ॥

———

শাঁখারি কর্ত্তৃক অম্বিকার করমর্দ্দন।

দণ্ড দুই দলি শংখ এক গাছি তায়।
অনেক যতনে তিন পর্ব্ব কৈল পার॥
গাড়িয়া বসিল শংখ গলে নাহি গিয়া।
পরালে প্রবেশে নাহি আসে নাহি ফিরা॥
মাংস চুরি করিয়া মাধব ঠেলে শাঁখা।
কড় কড় করে কর যত যায় জাঁকা॥
মুঠা করি মাধব মর্দ্দন করে হাত।
এত ক্ষণে অম্বিকার হৈল অশ্রুপাত॥
ব্যস্ত হয়ে বিধুমুখী হস্ত লন টেনে।
হাঁটু দুটি আঁটিয়া আটক করে বেণে॥
বিশ্বমাতা বিশ্বনাথে বাম হস্তে ঠেলে।
কাঁদে আহা উহু উহু মরি মরি বলে॥
কোলে করি কন্যারে জননী রয় বসে।
মাসি পিসি দু পাশে দু জন বসে ঠেসে॥
চন্দ্রমুখী চক্ষু বুজে ঠেস দিয়া মায়।
বুড়া বলে দেখ পাছে পড় মোর গায়॥
কোমলাঙ্গী কান্দেন করিয়া কাকুর্বাদ।
কাতর হইয়া কত করেন বিষাদ॥
দুর্গার দেখিয়া দুঃখ দহে যত দারা।
দারুণকে দূর করে দিতে বলে তারা॥
ইহ নয় শাখারী ইহার নয় শাঁখা।
দ্রুত দস্যু দূর কর মারি ঘাড়ধাকা॥

সহরে শাঁখারী ডাকি শীঘ্র আন ধেয়ে।
হায় হায় হায় হেদে হত্যা হৈল মেয়ে॥
মাধব দাবুড়ি দিল থাক্ মাগী ঠেঁটা।
এ হাতে পরাবে শঙ্খ শাঁখারির বেটা॥
ধোকায় ভুলিয়া গেনু ধোঁকালেক মোকে।
এমন আঁটুন্ত্যা হাত নাহি তিন লোকে॥
মেনকা সুন্দরী মনস্তাপ করি কন।
মর্দ্দের মর্দ্দনে মেয়ে টেঁকে কতক্ষণ॥
শাসিয়া কহিল শাঁখা বারি করে ঘস।
এ বয়সে আমিও পরেছি বার দশ॥
মাধব বলেন মাতা কি করিব আমি।
ঝিয়ের আঁড়রা হাত জান নাহি তুমি॥
আমাকে দিয়াছে দুঃখ আমি সে তা জানি।
ঠকঠকে হাতে ঠেকে কি করিব আমি॥
তুমি শঙ্খ পরেছ তোমার হাত ননী।
এত কালে এই শঙ্খ পরিলেন ইনি॥
বারান্তরে ইহারে গোবিন্দ যদি করে।
ইনিহ উত্তম শঙ্খ পরিবেন পরে॥
সুন্দরী বলেন সয়া দয়া কর তুমি।
সয়া বলি সর্ব্বথা বলিব তবে আমি॥
তৃপ্ত হৈলা ত্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে।
সেই শঙ্খ সুন্দর পরায় অবহেলে॥
হৈমবতী সহিত হাসিলা শূলপাণি।
হুলাহুলি করি সবে কৈল হরিধ্বনি॥

বিভু সনে ভূষিত করিয়া ভুজলতা।
কৌশল করিয়া কন কৌশলের কথা॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৫৬॥

শাঁখারির পুরস্কার।

সইকে সাজিল শঙ্খ সবে দেখ চেয়ে।
থাকুক মর্দ্দের দায় মোহ যায় মেয়ে॥
বিকায়েছে কত বিধু বিমল বদনে।
তোমা ছাড়া সয়া বুড়া বাঁচেন কেমনে॥
মদন মোহন হন মোহিনীর কাছে।
ধন্য বলি সয়াকে ধৈরয ধরে আছে॥
ত্রিভুবন ভ্রমণ করেছি ঢের ঠাঁই।
সৈয়ের তুলনা দিতে সীমন্তিনী নাই॥
শাঁখারিতে শাঁখা করে পরে ঢের মেয়ে।
শংখিনী সৈয়ের শোভা সবে দেখ চেয়ে॥
শুভক্ষণে হয়েছে সইয়ের ভাগ্য ফলে।
রূপ দেখে সয়া বুড়া পড়ে গেল ভুলে॥
কষ্ট পাইলে কত কিন্তু হৈল বিলক্ষণ।
বসে গেল বাই করে কড়ার যেমন॥
ঘসে দিলে পসে যেত ঘসিবার নয়।
বুকভাঙ্গা হৈলে শাঁখা খোলাকুচি হয়॥
তুষ্ট কর কষ্ট পেয়ে পরায়েছি শাঁখা।
কার্য্যকালে কভু মুখ কর নাহি বাঁকা॥

ত্রিপুরা বলেন তোমা তুষিব নিশ্চয়।
চতুর্ব্বর্গ চাবে যদি পাবে মহাশয়॥
সোণা রূপা রতন ভাণ্ডার শত শত।
দেখাইয়া দিব তুমি নিতে পার যত॥
নিজ নাথে নতি হয়ে নগসুতা যায়।
গজেন্দ্রগামিনী গিয়া গড় কৈল মায়॥
কুতূহলে করি কোলে কৈল আশীর্ব্বাদ।
পশুপতি-প্রিয় হও পূর্ণ হকু সাধ॥
জন্ম যাকু আয়োতে জঞ্জাল যাকু দূর।
উজ্জ্বল থাকুক সদা কজ্জল সিন্দূর॥
চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখে করেন চুম্বন।
বুড়া বলে বসিয়া থাকিব কতক্ষণ॥
মহামায়া মায়ের সহিত যুক্তি করি।
যত্নে করে রত্ন নিলা স্বর্ণ থালে ভরি॥
যত মেয়ে যোত্র হয়ে জননী সহিত।
শাঁখারির সাক্ষাতে সুন্দরী উপনীত॥
সবিনয়ে বলিল বিদায় হও সয়া।
মনে রেখো মোরে কভু ছেড়ো নাই দয়া॥
শাঁখারি শুনিয়া বলে খাইলে মোর মাথা।
জীবন যৌবন ছাড়ি যেতে বল কোথা॥
কদর্থিলে কয়ে কোপে কাছাড়িয়া দাঁড়ি।
মনস্তাপে মস্তকে মারিতে তুলে বাড়ি॥
হাঁ হাঁ করে হৈমবতী হাতে ধরে রাখে।
যত্ন করি যত মেয়ে বসাইল তাকে॥

কাত্যায়নী কহে কহ কটু হৈলে কেন।
কয়ে কথা কচাল যে কর পুনঃ পুনঃ॥
দিবে বলি যৌবন যতনে নিলে শঙ্খ।
ইবে ধন দেখাও ধনের নই রঙ্ক॥
রুষিয়া রূপসী ভাষে হাসে যত মেয়ে।
কেন সয়া কি কহ লাজের মাথা খেয়ে॥
কেহ কহে শাঁখা বড় টাকা দুই তিন।
মেয়ে ঘরে কিসের মাতন সারা দিন॥
ডেকে দে ত মর্দ্দকে মারিয়া দেকু ধাকা।
দুর্গা বলে দূর হকু লয়ে যাকু শাঁখা॥
শৈলসুতা শিলের উপরে রাখি হাত।
নির্ভরে নির্ঘাত নোড়া মারে বার সাত॥
গুঁড়া হয়ে গেল নোড়া গায় হৈল ঘর্ম্ম।
শংখে না লাগিল দাগ শঙ্করের কর্ম্ম॥
বড় বড় পাথরে কাছাড় মারে লয়ে।
বিস্তর প্রস্তর গেল চূরমার হয়ে॥
বলে কর্ম্ম বাঁকা হৈল শাঁখা হৈল যম।
কুঠারে কাটিতে কর করিল উদ্যম॥
মাধব শাঁখারি মানা করে পুনঃ পুনঃ।
শংখের উপরে রক্ত লাগে নাহি যেন॥
ডর পায় ডাকাত বলিবে লোকে মোকে।
সঙ্কটে পড়িনু ভাল শংখ দিয়া তোকে॥
হাতে পায়ে ধরি নলপত করি তারে।
মেনকাদি মেয়ে সব মহাজনি করে॥

রয় নাই কার কথা কয় বিপরীত।
পর্ব্বতের পুরে ভাল পর্ব্ব উপস্থিত॥
হাস্য গোল হৈল হৈমবতী পাইল লাজ।
পার্ব্বতী পদ্মারে বলে ভাল নহে কায॥
কপালের কথা তায় কিবা যায় কয়া।
নহে নিজ নাথ হয় বিরানার পায়া॥
কুতূহলে পদ্মা বলে নিজ মূর্ত্তি ধর।
প্রাণনাথে জানি প্রেম আলিঙ্গন কর॥
উগ্র বিনা উগ্র মূর্ত্তি অগ্রে কে বা স্থির।
মরিয়া যাবেক হৈলে মনুষ্য শরীর॥
দাসীর বচনে দেবী দেখাইলা প্রভা।
ঘর্ঘরনাদিনী ঘোরা ঘন জিনি আভা॥
যশোমন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ।
মুচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥১৫৭॥

চণ্ডিকার কালীমূর্ত্তি ধারণ।

গৌরী হৈলা মহাকালী বিকট দশনাবলী॥
ঘোররূপা করাল-বদনা।
চতুর্ভুজা মুক্তকেশী মুখে অট্ট অট্ট হাসি
লহ লহ আলোল রসনা॥
খড়্গ মুণ্ড বাম করে দক্ষে বরাভয় ধরে
গলে দোলে নরশির মালা।
প্রভাত কালের রবি জিনিয়া লোচন ছবি
ভয়ঙ্করী দিগম্বরী বালা॥

শ্রুতিমূলে ছুলে শব অশনি সমান রব
কটিতটে নর-কর-কাঞ্চী।
শব মাংস করে গ্রাস ত্রিভুবন পাইল ত্রাস
স্তুতি করে অম্বরে বিরিঞ্চি ॥
রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
ভূমিকম্প অম্বর-নির্ঘোষ।
নাসাপুটে ছুটে ঝড় ঘন দন্ত কড়মড়
দেখিয়া মাধব পরিতোষ ॥
ছাড়িয়া মাধবাকৃতি শবরূপে পশুপতি
পড়িলা কালীর পদ তলে।
তৃপ্ত হৈল ত্রিভুবন স্তুতি করে দেবগণ
নারদ আইলা হেন কালে ॥
হরিদাস হয়ে নতি করিলা বিস্তর স্তুতি
পূর্ব্বরূপ হৈলা দুই জন।
সে দিন শ্বশুরাগারে রহিলা সপরিবারে
শাশুড়ীর রন্ধনে ভোজন ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন পাক হৈল পরিপূর্ণ
পায়স পিষ্টক নানাজাতি।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে পরিবেশনের কালে
লাজে রাণী নিযোজে পার্ব্বতী ॥১৫৮॥

সপুত্র শিবের ভোজন।

যোত্র করি পুত্র দুটী লয়ে দুই পাশে।
পাতিত পুরট পীঠে পুরহর বসে॥
তিন ব্যক্তি ভোক্তা এক অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে থা॥
মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ইষচ্চুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
দুগ্ধ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥

দড়-বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরিশ পাকের গান যশ॥
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥
উদ্বণ চর্ব্বণে ফের ফুরাল ব্যঞ্জন।
এককালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন॥
চট পট পিশিত মিশ্রিত করি যুষে।
বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে॥
চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর।
রনরন কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝণৎকার॥
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দু মুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্ম বিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥
খরবাদ্যে সুপদ্যে নর্ত্তকী যেন ফিরে।
সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে॥
হরবধূ অম্লমধু দিতে আর বার।
খসিল কাঁচলি হৈল পয়োধর ভার॥
নাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ।
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হৈল শেষ॥
ভোক্তার শরীরে মূর্ত্তি ফিরে ভগবতী।
ক্ষুধারূপ অন্তে কৈল শান্তি রূপে স্থিতি॥
উদর হইল পূর্ণ উঠিল উদ্গার।
অবশেষ গণ্ডূষ করিতে নারে আর॥

হট করে হৈমবতী দিতে আনে ভাত।
শার্দ্দূল ঝম্পনে সবে আগুলিল পাত॥
যশস্বিনী যোত্র জানি যাচে বারম্বার।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী ক্ষোভ নাহি আর॥
আঁচমন মুখশুদ্ধি সারি সুতসনে।
সন্তোষে বসিলা শিব শার্দ্দূল অজিনে॥
পশ্চাতে পার্ব্বতী গিয়া পাখালিল হাত।
রাণী আইল আপনি সবারে দিতে ভাত॥
গঙ্গাজল দিয়া স্থল করিয়া কামিনী।
রত্নপীঠ রূপসী রাখিল তিনখানি॥
কন্যা পুত্র দু দিকে পর্ব্বত মধ্য ভাগে।
গৌরীকে গৌরব করি দিয়াইল আগে॥
যত্ন করি জনক জননী দুইজন।
পূর্ণ করি পার্ব্বতীরে করাইল ভোজন॥
পশ্চাত পর্ব্বত লয়ে মৈনাক নন্দন।
গৃহস্থ গৌরীর বাপ করিলা ভোজন॥
দাস দাসী সকলে সকল দিয়া পিছু।
চেঁচে পুঁছে খাইল রাণী রেখেছিল কিছু॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৫৯॥

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কাঁচলি নির্ম্মাণ ।

অতঃপর পায় পড়ি প্রণমিয়া হরে ।
বিশাই বিষাদ ভাবি অভিমান করে ॥
শিল্পকর্ম্ম সকলে সেবকে দিয়া ভার ।
দোষ না দেখিয়া দূর কৈলে অধিকার ।
জগন্মাতা যদি মোর না পরিলা শংখ ।
অবনী ভরিয়া মোর রহিল কলঙ্ক ॥
মোকে মনে না করিলা মেনকার ঝি ।
যাকু মোর জীবন জীবার সাধ কি ॥
ত্রিলোচন তারে কন তুমি নাহি জান ।
ত্রিপুরার তাপে মরি তার কথা শুন ॥
বাগদিনী বেশে মুষে বিশাখের মা ।
শাঁখারী হইয়া সব শোধ কৈনু তা ॥
ভ্রূভঙ্গে ভুবন ভুলিয়া হয় ক্ষেপা ।
তাঁরে শংখ দিয়া তুমি ভুলাইবে বাপা ॥
অধিকার তোমার থাকুক অতঃপর ।
কাঁচলি নির্ম্মাণ কর কামিলা সুন্দর ॥
কয়ে দিল কপর্দ্দী কুচের পরিমাণ ।
তুষ্ট হয়ে তবে কৈল তেমতি নির্ম্মাণ ॥
বিচিত্র বসনে চিত্র চতুর্দ্দশ পুরী ।
পূর্ব্বাপরে শোভা করে উদয়াস্তগিরি ॥
সোম সূর্য্য উভয় উদয় হয় তায় ।
তার মাঝে বিরাজে তারক সমুদায় ॥

শক্রধনু সহ সৌদামিনী মেঘ মাঝে।
বৃন্দাবনে লীলা খেলা দেখে তার তলে॥
কালিন্দীর কূলে কত কৈল তরুলতা।
নানা জাতি পুষ্পের নির্ম্মাণ হৈল তথা॥
ভ্রমর ভ্রমিয়া বুলে ফুলে মধু খায়।
মন্দ মন্দ হেলে গন্ধমাদনের বায়॥
সকল শাখির শাখা শোভা পাইল ফলে।
লক্ষ লক্ষ পক্ষী লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ ডালে॥
রাধাকৃষ্ণ রচে রাস মণ্ডলের মাঝে।
যত গোপী তত কৃষ্ণ চতুর্দ্দিকে সাজে॥
হেম মাঝে মাঝে যেন চুণী মরকত।
গোবিন্দ সহিত গোপী সাজিলা তেমত॥
পরস্পর প্রেম করি পসারিয়া বাহু।
শরতের শশী যেন গ্রাস করে রাহু॥
অনঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গ উলঙ্গের ঘটা।
চুম্বনে চলিত হৈল চন্দনের ফোঁটা॥
অধরে উড়িল কার তাম্বূলের রাগ।
খঞ্জন লোচনে গেল অঞ্জনের দাগ॥
কার কুচে করার্পণ কার কণ্ঠদেশে।
কোথাহ রমণী শ্রান্ত হৈল রাস রসে॥
কৃষ্ণ কোলে কেহ শুইল কেহ দিল ঠেস।
ঘর্ম্ম পুছে মুখচাঁদে কার বাঁধে কেশ॥
গোপীকৃষ্ণ নাচে গায় করি হাতাহাতি।
কোন স্থানে বিনির্ম্মিত বিপরীত রতি॥

স্বর্ণ সূত্রে সূচে চিত্র রচে নানামত।
মাঝে মাঝে সাজে চুণী মণি মরকত॥
দপ্ দপ্ দিব্য রত্ন দীপকের প্রায়।
দীপ্তি করে অন্ধকারে দীপে নাহি দায়॥
বিচিত্র কাঁচলি চিত্র করিয়া কামিলা।
বন্দনা করিয়া মাথে বিশ্বনাথে দিলা॥
দেখি সুখী সদাশিব কৈল পুরস্কার।
বিশাই বিদায় হৈলা হয়ে নমস্কার॥
কাঁচলি পাঠাইল শূলী শঙ্করীর ঠাঁই।
দেখি সুখী শশিমুখী সুখে সীমা নাই॥
যশোমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।
প্রভু পূর্ণ কর নরেন্দ্রের অভিলাষ॥ ১৬০॥

হররমণীর বাসর-সজ্জা।

পদ্মাবতী পরাইল পৃষ্ঠে বাঁধি ডুরি।
ঝল মল করে মণি মুকুতার ঝুরি॥
কাঁচলিতে কাঁচা সোণা কুচ গেল ঢাকা।
অবিরল শ্রীফল যুগল যেন পাকা॥
উঁচ হয়ে রহিল কঠিন কুচ দুটি।
মদন-মোহন মন বাঁধিবার খুঁটি॥
ত্রিভুবন শোভা তুচ্ছ কৈল উচ্চ কুচে।
ভাবিলে ভকত জনে ভব-ভয় ঘুচে॥
মণি মুকুতার হার শোভে তার মাঝে।
ভুবন ভুলিয়া গেল ভবানীর সাজে॥

চির দিন হরগৌরী ছাড়া দুই জনে।
পরস্পর প্রেম-আলিঙ্গন হৈল মনে॥
হাসি হাসি দাসীকে পার্ব্বতী দিলা পান।
রতন মন্দিরে করে রমণের স্থান॥
সুবর্ণ সংমার্জ্জনিতে সারি সুমার্জ্জন।
গঙ্গাজলে গুলে ফেলে কুঙ্কুম চন্দন॥
পারিজাত পুষ্পাদি প্রচুর তায় ফেলে।
মল্লিকা মালতি জাতী যূথী দিল ঢেলে॥
পুষ্পঝারা বাঁধি সারা সাজাইলা ঘর।
বিচিত্র বিতান রত্ন বেদির উপর॥
রতন পর্য্যঙ্ক চিত্র-বসন-মণ্ডিত।
রমণ করিবে যাতে রমণ-পণ্ডিত॥
যত্ন করি চারি খুটে বাঁধে রত্ন ডুরি।
ঝলমল করে তায় হেম ঝাঁপা ঝুরি॥
দুই দিকে বিচিত্র বালিশ দিয়া তায়।
ধূপাবলি রাখিল সকল ঝরোকায়॥
তাকে তাকে রাখে রত্নদীপ শারি শারি।
পুণ্যগন্ধে আমোদিত করিলেক পুরী॥
করিয়া বিনোদ শয্যা বিনোদ মন্দিরে।
শিবকে সঙ্কেত কৈল শয়নের তরে॥
মহেশ প্রবেশ করে শয়ন-নিলয়।
দুর্গার কারণে দ্বারপানে চেয়ে রয়॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৬১॥

শিবদুর্গার বাসর।

দর্পণ অর্পণ করি অপর্ণার করে।
দুই দিকে দু দাসী দুর্গার বেশ করে॥
বসন ভূষণ সব পরেছেন আগে।
কেবল শৃঙ্গার বেশ কৈল শেষ ভাগে॥
কুঙ্কুমে চর্চ্চিত করি শ্রীমুখ মণ্ডল।
সুন্দর করিয়া দিল সিন্দূর কজ্জল॥
খোঁপায় বাঁধিল চাঁপা ঝাঁপার সহিত।
মোহন মল্লিকা মালা মস্তক মণ্ডিত॥
কুন্দের কর্ণিকা দিল কর্ণের উপর।
গলে দিল গড়ে মালা বেড়ি তিন থর॥
মধ্যগতা মল্লিকা মাধবীলতা পাশে।
ভ্রমর ভ্রমরী কত ভ্রমে যার বাসে॥
সুগন্ধ চন্দনে সারি অঙ্গ-বিলেপন।
পুষ্পরসে সুবাসিত করিল বসন॥
যেই বেশে মহেশে মোহিলা শম্ভু পরি।
সম্ভাষিতে চলে নাথে সেই বেশ ধরি॥
সুবর্ণ সম্পূট ঝারি সহচরী হাতে।
ঝলমল করি ঝাঁট পাইল প্রাণনাথে॥
হাতে ধরি হার্দ্দ করি বসাইলা হর।
দুয়ারে কপাট দিয়া দাসী গেল ঘর॥
যেন রাস মণ্ডপে গোবিন্দ পেয়ে রাধা।
প্রেম আলিঙ্গন করি পিয়ে মুখ সুধা॥

যেমন জানকী লয়ে রমে রঘুবর।
সাবিত্রী সবিতা যেন শচী পুরন্দর॥
কঙ্কণের ঝণৎকার নূপুরের ধ্বনি।
রন রন বাজে পুন রসাল কিঙ্কিণী॥
পার্ব্বতীর পূর্ব্ব পর্ব্ব পড়েগেল মনে।
রসিকা রহস্য করে রসিকের সনে॥
বাগদিনী বেশে যে ব্যাকুল কৈনু তোমা।
সেই সই হই সখা দোষ কর ক্ষমা॥
তার পরে যদি মোরে আজ্ঞা কর তুমি।
নানা রূপে রমণ করাতে পারি আমি॥
মাধব মোহিনী হয়ে মোহিলা তোমারে।
তুমি বল তাহা হয়ে তুষিব তোমারে॥
আর যে যে কোচিনীকে ভালবাস তুমি।
শচী সীতা রাধা কহ তাহা হব আমি॥
হাসিয়া বলিল হর হৈল দোষ ক্ষমা।
বাগদিনী বেশে আগে তৃপ্ত কর আমা॥
পশুপতি-অনুমতি পেয়ে মহামায়া।
সেইরূপ বাগদিনী হৈল সেই কায়া॥
যশোমন্ত সিংহে দয়াকর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু॥ ১৬২॥

বাসরে কাত্যায়নীর বাগদিনী বেশ।

বিমলা বন্দিয়া হরে বাগদিনী বেশ ধরে
পূর্ব্ব রূপ সকলি লক্ষণ।
দশনে বিজুরী খেলে গজেন্দ্র গমনে চলে
বলে বাণী বল্লকী যেমন॥
দু হাতে দু গাছি মেঠে কাপড় পরেছে এঁটে
খাট করি হাঁঠুর উপর।
গলায় রসের কাটি হিঙ্গুলের পলা দুটী
পুঁতি বেড়ে সেজেছে সুন্দর॥
অঞ্জন রঞ্জন আঁখি গঞ্জন খঞ্জন-পাখি
সুললিত নাকে নাক-চোনা।
নবীন নীরদ তনু তরুণ তিমির ভাণু
রূপে আল কৈল কালসোণা॥
ভুবন মোহন খোঁপা সন্ধী সালুকের ঝাঁপা
পেট্যা পাড়ি পরেছে সিন্দূর।
কমল কলিকা কুচ বুকেতে হয়েছে উচ
কদম্ব কুসুম কর্ণপুর॥
পিত্তলের ঝুট্যা পায় যাবক রঞ্জিত তায়
করাঙ্গুলে পিত্তল অঙ্গুরী।
সুধু অঙ্গ সুধাময় অনঙ্গ তরঙ্গ বয়
মহামেঘে যেমন বিজুরী॥
রামরম্ভা সম উরু নিতম্ব যুগল গুরু
কৃশ কটি ভ্রূ কাম-কামান।

হাসিয়া লজ্জার ভরে হানিল কটাক্ষ শরে
হর-মন-হরিণ নিসান ॥
মহেশে মোহিত কৈল সয়া বলি সম্ভাষিল
পড়িল প্রভুর পদতলে।
ভোলানাথ গেল ভুলি আইস আইস সই বলি
হাতে ধরি বসাইল কোলে ॥
চাঁদমুখে দিয়া মুখ পাসরিলা পূর্ব্ব দুঃখ
পার্ব্বতীর পাইল পরিতোষ।
হরগৌরী পদতলে দ্বিজ রামেশ্বর বলে
দূর কর গতাগতি দোষ ॥ ১৬৩ ॥

শিবশিবার বাসর সম্পূর্ণ।

কামরিপু কামুক কামিনী করি কোলে।
কৈল কাম দীপ্ত কাম-শাস্ত্র অনুসারে ॥
গঙ্গাধর ললাটাক্ষ কক্ষ বক্ষ তায়।
পঞ্চানন চুম্বন করিলা সমুদায় ॥
করিয়া কঠিন কুচে কঠিন মর্দ্দন।
বুকে করি দৃঢ় ধরি দিলা আলিঙ্গন ॥
আপাদ মস্তকে করে হস্তকেতে মন্ত্র।
জানিল যুবতী জনে জাগিল মদন ॥
শশী যেন গ্রাসে রাহু বাহু বেড়ি ধরে।
নির্ঘাত ষোড়শ বন্ধ নির্দ্দয় নির্ভরে ॥
যদংশেতে প্রকৃতি পুরুষ ত্রিভুবন।
পূর্ণব্রহ্ম-বিহার বর্ণিবে কোন জন ॥

যোগমায়া বিস্তার করিয়া সেই রাত্যে।
নানারূপে রমণ করায় নিজ নাথে॥
ক্রীড়া কৌতুকের কর্ম্ম কি কব বিশেষ।
আত্মারাম-রমণে রজনী হৈল শেষ॥
কোকিল কুক্কুট ডাকে কত পক্ষী আর।
মধু মক্ষিকার শব্দ ভ্রমর ঝঙ্কার॥
অরুণ উদয় কৈল হৈল সুপ্রভাত।
বিমলারে যাইতে ঘরে বলে বিশ্বনাথ॥
দশমী দিবস ভাল আর দিন নাই।
বিজয়া বিজয় কর জননীর ঠাঁই॥
চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ১৬৪॥

হরগৌরীর কৈলাস গমন।

ঘর যেতে হর চায় গৌরী গিয়া কহে মায়
শুনি রাণী শোকে অচেতন।
রাম বনবাস শুনি যেমন কৌশল্যা রাণী
কলস্বরে করেন রোদন॥
সুখময়ী রাজকন্যা ভিক্ষু-গৃহে দুঃখ-বন্যা
কেমনে বঞ্চিবে তুমি তায়।
এই দুঃখে মরি আমি পরাণ পুতলি তুমি
কেমনে ছাড়িয়া যাবে মায়॥
পাইনু পরম সুখ পাসরিনু সব দুখ
নিরখিয়া তুয়া মুখচাঁদে।

তোমারে বিদায় দিয়া কেমনে ধরিব হিয়া
মনের সহিত প্রাণ কাঁদে ॥
বসাইয়া বরাসনে পালিব পরাণপণে
মোর ঘরে থাক চিরকাল।
আমি যত কাল জীব আর তোমা না পাঠাব
ফলভরে ভাঙ্গে নাহি ডাল ॥
ননীর পুতলী ছেলে জলন্ত অনলে ফেলে
বাপ দিল কি করিবে মায়।
আমি অভাগিনী মরি সকল খণ্ডিতে পারি
কপাল খণ্ডন নাহি যায় ॥
গৌরীর গলায় ধরে বিস্তর বিলাপ করে
জননী কাঁদিয়া মোহ যায়।
মুছিয়া বদন খানি বলিয়া মধুর বাণী
পার্ব্বতী প্রবোধ করে মায় ॥
ধাকি-ঘরে কন্যা থাকে ধন্য তার বাপ মাকে
অভাগার ঘরে থাকে ঝি।
বিদায় করহ বল্যা পার্ব্বতী প্রণতি হৈলা
না কান্দ মাথার দিব্য জি ॥

হিমালয় হৈল শোকাকুলি।
সাজায়ে মেলানি তার সব দেখে অন্ধকার
পার্ব্বতী লইলা পদধূলি ॥
মাসিপিসি সবে কাঁদে গৌরীর গলায় ছাদে
বিমল বদনে চুম খায়।

শোকাকুল হ'য়ে সবে অনেক যতনে তবে
কত কষ্টে করিল বিদায়॥
বৃষে বসি মহেশ্বর মূষিকেতে লম্বোদর
শিখিরাজে সাজে ষড়ানন।
আগে পাছে দাসদাসী দিব্য সিংহ-রথে বসি
শশিমুখী করিলা গমন॥
মৈনাক গোড়াল্য ধেয়ে মা বাপ রহিল চেয়ে
বুক বেয়ে পড়ে প্রেম ধারা।
আর যত নরনারী খেলিবার সহচরী
কাঁদিয়া আকুল হৈল তারা॥
হার্দ্দ করি হৈমবতী কহিলা সবার প্রতি
ঘরে যাও মনে রেখো মোরে।
মোর স্নেহ সবা প্রতি মোরে মনে রাখ যদি
পাবে দেখা বৎসরে বৎসরে॥
শুনি সুখী সর্ব্ব লোক তথাপি পাইল শোক
শুখাইল সবাকার হিয়া।
আশ্বাসিয়া সবাকারে গৌরী গেলা নিজাগারে
নায়কের কল্যাণ করিয়া॥
করি নানা লীলা খেলা এরূপে কৈলাসে গেলা
হিমালয়ে হইয়া বিদায়।
সুখী হৈল শিবলোক ঘুচিল সবার শোক
জয়া পদ্মা চামর ঢুলায়॥
হরপার্ব্বতীর প্রভা কৈলাস পাইল শোভা
আনন্দ দুন্দুভি বাদ্য বাজে।

কিন্নর গন্ধর্ব্ব মেলি নৃত্য গীত কলাগুলি
সুখে হরপার্ব্বতী বিরাজে ॥
পৌষ মাস পেয়ে পরে পার্ব্বতী কহিলা হরে
পৌষীকৃত্য কর পশুপতি।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে মহেশ্বর কুতূহলে
বৃকোদরে দিলা অনুমতি ॥ ১৬৫ ॥

পৃথিবীর শস্যবাহুল্য।

প্রণমিয়া বিশ্বনাথে বৃকোদর নাম্বে ক্ষেতে
হাতে লয়ে দশ মোণের দাত্র।
নিহড়ি চলিল ধেয়ে দু দণ্ডে নিলেক দায়্যে
হইল আড়াই হালা মাত্র ॥
দেবী-চকে ধান্য তুল্যা শিব সন্নিধানে আইলা
নিবেদিলা শঙ্করের পায়।
শুনিয়া আড়াই হালা শিব অনুমতি দিলা
আগুণ মেটায়ে দিতে তায় ॥
হইল চাসের লাভ ভাবিয়া ভবের ভাব
ভগবতী না বলিলা কিছু।
জানিয়া শিবের লীলা যত দেব বৃন্দ ছিলা
চলিলা ভীমের পিছু পিছু ॥
দক্ষিণ পবন বয় ধরাইল ধনঞ্জয়
ঘিরৈা সর্ব্বদেবতায় মুখ।
হৃতিদ্রব্য যদি পাইল অনল প্রবল হৈল
বৃকোদর তাতে দিলা ফুঁক ॥

আকাশাচ্ছাদিল ধূমে পুড়ে ধান যথাক্রমে
দেখে ভীমে বড় হৈল মোহ।
ধান্য পোড়া গন্ধ পেয়ে শিবান্তিকে আইল ধেয়ে
অনিবার্য্য লোচনের লোহ॥
কি করিলে প্রভু কয়ে পড়িল মূর্চ্ছিত হয়ে
হর পার্ব্বতীর পদতলে।
শিব দিলা অনুমতি বোধ করে ভগবতী
ভকত বৎসলা কিছু বলে॥
বৃথা বাছা কর মনস্তাপ।
কৃষির সার্থক হৈল অনলে অর্পিয়া দিল
সত্য হৈল সেবকের শাপ॥
সদাশিব সদানন্দ ময়।
ইন্দ্রপদ যার বরে অষ্টসিদ্ধি আছে করে
কটাক্ষে অশেষ সৃষ্টি হয়॥
আমি চষাইনু চাষ পূরিতে জীবের আশ
অনল হবেন অনুকূল।
তাতে যে করিব আমি সাক্ষাতে দেখিবে তুমি
শিবপদ সকলের মূল॥
শুনি ভীম সুখী হৈল দ্বাদশ বৎসর গেল
পৃথিবী ভ্রমিতে আইলা হর।
গিরিরাজ-সুতা সাথে অনল দেখিল পথে
পর্ব্বতপ্রমাণ বৃহত্তর॥
ভীমে জিজ্ঞাসিলা ভগবান।

বৃকোদর নিবেদিল দ্বাদশ বৎসর গেল
অদ্যাবধি পুড়ে সেই ধান॥
দেখিতে আইলা গৌরীহর।
শিবদুর্গা দৃষ্টি মাত্র তৃপ্ত হয়ে বীতিহোত্র
মূর্ত্তিমান হয়ে দিলা বর॥
এক শস্য দিলে মোকে নানা শস্য হবে লোকে
দগ্ধ শেষ স্পর্শ ভগবতী।
বলি অগ্নি অন্তর্ধান দ্বিজ রামেশ্বর গান
যে যে শস্য জনমিল তথি॥ ১৬৬॥

গীত সমাপ্তি।

হরি শঙ্কর হৈল ধান্য হাতি পাঞ্জর হুড়া।
হরকুলি হাতিনাদ হিঙ্কি হলুদগুঁড়া॥
কেলে কাহ্ন কেলেজিরা কালিয়া কার্ত্তিকা।
কয়া কচ্চা কাশীফুল কপোতকণ্ঠিকা॥
কালিন্দী কটকী কুসুমশালি কনকচুর।
দুদরাজ দুর্গাভোগ পর্দ্দেশী ধুস্তুর॥
কৃষ্ণশালি কোঙরভোগ কোঙর পূর্ণিমা।
কন্মিলতা কনকলতা কামোদ গরীমা॥
খেজুরথুপী খয়ের শালি ক্ষেম গঙ্গাজল।
গয়াবালি গোপাল ভোগ গৌরী কাজল॥
গন্ধমালতী গুয়াথুপী গুণাকর।
চামর ঢালি বন্দন শালি কৈল তার পর॥
ছত্রশালি জটাশালি জগন্নাথ ভোগ।
জামাইলাডু জলারাঙ্গী জীবন সংযোগ॥
ঝিঙ্গাশালি বলাইভোগ ধুল্যা বিলক্ষণ।
নিমুই নন্দনশালি রূপ নারায়ণ॥
পাতসা ভোগ পায়রারস পরম সুন্দর।
পিপীড়াবাঁক্ তিল সাগরী কৈল তার পর॥
বাঁকশালি বাকোই বুয়ালি দাড়বঙ্গী।
শঙ্কচুর বুড়ামাত্রা রামশালি রাঙ্গী॥
রাঙ্গামেট্যা রামগড় রঞ্জয় করি।
পুণ্যবতী ধান্য রাখে নাম ধরি ধরি॥

নছীপ্রিয় লাউশালি লক্ষ্মী কাজল।
ভোজনা ভবানীভোগ ভুবন উজ্জ্বল॥
সীতাশালি শঙ্করশালি শঙ্কর জটা।
এই মত আর কত হৈল ধান্য ঘটা॥
লক্ষ নাম লক্ষ্মী হয়ে কৈল লোকহিত।
কত নাম কব তার কহিল কিঞ্চিত॥
পাংশু ধরি পশ্চাত পার্ব্বতী কন কি।
প্রকাশিলা পূর্ণকলা পর্ব্বতের ঝি॥
শস্যপূর্ণ পৃথিবী হইল সেই হৈতে।
শুনিলেন শৌনকাদি শুধাইয়া সূতে॥
দ্বাদশ বৎসর বসি বলিলেন যত।
নানা উপাখ্যান তাহা নিবেদিব কত॥
শিবান্বিতা কত কথা করিয়া বর্ণন।
নাথের অষ্টাহ হৈল নূতন কীর্ত্তন॥
শকে হল চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।
অবনীতে আইল যেন অমৃতের ধারা॥
নিগুর্ণ নিগুর্ণ জনে কৈল নিয়োজিত।
নির্ম্মল নাথের হৈল নির্ম্মল সঙ্গীত।
নির্ব্বচিতে এই গীতে দিতে নাহি দোষ।
হরিহর হৈমবতী সবার সন্তোষ॥
ইহাতে আমার কিছু দোষ গুণ নাই।
ভালমন্দ সব তব ভবানীর ঠাঁই॥

উত্তম মধ্যমাধম সর্ব্ব মনোহর।
অক্ষরে অক্ষরে মধুক্ষরে নিরন্তর॥
যশোমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।
সে রাজসভায় হৈল সংগীত প্রকাশ॥
বিদগ্ধ বসুধাপতি অতি বিলক্ষণ।
শক্রসম সভা শোভা করে সুধীগণ॥
পণ্ডিত পৃথিবীপতি পণ্ডিতে মণ্ডিত।
গুণিপ্রিয় গুণবান গীত বাদ্যে রত॥
প্রতাপে পাবক সম সাগর গভীর।
অবিরত ধর্ম্মভীত যেন যুধিষ্ঠির॥
রূপে কাম রণে রাম দানে হরিশ্চন্দ্র।
সকলে সামর্থ্য স্মিতমুখ সদানন্দ॥
নিত্য কর্ম্ম জপ পূজা যজ্ঞ দান ব্রত।
পেয়ে যার প্রসাদ পাতকী হৈল পূত॥
জগতে ভরিল যার যশঃকীর্ত্তি গানে।
কর্ণপূরে কালিরামে কেবা নাই জানে॥
ভঞ্জ ভূমীশ্বর ভূপ ভুবনবিদিত।
রিপু গর্ব্ব খর্ব্ব সর্ব্ব গুণ সমন্বিত॥
তিঁহ স্থান দিয়া মান বাড়ালেন যত।
নিরূপিত নহে তাহা নিবেদিব কত॥
সপুত্র কলত্র গোত্র সুখে রাখ শিব।
রক্ষ মহারাজের আশ্রিত যত জীব॥
ভবঁন ভরিবে ধনে রণে দিবে জয়।
বজ্রসম বাণ যেন ব্যর্থ নাহি হয়॥

কোঙরের কল্যাণ করিবে নিরন্তর।
তিন বর্গ তারে দিবে তারিণী শঙ্কর।
মহীতলে যথাকালে মেঘ দেন পয়।
শস্যভরা হন ধরা ব্রাহ্মণ নির্ভয়॥
শম্ভুরাম ভায়ার ভরণ কর প্রভু।
পদছায়া দিহ দয়া ছেড় নাহি কভু॥
গৌরী পার্ব্বতী সরস্বতী স্বসাত্রয়।
দুর্গাচরণাদি করি ভাগিনেয় ছয়॥
ভাগিনেয়ী পুত্র কৃষ্ণরাম বন্দোঘটি।
এ সকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জ্জটি॥
সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়।
পরকালে প্রভু পদতলে স্থল দিয়॥
পরমানন্দের কর পরম আনন্দ।
হৃদয় রামের কর সকল সচ্ছন্দ॥
আসর সহিত সদাশিব দেহ বর।
নায়কের কল্যাণ করিবে বহুতর॥
যাহার কল্যাণে গাই তোমার সঙ্গীত।
তাহার কল্যাণ কর বিতর বাঞ্ছিত॥
গায়কে বাদকে সুখে রাখ মহেশ্বর।
গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল হরি বল সর্ব্ব নর॥
রামেশ্বর রচিল রসিক রসোদয়।
হর প্রীতে হরি বল পাপ হক্ ক্ষয়॥ ১৬৭॥

—:০:—

গ্রন্থ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

—:০:—

১২৬০ সালের মুদ্রিত শিবায়নে নিম্নলিখিত গণেশ বন্দনা আছে। হস্তলিখিত পুস্তকের কোনটীতেই এই বন্দনা দেখিলাম না। বোধহয় মুদ্রিত শিবায়নের সংশোধনকারী মহাশয় হস্তলিখিত পুস্তকের গণেশ বন্দনা কিছু ভাসা ভাসা অনুভব করিয়া অল্প কথায় এই বন্দনা রচনা করিয়া দিয়াছেন। রামেশ্বরের কৃত অপর বন্দনা সকলে যেমন বন্দনীয় দেবতা সম্বন্ধীয় কিছু কিছু আখ্যান আছে, গণেশ বন্দনাতেও তাহাই থাকা অসঙ্গত নয়।

গণেশ বন্দনা।

নমস্তে পার্ব্বতী পুত্র পশুপতি প্রাণ।
হরসুত হর বিঘ্ন কর পরিত্রাণ॥
তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্য সাধন।
সিদ্ধি দাতা সর্ব্বজয়ী গজেন্দ্র বদন॥
পর পূর্ব্ব অন্য সর্ব্ব নির্ব্বচিতে নারে।
বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম বর্ণয়ে তোমারে॥
ত্বংহি সার মূলাধার দেব নিরঞ্জন।
খর্ব্ব বপু সর্ব্বলোক-আনন্দ বর্দ্ধন॥
তরুণ অরুণ আভা চরণ কিরণ।
গজ আস্যে হাস্য দৃষ্টে মোহ বিশ্বমন॥

পলকেতে সর্ব্ব তীর্থ কর পর্য্যটন।
ষড়ানন গর্ব্ব খর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কারণ॥
বিনায়ক ভক্তি দাতা মুক্তি বিধায়ক।
চতুর্ব্বর্গ প্রদায়ক বিঘ্ন বিনাশক॥
কি সামর্থ্য ও মহত্ত্ব তত্ত্ব কারবারে।
মম মতি গণপতি অসার সংসারে॥
বুদ্ধিহীন অহং দীন ক্ষীণ অতিশয়।
দুর্ম্মদ পামরে দয়া কর দয়াময়॥
মহেশ মহিমার্ণবে আমি ঝাঁপ দিব।
অনুকূল হলে কূল দেখিতে পাইব॥
নায়কে গায়কে সুখে রাখিবে হে নাথ।
প্রণামান্তে রামেশ্বর যোড় করে হাত॥

৪৭ পৃষ্ঠার শেষে এই ৪ পংক্তি আছে :—

পদচাকি উপরে বউলি বিলক্ষণ।
রজত জড়িত বিশ্বকর্ম্মার গঠন॥
দুইদিকে গজ মুক্তা চুণি মধ্যস্থলে।
সুবর্ণের নত নাকে বিধু ভানু জলে॥

৫৩ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তির পরে এই ৪ পংক্তি আছে। "বেণী গাছে ঝুঁটি" ইত্যাদি পংক্তি নাই।

মিছা ঘট ধরে কার গুয়া গায় করে।
করে কর ধরে কিল মারে শ্বাস ধরে॥
দুই চারি সখী কভু হয়ে সমবায়।
খেলিছে ফুল ঘুটিং পুকুর দিয়া গায়॥

৬৬ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তির পর তিন স্থানে ভাগ হইয়া এই কয় পংক্তি আছে।

অন্য দেবে সেবে শিবে জানে নাই যারা।
পণ্ডিত সমাজে কভু নাহি বসে তারা॥
মুক্তি দাতা মাধব মুক্তির যোগাধান।
জ্ঞানদাতা গঙ্গাধর গুরু রূপে ধ্যান॥
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সবার সেব্য শিব।
গঙ্গাধরে গর্হা-করে গুরুদ্রোহী জীব॥
ধরে দেহ নশ্বর ঈশ্বরে নিন্দা করে।
বন্ধ্যা তার জননী জীবন বৃথা ধরে॥
শিব ভক্ত যেই কুলে সেই কুলে মুক্তি।
সত্য সত্য সর্ব্ব শাস্ত্রে এই স্থির যুক্তি॥
মানে নাহি শিব যারা জানে নাহি বেদ।
গঙ্গাধর গোবিন্দ গৌরীতে করে ভেদ॥
মহা প্রলয়ের কালে হল সর্ব্বনাশ।
শিব বিনা নাহি কেহ এই সুনির্য্যাস॥
সেই পরাৎপর যেই সর্ব্বকাল রয়।
মহারুদ্র বলে কেহ মহাবিষ্ণু কয়॥
শিবাধিক কে আছে সেবিতে বল কাকে।
ত্রিভুবনে তত্ত্ব বুঝে তুমি আন তাকে॥
শুনেছি সুধীর ঠাঁই নাহি শিবাধিক।
শিবার্থে যোগিনী হব মাগে খাব ভিক॥

এই গুলি শিবারাধনা বিষয়ক মত প্রকাশ মাত্র।

৭৭ পৃষ্ঠা মধ্যে এইটুকু আছে। বোধ হয় ইহা একটী পৃথক্ গীত।

মেনকার বিলাপ।

বিবাহ বিষম দায় বিবাহ বিষম দায়।
মৈনাক বিষম হাবা, বল্‌না গিয়া তোরা বাবা
কন্যার মায়ের প্রাণ বর দেখে যায় যায়॥
ভাতার চক্ষের মাথা খেয়ে।
আইমা আনেছে বর দেবে কন্যা যেন পর
ছিছি গো সোনার কান্তি মেয়ে॥
ক্ষেপা বুড়া দিগম্বর ধাক্কা মারে দূর কর
আইবড় ঝি থাকুক ঘরে।
বাপ মার বয় পায়ে বিবা হবে লাজ যায়ে
বুড়া বর আনেছে কেটা করে॥
গায় বেড়া কাল সাপ কোথা হইতে আইসে পাপ
ভস্ম পায় যেবা আসি দেখে।
বয়স নাহিক লেখা আছে যেন বসে ভেকা
গেছে দাঁত সব চুল পেকে॥
ভাল বর ভাল বর বলে বলে নিরন্তর
নারদ লাগেছে মোরে হটে।
গৌরীকে বান্ধিয়া গলে আমি ঝাঁপ দিব জলে
ভূতে সুতা দিতে বল বটে॥
গুণনিধি বাছা মোর রূপের নাহিক ওর
মর তোর আছে কোন গুণ।
দেখে আচা ভুয়া ছন্দ মদনে লেগেছে ধন্দ
বদনে অদন সুনিপুণ॥

মেনকা ভৎ'সিয়া কয় গৌরীর অন্তরে ভয়
বিশ্বনাথে এত উপহাস।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর শুন যত বুড়া বর
বিবাহে ছাড়হ অভিলাষ॥

৭৯ পৃষ্ঠার শেষের কয়েক পংক্তির পরিবর্ত্তে এই কয়েক পংক্তি আছে।

বিধি বিষ্ণু ভৈরব বুঝিতে নারে যার।
সে তুমি তোমার তত্ত্ব কে জানিবে আর॥
মায়া মূর্ত্তি দেখে যত মায়ে গালি পাড়ে।
মেনকা মায়ের তায় মনস্তাপ বাড়ে॥
যোগেশ্বরে জয় করে জানে যেই জন।
কাণে মোর বাজে ঘোর কুলিশ যেমন॥
মদন মোহন মূর্ত্তি ধর মোর তরে।
যত মায়ে সবে চায়ে মুগ্ধ হয়ে পরে॥
সেই বপু শুনিয়া এ কথা সুন্দরীর।
কোটী কাম কমনীয় হইল শরীর